পরম পূজনীয়

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

লাভপুর, বীরভূম
১৩৪৮ সাল

পাত্রপাত্রী

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী	—	রায়হাটের জমিদার
ইন্দ্ররায়	—	রায়হাটের জমিদার, রামেশ্বরের শ্যালক
মহীন্দ্র	—	রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র
অহীন্দ্র	—	রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র
অচিন্ত্য	—	পেন্‌শনপ্রাপ্ত বয়স্ক ভদ্রলোক
মিঃ মুখার্জী	—	চিনির কলের মালিক
যোগেশ মজুমদার	—	চক্রবর্ত্তী বাড়ীর গোমস্তা পরে কলের ম্যানেজার
শূলপাণি	—	রায়বংশের এক শরিক
শ্রীবাস পাল	—	চাষী মহাজন
ননী পাল	—	জনৈক চাষী প্রজা
কমল	—	সাঁওতালদলের সর্দ্দার
ডগরু	—	সারীর বাগদত্ত স্বামী

পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, পাইক প্রভৃতি

স্ত্রী চরিত্র

সুনীতি	—	রামেশ্বরের স্ত্রী
হেমাঙ্গিনী	—	ইন্দ্ররায়ের স্ত্রী
উমা	—	ইন্দ্ররায়ের কন্যা
সারী	—	কমল মাঝির নাতিনী
মানদা	—	চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ঝি

সাঁওতাল তরুণীগণ

কালিন্দী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেয়েদের গান

লতায় পাতায় পলাশ বনে ফুল ফুটিল
ওরে ফুল কে ফুটালে ?
আমার ঘরে আঙিনাতে রঙ ছড়ালে—বাস ছুটালে।
ওরে ফুল কে ফুটালে ?
উরুর—উরুব—উরুর !
ধিতাং ধিতাং ধিতাং।

(খিল খিল করিয়া হাসি)

পুনরায় গান ধরিল

ময়ুর গুলান পেখম ধরেছে
নীল আকাশে হাঁস উড়েছে—
নদীর ধারে চলগো সবাই খুঁজে দেখিব।
বাঁশীতে কে সুর উঠালে !
বাবরী চুলে পালক গোঁজা
কষ্টি কালো কে,
আমাদেরই মন মাতালে।

[অন্ধকারের মধ্যে জ্বলিল নীলাভ আলো, তারপর ফুটিয়া উঠিল পূর্ণ আলো—দৃষ্ট হইল চর। শরবনেব অন্তরালে সাঁওতাল মেয়েদের গান শোনা গেল। তাহারা কলসী মাথায় চলিয়া গেল জল আনিতে, তাহার পর প্রবেশ করিল অহীন এবং রঙলাল।]

রঙলাল। এই ছ্যাখেন দাদাবাবু চর। কালের ভগ্নী কালিন্দী ওপারে জমি খেয়ে এপারে ওগরালে। (খানিকটা মাটি তুলিয়া লইয়া) দেখেন না কেনে মাটি। সোনার মাটি—চন্দনের পারা। এ মাটির লেগে চাষীরা খেপবে না দাদাবাবু?

অহীন। (চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল স্বপ্নাবিষ্টের মত) আচ্ছা আগে নাকি এই চরের ওপরেই ছিল কালিন্দীর গর্ভ?

রঙলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক এই চরের মাঝখানে। এখন যেখানে নদী সেখানে ছিল রায়হাটের জমি। আমাদের দোয়েম জমি ছিল। তুত পাতার চাষ হ'ত, আখ হ'ত। নদীর ঘাট থেকে গেরাম ছিল এক পো রাস্তার ওপর।

অহীন। তুমি দেখেছ?

রঙলাল। এই ছ্যাখেন দাদাবাবু কি বলেন ছ্যাখেন। আমার যে তখন পেরথম জোয়ান বয়েস দাদাবাবু! আপনকার পিতার বয়েস তখন আপনকার মতন। কি চেহারা! কি সে চুলের বাহার! কি সে গানবাজনা। আঃ—আপনাদের বাড়ী সন্ধ্যে থেকে ইন্দভুবন। ঝলমল করতো আলো। হা-হা ক'রে হাসি। আঃ, সেই মানুষ কি হয়ে গেলেন—কি মাথা, কি বুদ্ধি—সেই মানুষ পাগল হয়ে গেলেন, আঃ—!

অহীন! তুমি চরের কথা বল রঙলাল।

রঙলাল। (মুখের দিকে চাহিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়হাটের

তখন বাড়বাড়ন্ত। আপনকাদের সঙ্গে ছোট ছোট রায় হুজুরের তখন কত ভালবাসা, একসঙ্গে আদায়—একটা সম্বন্ধ হয়েছে ঝগড়া মিটেছে—

অহীন। সে জানি রঙলাল। আমার বড়মা ছিলেন ছোটরায়ের সহোদরা। তিনি—(সে স্তব্ধ হইল)

রঙলাল। আহা, দাদাবাবু, মনের দুঃখে সোনার প্রতিমে কোথায় যে চলে গেলেন। সন্তানেব শোকে—আহা-হা। সদল বদল সন্তান দোলনার ওপর মবে পড়ে রয়েছে দেখে—শোক আর সামলাতে পারলেন না, এই চরের উপর দিয়েই কোথা চলে যেয়েছিলেন তিনি। সকালে এই চরের বালিতে কুড়িয়ে পাওয়া যেয়েছিল তাঁর হাতের একগাছা কাঁকনি।

অহীন। ওসব কথা যাক্ রঙলাল, এখন তোমাদের কথা বল। তোমরা চরের জমি দাবী করছ। চর উঠেছে অনেকদিন। এতদিন দাবী করনি—আজ দাবী করছ। বল কেন করছ?

রঙলাল। আপনি রাগ করছেন দাদাবাবু?

অহীন। না, বাগ করি নি। কথাটা জানতে চাচ্ছি। হঠাৎ এ দাবী তুলছ কেন? চর তো পড়েই ছিল—

রঙলাল। আমাদের চোখ ফোটে নাই দাদাবাবু। জঙ্গলে-ভরা সাপ খোপ জানোয়ারের আস্তানা চর দিয়ে কেউ আমরা এতদিন হাঁটিই নাই। সাঁওতালেরা এসে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলে। এই দ্যাখেন না কেনে কেমন আলু ফলিয়েছে বেটারা। এক পোর তো কম হবে না এক একটা। ছোলার ঝাড় দেখুন—কি বাহারের ফসল! আমরা চাষী মানুষ। এমন জমি! তা ছাড়া ওপারে আমাদের জমি খেয়েই তো এপারে চর উঠেছে দাদাবাবু!

অহীন। বুঝলাম যুক্তি তোমার সারবান। কিন্তু আইন কি তাই শুনবে?

রঙলাল। আইনের বিচার আর ধর্ম্মবিচার তো এক নয় দাদাবাবু। তা হ'লে তো আমরা—(সে থামিয়া গেল)

অহীন। তা হ'লে তোমরা ছোট রায় মশায়ের কাছে যেতে কেমন ?

রঙলাল। (একটু মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে, তিনিও তো থামচ তুলেছেন। ধর্ম্মবিচারে এ চর আপনকাদের। আর আপনকাদের কাছেই ধর্ম্মবিচার পাব—এ আমরা জানি !

অহীন। এ চর আমাদের ঠিক জান রঙলাল ?

রঙলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ। ধর্ম্মত আপনকাদের, ঠিক জানিনা আইনেও বোধ হয় আপনকাদের। রায়হাটের যে কূল ভেঙেছে কালিন্দী, তার পেজা ছিলাম আমরা—সে ছিল চক্রবর্ত্তীবাড়ীর নির্দ্দিষ্ট চক রাঘবপুর। আবার এপারে চর উঠেছে—সেও উঠেছে আপনকাদের নির্দ্দিষ্ট চক আফজলপুরের সামিল হয়ে।

অহীন। ও পায়েও ভেঙেছে কালিন্দী আমাদের জমি। এ পারে গড়েছে তাও দিয়েছে আমাদের ! কালিন্দীর খেলাটা তবে—

(স্তব্ধ হইল)

রঙলাল। এই ঠিক বলেছেন দাদাবাবু—ঠিক বলেছেন। খেলা—কালিন্দীর খেলা। ঠিক খেলা, ঠিক—ঠিক। আমাদের মেয়েগুলো যেমন নদীর ঘাটে এসে ভিজে বালি নিয়ে খেলে—ঘর গড়ে, দোর গড়ে, আবার হঠাৎ উঠে, কি মনে হয়, লাথি মেরে ভেঙে দেয়—বলে হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম, তেমনি—ঠিক তেমনি। ওপার ভাঙল, এপারে এসে মাটি, বালি, খড় কুটো এসে জমা করত—শামুক-গুগলি—

অহীন। সরে এস রঙলাল—সরে এস।

(হাত ধরিয়া সে তাহাকে টানিল)

রঙলাল। কি দাদাবাবু?

অহীন। কাশবন দুলছে। কি যেন নড়ছে।

(ওদিকে গোলমাল উঠিল)

নেপথ্যে। কাঁড়! কাঁড়! শড়কী শড়কী!

২য় জন। হাঁকো পাঁকো! সাঁপ! সাপ!

মেয়ে। আয় বাবা গো! অ—জো—গর—! ইয়া চিতি!

অহীন। সাপ! সরে এস রঙলাল!

রঙলাল। পালিয়ে আসুন দাদাবাবু। পালিয়ে আসুন।

(অহীন বন্দুকটা তুলিয়া ধরিল)

ওরে বাপরে! এযে মস্ত পাহাড় চিতি! ওরে বাপরে।

(পলায়ন)

(রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া কয়েকটা তীর, দুইটা শড়কী চলিয়া গেল। অহীন বন্দুকের আওয়াজ করিল। তারপর সে চলিয়া গেল রঙলালের পিছনে। ওদিকে কলরব বেশী উঠিল। ইতিমধ্যে প্রবেশ করিল সারী। সে গান গাহিতে গাহিতে আসিল)।

গান

অজোগরের মাথায় মাণিক কে দিবে এনে গো
কে দিবে এনে গো—কে দিবে এনে!
রাজার বেটা ধেনুক বাণ নিয়ে এল বনে গো
নিয়ে এলো বনে গো—নিয়ে এল বনে!
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং রে!
উরুর উরুর ধিতাং রে!

সাপের মাথার মাণিক নিয়ে গাঁথি গলার হার গো
আবার কেনে শুধাও তুমি আমি বটি কার গো আমি বটি কার।
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং
উরুর উরুর ধিতাং রে।
রাজার ঘরের পথে নদী বান এল কেনে গো
বান এল কেনে গো বান এল কেনে।
তুফান জলে কখন খেয়ার লা নিয়েছে টেনে গো'
লা নিয়েছে টেনে।

(অহীন ফিরিয়া আসিল। সে মুগ্ধ হইয়া দেখিল তাহার একক-নৃত্য এবং গান শুনিল ; হঠাৎ সারী তাহাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইল। তারপব ছুটিয়া পলাইয়া গেল। দ্রুতপদে প্রবেশ করিল রঙলাল।)

রঙলাল। দাদাবাবু!

অহীন। তুমি তো খুব বীর রঙলাল, আমায় ফেলে পালিয়ে গেলে!

রঙলাল। বাড়ী চলেন দাদাবাবু। বাড়ী চলেন শীগ্‌গির।

অহীন। কেন? শেয়াল বেরিয়েছে?

রঙলাল। আজ্ঞে না, বাঘ দাদাবাবু, বাঘ। রায় হুজুর! বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়েছেন। আসছেন ঐ দেখেন।

অহীন। তার জন্যে বাড়ী যাব কেন রঙলাল!

রঙলাল। আপনি বুঝছেন না দাদাবাবু—আপনি বুঝছেন না। আপনকাদের ওপরে ওঁর পেচণ্ড রাগ। আপনি তো জানেন মামলার পর মামলা লেগেই আছে আপনাদের সঙ্গে।

অহীন। তার জন্যে ভয়ে পালিয়ে যাব কেন?

রঙলাল। (কাতরভাবে) তবে আমি পালাই দাদাবাবু—আমি পালাই। আমাকে আপনার সঙ্গে দেখলে মাথা রাখবে না।

[প্রস্থান]

অহীন। রঙলাল! রঙলাল! যেয়ো না। এত ভয় কেন তোমাদের? রঙলাল! (অনুসরণ)

(ইন্দ্ররায়, নায়েব ও বরকন্দাজের প্রবেশ)

নায়েব। ওই সামনে চক আফজলপুর।

ইন্দ্র। (উপরের দিকে চাহিয়া) আজ ৪ঠা চৈত্র। সূর্য্য একেবারে বিষুব রেখায়। হ্যাঁ, এইটাই উত্তর।

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ। মামলায় ওটা—(মাথা চুলকাইল)

ইন্দ্র। হ্যাঁ। চক্রবর্ত্তীদেরই হবে। বটেও চক্রবর্ত্তীদের। তা হোক, হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলুক।

(কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া)

চক্রবর্ত্তীদের আমি চর ভোগ করতে দোব না। কিছুতেই না।

(আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া)

মনে আছে তোমার সরকার, রাধারাণী রাত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—চারদিক খুঁজতে খুঁজতে, এইখানে তখন কালিন্দীর গর্ভ—এইখানে পাওয়া গিয়েছিল তার হাতের একগাছি কঙ্কন; মনে আছে?

নায়েব। মনে আছে বৈ কি! (অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মাথা নীচু করিয়া বলিল সে)।

ইন্দ্র। মনে আছে, রামেশ্বর সেই খবর শুনে বলে পাঠিয়েছিল ওই নদীর গর্ভে কুল-ত্যাগিনী ভগ্নীর একটা স্মৃতিমন্দির গড়াতে বলো ইন্দ্ররায়কে। মনে আছে!

(নায়েব চুপ করিয়া রহিল)

ইন্দ্র। এইবার গড়াব, তৈরী করব আমি রাধারাণীর স্মৃতিমন্দির চক্রবর্ত্তীবাড়ীর ইট খসিয়ে এনে। নদীর গর্ভে চর পড়েছে। কালিন্দী রাধারাণীর স্মৃতিসমাধি বুক চিরে বের করে দিয়েছে; এইবার গড়াব মন্দির। কে?—কে?—ও কে—সরকার? ও ছেলেটি? (রায় পিছাইয়া গেলেন দুই পা)

(অহীনের প্রবেশ)

অহীন। আমি আপনার ওখানেই যেতাম। এখানেই দেখা হয়ে গেল। (প্রণাম করিল)

(ইন্দ্ররায় আশীর্ব্বাদ করিতে হাত তুলিতে গেলেন আধখানা তুলিলেন মাত্র)

ইন্দ্র। কে তুমি? তুমি—? তুমি রামেশ্বরের ছেলে?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। ও! তুমিই বিষয় সম্পত্তি দেখছ? তুমিই আমার সঙ্গে মামলা মকর্দ্দমা করছ?

অহীন। আমি পড়ি। বিষয়-সম্পত্তি দেখেন আমার দাদা। তিনি নায়েব কাকাকে নিয়ে মহলে গিয়েছেন, তাই মা আমাকেই আপনার কাছে পাঠালেন।

ইন্দ্র। তোমার মা? কে? রাধা—। আঃ ছিছি। কি বলছি আমি? (চঞ্চল হইলেন) তারা—তারা—তারা! তোমার মা রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। তোমার মামার বাড়ী তো কাশী?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। তারা—তারা—তারা!

অহীন। মা আপনার কাছে পাঠালেন এই চরটা সম্পর্কে—

ইন্দ্র। (অসহিষ্ণুভাবে) এ চর আমার। বুঝেছ। বলো তোমার মাকে,—এ চর আমার। অবশ্য আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত। হ্যাঁ—আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত।

অহীন। বেশ তাই বলব। তবে চাষী প্রজারা মায়ের কাছে গিয়ে পড়েছিল। তাদের ওপারের কুলে জমি ছিল, ওপারের জমি

তাদের গিয়ে এ পারে চর উঠেছে। তাদের উপর যাতে অবিচার না হয়, সেইটেই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি। [প্রস্থানোদ্যত

ইন্দ্র। দাঁড়াও। দেখ চরের জঙ্গলে বড় সাপের উপদ্রব।

অহীন। এখনি একটা পাহাড়ে চিতি মেরেছে সাঁওতালেরা। আমিও গুলি মেরেছি একটা !

ইন্দ্র। যেও না। যেও না। বাড়ী ফিরে যাও তুমি।

(হঠাৎ অচিন্ত্যবাবুর প্রবেশ)

অচিন্ত্য। বাপরে—বাপরে বাপরে। আস্তিকস্য মুনের্মাতা—বাপরে—বাপরে অজগর সর্প ভীষণকায়, পাহাড়িয়া চিতি—বাপরে—বাপরে।

সরকার। কে ? অচিন্ত্যবাবু !

অচিন্ত্য। কে ? আরে রায়হুজুর। এটা কে ? অহীন্দ্র। The best boy in the village—I. A. তে তুমি স্কলারশিপ পেয়েছ। Congratulation. কিন্তু আপনারা এখানে কি করছেন ? পালান। ইয়া পাহাড়িয়া চিতি মেরেছে মশায়।

ইন্দ্র। সেটা তো মরে গেছে। এত ভয় পাচ্ছেন কেন ?

অচিন্ত্য। ওরে বাপরে, আর একটা নেই কে বললে ? পালিয়ে আসুন।

ইন্দ্র। চলুন আপনি, আমরা যাচ্ছি।

অচিন্ত্য। ওরে মশায়, যেতে পারলে আমি যেতাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, একা যাব কি করে ?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, চলুন। (অহীন্দ্রকে) তুমি ? তুমি এস।

অহীন্দ্র। (সবিনয়ে বলিল) একটু পরে যাচ্ছি আমি। আমার সঙ্গে লোক আছে। [প্রস্থানোদ্যত

ইন্দ্র। ও, আচ্ছা। হ্যাঁ। তোমার মাকে বলো—চরটা আমার। তোমার দাদা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। কিন্তু মামলা করে বিশেষ ফল হবে না। বুঝলে। চরটা আমার। সকলি তোমার ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। (অহীন্দ্র প্রস্থান করিল)।

অচিন্ত্য। হ্যাঁ, সান্ধ্যকৃত্যের সময় হয়ে গেল। বাড়ী চলুন।

ইন্দ্র। তারা মা গো!

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ী চলুন, সন্ধ্যে হয়ে এল। বাড়ী গিয়ে মাকে ডাকবেন। এখন মায়ের ইচ্ছায় সাপে ছুঁলে আর মা বলে ডাকবার সময় পাওয়া যাবে না।

ইন্দ্র। চলুন—চলুন।

(সকলের প্রস্থান। ধীরে ধীরে
আলো মৃদু হইয়া আসিল)

(চরের ঘাসেব মধ্য হইতে সাবী এবং আবও কয়েকজন মেয়ে।
তাদের পিছন হইতে বাহিব হইয়া আসিল কমল।
তাহাদেব সঙ্গে অহীন)

কমল। তুমি কে গো বাবু? আপুনি—আপুনি মশয় কে বট গো?

সারী। আয় বাবাগো—আগুনের পারা বঙ—আয় বাবাগো!

অহীন। আমি নাম বললে কি আমাকে চিনতে পারবে তুমি?

কমল। তুমাকে যেন চিনছি বাবু—তুমাকে যেন চিনছি! ওরে বাবারে! ঠিক তেমুনি—ঠিক সেই পারা—আগুনের মত বরণ—তেমুনি মুখ—তেমুনি চোখ—ওরে বাবারে—

(রঙলালের প্রবেশ)

রঙলাল। চিনতে পারিস মাঝি? চিনতে পারিস? তোদের রাঙাঠাকুর, সাঁওতাল হাঙ্গামার সময়! তারই নাতি। ছেলের ছেলে।

কমল। (চীৎকার করে উঠল) চৌপায়া—চৌপায়া—চৌপায়া। হাঁকো পাঁকো—হাঁকো পাঁকো!

(বলিয়া সে গড় হইয়া প্রণাম করিল)

ঠিক চিনলম আমি, ঠিক চিনলম। তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা বরণ!

অহীন। কি বলছ মাঝি? রাঙাঠাকুর-আমার ঠাকুরদাদাকে তুমি দেখেছ?

কমল। দেখলম। দেখলম। তখন আমরা ছুটো বটে। তবু মনে জুগ-জুগ করছে! শাল জঙ্গোলে মাদল বাজছিল, সড়কি, কাঁড়, ধনুক নিয়ে বড় বড় মাঝিরা নাচছিল—হাঁড়িয়া খাইছিলো ঢকাঢক্ মশালের আলোতে সব রাঙা হয়ে গেইছিলো, তখুন—ঠিক তখুন এলো রাঙাঠাকুর! আগুনের পাবা বরোণ—হাতে এই রক্তমাখা টাঙি—আয় বাবারে—উরে—বাবা—

সারী। আয় বাবাগো!—

কমল। (হাত জোড় করে) তুমি আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি, তুমি আমাদের রাজা—বস, বাবুমশয়—বস আপুনি।

রঙলাল। উনিই তোদের জমিদার। চরের মালিক, বুঝলি।

কমল। হাঁ—হাঁ—জমিদার মশায়—

সারী। না—না। উ বুলিস না বুড়া। জমিদার বুলিস না।

(কমল তার দিকে তাকাইল)

বাবু বুলিস না, জমিদার বুলিস না। বুল—রাঙাবাবু! রাঙাঠাকুরের লাতি, বুল—রাঙাবাবু। আমার মনে ঠিক লাগল কিনা—দেখলম আগুনের পারা বরণ বন্দুক দিয়ে মারলে—সাপটোকে মারলে। আয় বাবাগো, আগুনের পারা বরণ দেখে ভয় লাগল। ছুটে গেলম তুর কাছে। বুললম, কে এসেছে দেখ!

কমল। এই টো আমার লাতিন বটে রাঙাবাবু। লে—গড় কর

গো! জানিস বাবু, ভারী ভাল বেটে। নাম বটে সারী। মানে কি হোছে—না—খুব সত্যি—মানে—ঠিক, মিছে লয়।

(সারী প্রণাম করিল)

অহীন। বাঃ, তোমার খোঁপায় এ কি ফুল? চমৎকার ফুল তো?

সারী। লিবিন? আপুনি লিবিন বাবু?

অহীন। তুমি খোঁপায় পরেছ, তোমার দুঃখ হবে না।

সারী। না। ভাল লাগবে। তুমাকে আরও ফুল এনে দিব। আঁচল ভরে এনে দিব।

(ফুলটা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া সঙ্গিনীদের বলিল, দেলা—বোঁ দেলা)

[সকলে ছুটিয়া প্রস্থান

অহীন। তোমাদের এখানে ভাল লাগছে মাঝি?

কমল। হঁ। লতুন মাটি। ভারী ভাল মাটি। লতুন মাটি আমরা ভালবাসি গো! জঙ্গল কাটি, চাষ করি। ভারী ভাল লাগে!

রঙলাল। একেই বলে ইন্দুরে গর্ত্ত করে সাপে ভোগ করে।

অহীন। মানে?

রঙলাল। আর কেন দাদাবাবু! চর উঠল নদীতে। সাপখোপ জন্তু জানোয়ারে ভরা জঙ্গলে ছেয়ে গেল চর। কেউ আসত না! সাঁওতালরা এল, সাফ করলে জঙ্গল, চাষ করলে, আজ ফসল দেখে চাষী ক্ষেপেছে কোদাল নিয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, জমিদার ক্ষেপেছে শড়কী নিয়ে, লাঠি নিয়ে—সবাই বলছে—চর আমাদের। সাঁওতালদের তাড়িয়ে—শেষ—

কমল। কেনে তাড়াবে কেনে? আমরা খাজনা দিব!

রঙলাল। আরে বাবা খাজনা দিবি কাকে? রায়হাটের ছত্রিশ গণ্ডা জমিদার, রায়বংশ, তারা বলছে আমরা পাব। ছোট রায় বলছে. খাজনা ষোল আনাই আমি পাব।

কমল। আমরা খাজনা দিব রাঙাঠাকুরের নাতিকে। রাঙা-বাবুকে। আমাদের রাজা বটে, ঠাকুর বটে!

(সারিরা আবার আসিল ফুল লইয়া)

সারী। আমরা ফুল দিব রাঙাবাবুকে। সর গো বুড়া, সর।

কমল। দে কেনে?

(সারিরা ফুল ঢালিয়া দিল। তাহার সঙ্গে মরা চিতি সাপটা গলায় জড়াইয়া প্রবেশ করিল সাঁওতাল যুবক)

যুবক। 'এই দেখ বাবু সেই সাপটো! আপুনি গুলি মেলি মাথায়, আমি মাড়ল তিন কাঁড়, এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ।

কমল। এই ছেলেটার সাথে বিয়া দিব গো বাবু সারীর। বীর বটে!

অহীন। বাঃ! চমৎকার স্বাস্থ্য—চমৎকার।

সারী। আমার লাজ লাগছে বাবু। বুলিস না!

কমল। লাজ কিসের? উ বাঁশী বাজাক, আমি বাজাই মাদল। তু নাচ। বাবুকে নাচ দেখা।

অহীন। আজ নয় মাঝি অন্য দিন।

সারী। না বাবু আমাদের দুখ হবে।

অহীন্দ্র। তোমার নাচ তো আমি দেখেছি। চমৎকার নাচ তোমার। গানটি কি?

সারী। (সুরে দুই কলি গাহিয়া দিল)

অজোগবের মাথার মাণিক কে দিবে এনে গো

রাজার বেটা ধনুক-বাণ নিযে এল বনে গো।

(এমন সময় শূলপাণি রঙ্গমঞ্চের একপ্রান্তে প্রবেশ করিয়া আস্ফালন করিতে করিতে চলিয়া গেল)

শূলপাণি। এ চরে আমারও ভাগ আছে। শির লেঙ্গে। মাথা ফাটিয়ে দোব। [প্রস্থান

রঙলাল। শূলপাণি বাবু ক্ষেপেছে দাদাবাবু। তরফ বড় পাঁচ আনির—সারে তিন গণ্ডা জমিদারী অংশ।

অহীন। ছিঃ রঙলাল। তাহ'লে আজ উঠি মাঝি!

কমল। মশাল! মশাল! মশাল আন গো! মশাল!

(দুইটা মশাল ধরাইয়া আনিল দুইজন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(খোলা বারান্দা, কোন আসবাব নাই।
প্রবেশ করিলেন সুনীতি)

সুনীতি। (চারিদিক চাহিয়া দেখলেন। মাথাব কাপড নামাইয়া দিলেন। চুল তাঁব খোলা। ডাকিলেন)—মানদা! মানদা!

মানদা। (নীচে হইতে সাডা দিল)—যাই মা!

সুনীতি। একখানা মাদুর আনিস তো মা!

(দূবে বাঁশী বাজিল চবে। সুনীতি চকিত হইলেন। উদ্‌গ্রীব হইয়া দূবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মানদা প্রবেশ কবিল, মাদুর বিছাইল। সুনীতি সেদিকে তাকাইলেন না)

মানদা। মা! মাদুর বিছিয়ে দিয়েছি মা! মা!

সুনীতি। বাঁশী বাজছে কালিন্দীর চবে, না?

মানদা। হ্যাঁ মা। ওদের তো বাঁশী আর মাদল—মাদল আব বাঁশী। বেশ জাত!

সুনীতি। রাত্রে বাঁশী বাজাতে নেই রে। ওবা তো তা জানে না!

মানদা। কেন মা?

সুনীতি। বাঁশের বাঁশী রাত্রে শুনলে এক সন্তানের মায়েদের আর খেতে নেই রাত্রে। উপোস থাকতে হয়।

মানদা। কিন্তু বাঁশের বাঁশী রাত্রে শুনতে ভারী ভাল লাগে। কে—মন হয়ে যায় মন!

সুনীতি। সেই তো, মনে পড়ে যায় মা যশোদার দুঃখ, কৃষ্ণ গেলেন মথুরা, রেখে গেলেন বাঁশী—সে বাঁশী আপনি বাজত; যখনই যশোদার চোখে ঘুম আসত তখনই বেজে উঠত। ঘুম পালিয়ে যেত, চোখে ভেঙে আসত কালিন্দীর বন্যা!

মানদা। ও মা! আমাদের কালিন্দী তো সামান্য নয়!

সুনীতি। এ কালিন্দী নয় রে, সে হ'ল বৃন্দাবনের কালিন্দী, যমুনার নামও কালিন্দী!

মানদা। অ। তিনি হলেন বড় বুন, ইনি হলেন ছোট বুন। না মা?

সুনীতি। (হাসিলেন) হ্যাঁ। তিনি ভেঙেছিলেন যশোদার কপাল আর ইনি ভাঙছেন রায়হাটের কপাল। চর তো তোলেনি কালিন্দী, তুলেছে সর্ব্বনাশা পুরী। গোটা গ্রাম আজ ক্ষেপে উঠেছে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) সবচেয়ে ভয় আমার মানদা।

মানদা। তোমার ভয় কি মা? তুমি তো ঝগড়া বিবাদ করতে চাও না।

সুনীতি। আমি চাই না। কিন্তু তবু আমাব অদৃষ্টকে যেন টানছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি বে আমাব সংসারকে অদৃষ্টকে ও টানছে। চাষীরা এসে বলে গেল, চর আমাদের। বললাম—চর চাই না, ওরা বললে—তা বললে কি হয় মা! (শিহরিয়া উঠিয়া) মহীন বাড়ী নেই, মজুমদার ঠাকুরপো বাড়ী নেই। তারা এসে তো ছাড়বে না!

মানদা। ভগবান তোমাব সহায় মা। ধর্ম্ম তোমাব সহায়! আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন খানিক।

সুনীতি। হ্যাঁ। (শুইতে মাদুরের উপব আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন) মানদা, মানদা? চরটা ঘুরছে পাক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিস? মানদা?

মানদা—কই না তো!

সুনীতি। তবে বোধ হয় আমারই মাথাটা ঘুরছে।

মানদা। (শঙ্কিতভাবে) মাথা ঘুরছে।

সুনীতি। ঠিক মনে হচ্ছে—চরটা ঘুরছে, পাক দিয়ে ঘুরছে! তুই দেখতে পাচ্ছিস না।

মানদা। বসুন মা, বসুন!

সুনীতি। (বসিলেন) আঃ বাতাসে শরীরটা জুড়লো।

মানদা। (তাঁহার চুল লইয়া আঙুল চালাইয়া) এমন চুল, এই চুল অযত্ন করে জট পাকিয়ে ফেললেন।

সুনীতি—ছাড়—ছাড়।

মানদা—আহা—হা কি নরম! ছোট দাদাবাবু তোমার খুব সুন্দর বটে, কিন্তু এমন চুল পায়নি!

সুনীতি। (চুল টানিয়া লইয়া) কইরে এখনও তো অহী ফিরল না! প্রজাদের কথায় তাকে পাঠালাম ও বাড়ীর দাদার কাছে, এত দেরী হচ্ছে কেন?

মানদা। তিনি ওপারের চরে গিয়েছেন মা আমি দেখেছি—

সুনীতি। (চকিত ভাবে) ওপারের চরে? ওই—।

[আঙুল দেখাইয়া ভীতভাবে স্তব্ধ হইলেন]

মানদা। হঁ্যা। নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়েছিলাম, দেখলাম রঙলাল মোড়লকে নিয়ে দাদাবাবু নদী পার হয়ে চরে উঠছেন। পিঠে বন্দুক—

সুনীতি। (চকিত ভাবে) পিঠে বন্দুক? আঃ ছি—ছি—ছি!

মানদা। তোমার মা সবই যেন কেমন। বলিদান দেখে কেঁদে সারা।

সুনীতি। আহা—হা মানদা আমাদেরও প্রাণ যেমন, জীবজন্তুরও তো তেমনি রে! এত যন্ত্রণা হয় বল তো? এ কি এত আলো কিসের?

(বাহিরে আলোর ছটা বাজিয়া উঠিল)

দেখতো মানদা ?

(মানদা বাহিরে যাইতে উঠিল এমন সময় অহীনের প্রবেশ)

মানদা। ছোটবাবু ? এত আলো কিসের ছোটদাদাবাবু ?

অহীন। ভয় পেয়েছ তো ? (হাসিল)

সুনীতি। কিসের এত আলো রে ?

অহীন। রাঙাঠাকুরের নাতি রাঙাবাবুকে চরের সাঁওতালেরা পৌছে দিতে এসেছে মা !

সুনীতি। রাঙাঠাকুরের নাতি রাঙাবাবু ?

অহীন। হ্যাঁ—গো। ওরা আমাকে চিনেছে ! আমার নাম দিয়েছে রাঙাবাবু !

নেপথ্যে রামেশ্বর। (চাপা গলায়) সুনীতি—সুনীতি—

মানদা। বাবা আসছেন মা (দ্রুত চলিয়া গেল)

সুনীতি। তুইও বাইরে যা বাবা। মনে হচ্ছে, উনি খুব উত্তেজিত হয়েছেন। কি বলবেন, কে জানে ? সাঁওতালদের দাঁড়িয়ে থেকে মুড়ী মুড়কী দেওয়া। মানদাকে বল।

নেপথ্যে রামেশ্বর। সুনীতি (কথার মধ্যস্থলে) [অহীনের প্রস্থান

(ভয়বিহ্বল রামেশ্বরের প্রবেশ)

রামেশ্বর। সুনীতি !

সুনীতি। এই যে আমি ! ভয় কি ? কি হ'ল ?

রামেশ্বর। এত আলো ? এত লোক ? ওরা কি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে ?

সুনীতি। না—না। ওরা কালিন্দীর চরের সাঁওতাল প্রজা ! জান, ওরা অহীনকে ঠিক চিনেছে, রাঙাঠাকুরের নাতি ব'লে। নাম দিয়েছে রাঙাবাবু।

রামেশ্বর। কালিন্দীর চর? সাঁওতাল? রাঙাবাবু? এতগুলো একসঙ্গে মিলে গেল?

(গভীর চিন্তান্বিত হইয়া মাটির মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন)

সুনীতি। কি বলছ তুমি?

(রামেশ্বর তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

সুনীতি। ওগো! ওগো! ওগো—কথা বল! কি ভাবছ? ওগো!

রামেশ্বর। সোনার কাঁকনগাছটা—

সুনীতি। (ঝাঁকি দিয়া) কি বলছ তুমি?

রামেশ্বর। চরটা আকারে গোল;—না? কাঁকনের মত,—না? কালিন্দীর চরটা?

সুনীতি। না। যত সব উদ্ভট কল্পনা তোমার! চরটা লম্বা—ওই তো পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা চর। চল ঘরের ভিতর চল।

রামেশ্বর। চক্রান্ত! এ-সব সেই সর্ব্বনাশীর চক্রান্ত! সেই-সর্ব্বনাশী—

সুনীতি। কি বলছ? কে সর্ব্বনাশী?

রামেশ্বর। (চুপি, চুপি) এলোকেশী! সর্ব্বনাশী এলোকেশী সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে!

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্ররায়ের বহির্ব্বাটী

[কেহ কোথাও ছিল না। ভিতর হইতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে উমা প্রবেশ করিল, ঘর গুছাইল, এটা ওটা নাড়িল। সাধারণ গ্রাম্য সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের পোশাক।]

উমার গান

ফাগুনের হাওয়ায হাওয়ায়
মন ভেসে যায়,
কোন স্বপ্ন দ্বীপান্তরে
কি রত্ন খুঁজে মরে
তাই দোলন লেগেছে ময়ূরপঙ্খি নায়।
সপ্ত ডিঙ্গা ও তার কি ধন লয়ে
কোন তেপান্তর হতে আসবে বয়ে
আনবে সে কি বনের গন্ধ
পাখার গানের পুলক ছন্দ
আনবে সে কি আরো অনেক দখিনা বায়।

(গানের পরে প্রবেশ করিল অহীন)

উমা। অহীন-দা!

অহীন। (সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাইয়া) তুমি—৭। —তুমি উমা!

উমা। হ্যাঁ, চিনতে পারছেন না?

অহীন। অনেক বড় হয়ে গেছ তুমি। অনেক বড় হয়েছ। বেশ-ভূষাতেও অনেক তফাত। সে ছিলে—কলকাতার ক্লাস সেভেনের ডবল বেণী দুলানো মডার্ণ মেয়েটি। আর—

উমা। (হাসিয়া) আর?

অহীন। রাগ করবে না তো? তখন বড় মুখরা ছিলে।

উমা। আপনাকে বলেছিলাম, সায়েব—না? দাদা বললে, চিনিস? বললাম, চিনি, সায়েব! চিনতে পারিনি। কিন্তু ঠকব কেন? বলে দিলাম সায়েব (হাসিয়া উঠিল)।

অহীন। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে কিন্তু আমি বাঙালিনীই দেখতে চাই। তা তুমি সত্যিই বাঙালী ঘরের লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছ! শান্ত মেয়েটি—

উমা। সে এখানে। কলকাতায় গেলে ঠিক মুখরাই দেখতে পাবেন।

অহীন। তা হ'লে তুমি তৈল! যখন যে আধারে থাক সেই আকার ধারণ কর।

উমা। ওরে বাপরে না ক'রে উপায় কি? এখানে বাবার হুকুম—বাইরে বেরুবে না। গান টান চলবে না! ইচ্ছে হ'লে গুন গুন করে বড় জোব। চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যেবেলা একবাব যাবার হুকুম আছে। তাও মা সঙ্গে যাবেন। কি জানি কখন কার সঙ্গে কি উত্তব করি। ছোট রায় বাড়ীর মেয়েদের নাকি বড অদৃষ্ট খারাপ! কে কোথায় কি নিন্দে করবে, অভিসম্পাত দেবে—খাবাপ কপাল আবও খারাপ হ'য়ে যাবে।

অহীন। তারপর তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেমন হল' বল।

উমা। দাদা আপনাকে পড়াতে বলেছিল, আপনি তো পড়ালেন না। ফেল হ'লে আর আপনার কি?

অহীন। তোমার বাবা শুনলে রাগ করতেন, আমার দাদা হয় তো—

(হাসিল)

উমা। জানি জানি। বাপরে—বাপরে—এ যেন কুরু-পাণ্ডব—মোগল-পাঠান—চক্রবর্ত্তীবাড়ী আর রায়বাড়ীতে যে কি ঝগড়া! উঃ, ভাবতে গেলে সময় দম আটকে যায় আমার।



অহীন। সেক্সপীয়ারের রোমিও জুলিয়েটের গল্প পড়েছ উমা? ক্যাপিউলেট আর মণ্টেগু বংশের এমনি ঝগড়া ছিল। আমাদের দেশেও অনেক আছে। জমিদারদের এ একটা বিলাস! (হাসিল)।

উমা। আপনিও বড় হয়ে এমনি ঝগড়া করবেন তো?

অহীন। আমি মিটমাটের কথা নিয়েই এসেছি। তোমার বাবা কোথায়?

উমা। পূজো করছেন।

অহীন। তা হ'লে আমি একটু পরে আসব কি বল?

ইন্দ্ররায়। (নেপথ্যে) তারা—তারা—তারা।

উমা। ওই বাবা আসছেন। আমি পালাই।

[প্রস্থান

(ইন্দ্ররায় প্রবেশ করিলেন। রায় অহীনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, অহীন গিয়া প্রণাম করিল।)

ইন্দ্র। কে? ও—তুমি! সাঁওতালদের রাঙাঠাকুরের নাতি তুমি রাঙাবাবু!

অহীন। (হাসিয়া) হ্যাঁ, ওরা আমাকে রাঙাবাবু বলেই ডাকে।

ইন্দ্র। শুধু তাই নয়, সমারোহ ক'রে মশাল জ্বালিয়ে গ্রাম আলো ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়।

অহীন। (এবার চকিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিল) আপনি কি রাগ করছেন এর জন্যে?

ইন্দ্র। রাগ? (হাসিলেন)

অহীন। মা আমাকে সেই জন্যেই আপনার কাছে পাঠালেন।

ইন্দ্র। তোমার মা? তোমার মা আমায় কেন এমনভাবে উত্যক্ত করছেন জানি না। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ—

(তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন)

অহীন। যিনি বড়, যিনি মহৎ—তাঁর ভরসা সকলেই করে।

ইন্দ্র। তারা—তারা—তারা! থাক ওসব কথা। কি বলেছেন তোমার মা বল শুনি।

অহীন। তিনি অনুরোধ করেছেন,—এ সর্ব্বনাশা বিবাদ থেকে আপনি ক্ষান্ত হোন।

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হব? (কঠিন হাস্যে মুখ ভরিয়া উঠিল তাঁর)

অহীন। হ্যাঁ। আর—

ইন্দ্র। আর?

অহীন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—আপনার কাছে আমাদের অপরাধটা কি? কি করেছি আমরা?

ইন্দ্র। (চঞ্চলভাবে উঠিয়া পড়িলেন) তারা—তারা—তারা।

(জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো তারামূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তারপর ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন)

তুমি যাও, বাড়ী যাও। তোমার মায়ের কথা আমি ভেবে দেখব। বুঝেছ! যাও তুমি এখন যাও।

[অহীন প্রস্থান করিল—ইন্দ্ররায় হঠাৎ হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিতে গেলেন, এমন সময় পিছনদিক হইতে প্রবেশ করিল তাঁহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী]

হেমাঙ্গিনী। ছেলেটিকে তুমি তাড়িয়ে দিলে?

ইন্দ্র। (চমকিয়া উঠিলেন) কে? হেমাঙ্গিনী?

হেমাঙ্গিনী। ও তোমার বাড়ীতে এল, তুমি ওকে তাড়িয়ে দিলে?

ইন্দ্র। তাড়িয়ে দিলাম? নয়? (ব্যাপারটা এতক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল) অন্যায় হ'ল। সংসার-ধর্ম্মকে আমি লঙ্ঘন করলাম!

(তিনি মাথা হেট করিলেন)

হেমাঙ্গিনী। জান তুমি, ও অমলের বন্ধু।

ইন্দ্র। রামেশ্বরের ছেলে—ইন্দ্ররায়ের ছেলের বন্ধু ?

হেমাঙ্গিনী। কলকাতায় তোমাদের এলাকার বাইরে ওরা পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসে !

ইন্দ্র। (বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন) কুলাঙ্গার, অমল তাহ'লে—কুলাঙ্গার !

হেমাঙ্গিনী। কি বলছ তুমি ?

ইন্দ্র। ঠিক বলছি ! (হঠাৎ ঘুরিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন) অমলেরই বা দোষ কি ! তোমার শিক্ষায় তার এমনি মতিগতি হয়েছে। তুমি আমাকে অনুরোধ কর—ধর্ম্মের নজীর দেখিয়ে চক্রবর্ত্তীদের ক্ষমা করতে বল !

হেমাঙ্গিনী। সে কি অন্যায় অনুরোধ ?

ইন্দ্র। না। ও অনুরোধ তুমি আমায় ক'রো না হেমাঙ্গিনী, রাখতে আমি পারব না। আজ পঁচিশ-বৎসর রাধারাণী নিরুদ্দেশ। সে নেই, আমি জানি। এই পঁচিশ-বৎসর তার আত্মা নিরুদ্দেশের কলঙ্ক ব'য়ে বেড়াচ্ছে। আজ পঁচিশ-বৎসর ছোট রায়বাড়ীর মাথা হেঁট হয়ে আছে। রামেশ্বরের জন্যে কোনও অনুরোধ তুমি ক'রো না। চক্রবর্ত্তী বাড়ীকে আমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিব।

হেমাঙ্গিনী। কিন্তু কার ওপর প্রতিশোধ নেবে ? ঠাকুর-জামাই—

ইন্দ্র। না ! ও সম্বন্ধ ধ'রে কথা তুমি ব'লো না। বল, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

হেমাঙ্গিনী। (ম্লান হাসিয়া) বেশ ! তাই বলছি। চক্রবর্ত্তী মশাই কি আর মানুষ আছেন ? শুনেছি চোখের দৃষ্টি গিয়েছে,—দিন রাত্রি অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকেন। মাথা খারাপ হয়েছে—বিড় বিড় ক'রে বকেন—দুই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন, বলেন—আমার মহাব্যাধি হয়েছে !

ইন্দ্র। জান হেমাঙ্গিনী, নাগবংশের একজনের অপরাধে রাজা জন্মেজয় সমস্ত নাগবংশ ধ্বংস করতে নাগমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। রামেশ্বর অকর্ম্মণ্য—কিন্তু রামেশ্বরের বংশ আছে। তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরা উপযুক্ত হ'য়েছে। রামেশ্বরের বড় ছেলে বাপের মত জেদী দুর্দ্দান্ত! আমি ভুলতে পারি না হেমাঙ্গিনী যে, তারা রাধারাণীর সন্তানের অধিকারে অনধিকার প্রবেশ ক'রেছে!—কালিন্দীর ওপালের চরটা চক্রবর্ত্তীদের সীমানাতেই বটে,—কিন্তু, আমি তা চক্রবর্ত্তীদের ভোগ করতে দোব না। ওই চরে আমি ওদের শেষ করব। ওই চর হবে চক্রবর্ত্তীদের শ্মশান।

হেমাঙ্গিনী। (শিহরিয়া উঠিলেন) উঃ মা গো! ওগো কি বলছ? তুমি কি এত নিষ্ঠুর হতে পার?

ইন্দ্র। নিষ্ঠুর! রাধারাণীর মুখ মনে পড়ে না তোমার? রাধারাণীর প্রসঙ্গে মাথা হেঁট করতে হয় না তোমাকে?—উমার মুখের দিকে চাও না তুমি?

হেমাঙ্গিনী। উমা? উমার কথা কেন তুলছ তুমি?

ইন্দ্র। (গাঢ়স্বরে) আমার সোনার প্রতিমা উমা। আমার বংশে মিথ্যা কলঙ্কের জন্য তার বিবাহের কথা ভাবতে গিয়ে কূল কিনারা পাই না আমি!

(বাহির হইতে নায়েব সাড়া দিল)

নেপথ্যে নায়েব। (গলা পরিষ্কার করিয়া) বাবু!

ইন্দ্র। কে? মিত্তির?

নেপথ্যে নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।

ইন্দ্র। (হেমাঙ্গিনীকে) যাও, বাড়ীর ভিতর যাও। চোখের জল ফেলো না, ওতে আমি গলব না। পাথর ফাটে আগুনে, জলে গলে না। তা ছাড়া হেমাঙ্গিনী—কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ঘুরছি, যে ঘোরাচ্ছে

তার হুকুমে চলতেই হবে, চোখ ঢাকা অবোধ জীবের পথের বিচার ক'রে লাভ কি ? তারা—তারা—তারা !

[হেমাঙ্গিনী ভিতরে চলিয়া গেলেন।

(নায়েব প্রবেশ করিল)

নায়েব। পাইকেরা সাঁওতালদের নিয়ে আসছে। হরিশ একজনকে আগে পাঠিয়ে খবর দিয়েছে !

ইন্দ্র। আসছে ? চক্রবর্ত্তীরা কোন বাধাটাধা দেয় নি !

নায়েব। না।

ইন্দ্র। (তাহার মুখের দিকে চাহিলেন) হুঁ। (ঘাড় নাড়িলেন চিন্তিতভাবে)

নায়েব। বরং ও বাড়ীর গিন্নী নাকি ব'লে পাঠিয়েছেন সাঁওতালদের যে রায়হজুর ডাকবামাত্র তোমরা সেখানে যাবে। কদাচ তাঁর হুকুম অমান্য করবে না।

ইন্দ্র। আঃ ছি। ছি। ছি !

নায়েব। আজ্ঞে ?

ইন্দ্র। কিছু না। কিছু না ! তুমি একবার অচিন্ত্যবাবুকে ডাকতে পার ? মনটা বড় হাঁপিয়ে উঠেছে।

নায়েব। আজ্ঞে তিনি তো বাইরে বসে তামাক খাচ্ছেন।

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু। অচিন্ত্যবাবু ! যাও তুমি। অচিন্ত্যবাবুকে পাঠিয়ে দাও।

[নায়েবের প্রস্থান

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) Yes my lord !

ইন্দ্র। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন ! কতদিন পর দেশে এলেন, অথচ দেখা নেই। সেদিন এক চমক—চরে দেখা ! কি ব্যাপার কি মশাই ?

(অচিন্ত্যর প্রবেশ)

অচিন্ত্য। কি করি my lord, করি কি বলুন! শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং—বুঝলেন কি না, সব আমার শরীরের জন্য। শরীরের জন্য invalid pension নিলাম। ভাবলাম—retire করে কিছু business করব। দশ বিশটা business planও করলাম। কিন্তু শরীরের জন্যে everything spoiled! শরীরের মধ্যে আমার পাষণ্ড উদর!—উদরের জন্যে লোকে খাবার খায়, আমার উদর আমাকে খাচ্ছেন। অবশেষে—কলকাতায় গিয়ে—(হাস্য) বলুন তো কি ব্যাপার?

ইন্দ্র। কি ব্যাপার?

অচিন্ত্য। দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন, দেখে বলুন। হে-হে—বলতে পারলেন না তো। (দাঁত দেখাইয়া) দাঁত দাঁত, my lord দাঁত! এমন pearl-like teeth, মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত—যাকে বলে দন্তরুচি-কৌমুদী—আমার ছিল? পোকা-খেকো কালো কালো দাঁত মনে পড়ে?

ইন্দ্র। তাই তো মশাই! সত্যিই তো—এ-যে মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত?

অচিন্ত্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ! তুলিয়ে ফেললাম। ব'লব কি আপনাকে—like a brave soldier, একবার উঃ করি নি! দাঁতই হ'ল ডিসপেপ্‌সিয়ার মূল কারণ! এখন পাথর চিবিয়ে খাবো এবং হজম ক'রব।

ইন্দ্র। বলেন কি?

অচিন্ত্য। নিশ্চয়! দেখুন না, ছ'মাসের মধ্যে কি রকম বিশালকায় হ'য়ে উঠি! কিন্তু মুস্কিল কি জানেন?—খাবার দাবার, মানে—আসল পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্র। বলেন কি? প্রচুর দুধ ঘি রয়েছে—

অচিন্ত্য। বাজে—বাজে—বাজে! দুধ ঘি পুষ্টিকর খাদ্য—বাজে কথা! মশাই, দুধ ঘি যদি পুষ্টিকর খাদ্য হ'ত পশু রাজ্যী,—বুঝলেন? মাংস—মাংস খেতে হবে! দুধ ঘি খেয়ে বড় জোর চর্ব্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে।

ইন্দ্র। তা যা বলেছেন। দুধ ঘি খেয়ে বড় জোর চর্ব্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে, পাষণ্ড হওয়া চলে না, ও জন্যে মাংস চাই।

অচিন্ত্য। Yes my lord, right you are. সেই জন্যেই তো সেদিন চরে গিয়েছিলাম। চরে নাকি সাঁওতালেরা শশক অর্থাৎ খরগোশ মারে। সেই শশকের খোঁজে গিয়েছিলাম। শশক মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর—কারণ ওরা ফার্ষ্ট ক্লাস ভিটামিন ছোলা মসুরের ডগা খায়।

ইন্দ্র। এটাও কি আপনার আবিষ্কার?

অচিন্ত্য। নিশ্চয়! সেখানে গিয়ে আরও আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি।

ইন্দ্র। কি? আবার আবিষ্কার করলেন?

অচিন্ত্য। হু-হুঁ। আপনাদের চোখে তো পড়ে নি?

ইন্দ্র। কি বলুন তো?

অচিন্ত্য। Gr-a-nd Bus-iness। দেখে এলাম—চরে প্রচুর লতা পাতা গাছ গাছড়া রয়েছে। বুঝেচেন my lord—আমি ঠিক করে ফেলেছি—একেবারে হিসেব-নিকেশ—complete করে ফেলেছি—at least one hundred per cent লাভ। কলকাতায় দেশী herbs-supply করব। আপনি and আমি। রয়-গোসেল এ্যাণ্ড কোম্পানী।

ইন্দ্র। গোসেল?

অচিন্ত্য। ঘোষাল—ঘোষাল my lord—ঘোষাল। ঘোষাল কোটপ্যাণ্ট পরলেই গোসেল হয়ে যায়!

(নেপথ্যে শব্দ। সেই শব্দ শুনিয়া অচিন্ত্য সেইদিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।)

ওরে বাপরে! my God! এ কি মানুষ না মহিষ!

[মিত্তির ও হরিশ বাগ্দী সাঁওতালদের লইয়া প্রবেশ করিল। সাঁওতালেরা প্রবেশ করিয়া ইন্দ্ররায়কে প্রণাম করিল। পিছনে মেয়েরা দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের সর্ব্বাগ্রে ছিল সারী]

ইন্দ্র। মোড়ল মাঝি কে রে?

(কমল আগাইয়া আমায় প্রণাম করিল)

ইন্দ্র। তুই মোড়ল মাঝি?

কমল। আজ্ঞেন হাঁ। আমিই বটেন সে টো।

ইন্দ্র। চরের উপর এসে তোরাই বসেছিস?

কমল। আজ্ঞেন হুঁ-গো!

ইন্দ্র। কাকে বলে বসেছিস?

কমল। আজ্ঞেন? (আশ্চর্য্যভাবে প্রশ্ন করিল—যেন এমন বিস্ময়কর প্রশ্ন সে আর পূর্ব্বে শোনে নাই)

ইন্দ্র। কার হুকুম নিয়ে চরে বসত করলি?

কমল। কার হুকুম লিব? নিজেরাই বসে গেলম।

ইন্দ্র। নিজেরাই বসে গেলি?

কমল। হুঁ। দেখলম বন জঙ্গোল ভরা জমি পড়ে রইছে, জন্তু জানোয়ার বাস করছে, দেখলুম—লতুন চরার—মাটি—ভারি মোলাম—ভারি ভাল, কাছে লদীতে জল রইছে—ভাল লাগল, মন বুললে বসে যা, গেলম বসে ইখানে। হঁ।

ইন্দ্র। কতদিন এসেছিস ?

কমল। তা' হবে বৈকি গো। তা' পাঁচ মাস দশ মাস হবে। সেই কাতিক মাসে আলু লাগাবার সময় এলম—হঁ—কাতিক মাসই বটে গো—এসেই আলু লাগালাম, ছোলা বুনলুম। হঁ।

(ঘাড় নাড়িল)

ইন্দ্র। বুঝলাম। কিন্তু আমার হুকুম নিয়ে বাস করা উচিত ছিল। ও চর আমার !

কমল। সি আমরা জানি না বাবু !

ইন্দ্র। জানতিস না—এখন জানলি, এইবার কবুলতি দিতে হবে। না হলে উঠে যেতে হবে চর থেকে !

কমল। সেটো কি বটে ?

ইন্দ্র। কবুলতি। কাগজে টিপছাপ দিতে হবে—স্বীকার করতে হবে যে আমি তোদের জমিদার—আমাকেই বছরে বছরে খাজনা দিবি তোরা। বুঝলি।

(কমল অন্য এক মাঝির সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল)

সারী। (বলিয়া উঠিল মুখরার মত) কেনে ? তা দিবে কেনে ? টিপছাপটি দিবে কেনে !

(ইন্দ্ররায় তাহার দিকে চাহিলেন)

মিত্তির। এই ! তুই চুপ কর।

সারী। কেনে ? চুপ করবে কেনে ? তুরা যদি খৎ লিখে লিস ? একশো—তুশো টাকা পাবি লিখে লিস ?

ইন্দ্র। না-না—জমিদার তা কখনও করে না !

সারী। কর্যে না ! কর্যো না কেনে ? উ গাঁয়ে সি গাঁয়ে লিখে লিলে যি সব !

কমল। (পরামর্শ শেষে) বাবু মশায় সিটো আমরা শুধাব আমাদের রাঙাবাবুকে—

ইন্দ্র। কাকে ?

কমল। আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতিকে, রাঙাবাবুকে। সি যদি বুলে—তবে দিব, আমরা টিপছাপ দিব।

ইন্দ্র। মিত্তির ,ওদের এখানে আটক করে রাখ, টিপছাপ দেবে—তবে যেতে পাবে।

[প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

হরিশ। (হুঙ্কার দিয়া উঠিল) বস, সব বস এইখানে।

(অচিন্ত্য কোণে পুতুলের মত দাঁড়াইয়াছিল—সে এইবার বলিল)

অচিন্ত্য। হ'ল এইবার সর্বনাশ হ'ল ! আমি পালাই।

(সাঁওতালেরা বসিয়া পড়িল, প্রথমে বসিল কমল। মেয়েরা বসিল না)

ইন্দ্র। (ঘুরিয়া হরিশকে বলিলেন) মেয়েদের যেতে বল এখান থেকে।

হরিশ। যা—যা—তোরা বাড়ী যা !

(মেয়েরা গেল না)

হরিশ। এই মাঝি, ওদের যেতে বল।

কমল। যা গো সারী বাড়ী যা। বাবু রাগ করবে। বাড়ী যা তুরা।

মাঝি। হঁ—বাড়ী যা তুরা।

মিত্তির। যা—যা—বাড়ী যা—তোরা।

সারী। উরা এখুনও খায় নাই, তুরা উদিগে ধরে রাখবি কেনে ? পেট কাঁদে না উদের ? হ্যাঁ ! (চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল)

(উমা প্রবেশ করিল)

উমা। বাবা !

ইন্দ্র। উমা ! কিছু বলছিস ?

উমা। ওদের ছেড়ে দাও বাবা। ওদের মেয়েরা কাঁদছে। ওরা এখনও খায় নি !

কমল। বাবু মশয়, আমরা এখনও খাই নাই বাবু মশয়। ছেড়েন দে আমাদিগকে বাবু মশয়!

সরকার। টিপছাপ দে, দিয়ে বাড়ী চলে যা!

উমা। বাবা!

ইন্দ্র। ওদের তো ছেড়ে দিতে পারব না মা, তার চেয়ে ওদের বরং এখানে ভাল করে খাওয়াবার ব্যবস্থা কর তুই। কেমন তা হলে হবে তো? চল—সেই ব্যবস্থাই করি।

(উভয়ে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র, তাহার সঙ্গে সারী)

অহীন্দ্র। মামাবাবু।

ইন্দ্র। (ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন)।

অহীন্দ্র। (প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল) আমি আপনার কাছে জোড়হাত ক'রে ভিক্ষা চাইতে এসেছি মামাবাবু! এদের ছেলে মেয়েরা কাঁদছে, ভয়ে আপনার সামনে আসতে পারছে না। বেচারারা এখনও খায় নি! এদের এখন ছেড়ে দিন। আবার ডাকলেই আসবে।

উমা। বাবা!

(ইন্দ্ররায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন)।

অহীন্দ্র। (সাঁওতালদের) যা—তোরা এখন বাড়ী যা। যা। আবার ডাকলেই আসবি। (সাঁওতালেরা উঠিল)

হরিশ। (লাঠি ঠুকিয়া বলিল) এ্যাও মাঝি, খবরদার! বস্।

ইন্দ্র। (হরিশকে) চোপরও হারামজাদা! জানিস ও কে! (সাঁওতালদের প্রতি) যা—যা তোরা বাড়ী যা! যা!

[সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন]

[তাঁহার পশ্চাতে উমা ও অহীন্দ্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

উমা। অহীন-দা!

অহীন। উমা!

উমা। আপনাকে প্রণাম করব আমি। আজ আপনি আমার বাবার ধর্ম্মকে রক্ষা করেছেন; রাগের বসে কি যে ক'রে বসতেন—ভাবতেও শিউরে উঠেছিলাম। (প্রণাম করিল) তা ছাড়া—

(থেমে গেল সে)

অহীন। তা ছাড়া? বলতে বলতে থেমে গেল যে?

উমা। জানি না সত্যি কি না। তবে আমার মনে হচ্ছে সত্যি। মনে হচ্ছে—চক্রবর্ত্তীবাড়ী আর রায়বাড়ীর মাঝখানে যে পাথরের দেওয়ালটা গড়ে উঠেছিল—তাতে যেন আজ ফাটল ধরল।

অহীন। তোমার কল্পনা যেন সত্য হয় উমা—এই আশীর্ব্বাদই করে গেলাম তোমাকে। [প্রস্থান

(উমা তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর চলিয়া গেল, শূন্য রঙ্গমঞ্চে চীৎকার করিতে প্রবেশ করিল অচিন্ত্য)

অচিন্ত্য। করলেন কি My Lord—এ আপনি করলেন কি? লোকে যে যা'.তা' বলছে। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছোট ছেলে আপনার নাসিকায় ঝামা ঘর্ষণ ক'রে দিয়ে গেল। তাই আপনি সহ্য করলেন? ছি—ছি—ছি!

(মিত্তিরের প্রবেশ)

মিত্তির। অচিন্ত্যবাবু, এ সব আপনি কি বলছেন?

অচিন্ত্য। যা সকলে ভাবছে, সকলে বলছে, তাই বলছি—গভর্ণর সাহেব! Yes,—সকলেই বলছে। শূলপাণি বলছে—ঘস-ঘস—করে ঝামা ঘসে দিয়ে গেল।

মিত্তির। অচিন্ত্যবাবু, ইন্দ্ররায়কে জানেন তো?

অচিন্ত্য। (চমকিয়া উঠিল) কেন বলুন তো?

মিত্তির। লোকে বলে,—ইন্দ্ররায় রাগলে হয় খোঁচাখাওয়া বাঘ। তার থাবায় সিংহের মতন পুরুষ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ঘায়েল হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের মাথায় সে থাবা পড়লে মুণ্ডু ছিঁড়ে চলে আসে।

অচিন্ত্য। সত্যি কথা। লোকে তাই বলে।

মিত্তির। তবে তাঁকে খোঁচা মারবেন না। যা' তা কথা বলে চেঁচাবেন না।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) মিত্তির। মিত্তির রয়েছ? মিত্তির।

মিত্তির। আজ্ঞে!

অচিন্ত্য। আমি পালাই। মিত্তির মশাই—আমি—

(ইন্দ্ররায় তাহার পূর্ব্বেই প্রবেশ করলেন)

ইন্দ্র। সাঁওতালেরা চলে গেছে, না মিত্তির! ও—কে? অচিন্ত্যবাবু পালাচ্ছেন কেন? বসুন!

অচিন্ত্য। আমার অপরাধ হয়ে গেছে স্যর! আমি অন্যায় বলেছি!

ইন্দ্র। না—না। আপনি পাঁচজনের কথা বলেছেন। আপনার অন্যায় কি? লোকে এই কথা বলছে না কি অচিন্ত্যবাবু?

অচিন্ত্য। আমাকে মার্জ্জনা করবেন স্যর। লোকে বললেও আমি আর বলব না।

ইন্দ্র। না—না। আপনার কোন ভয় নেই, আপনি বসুন। মিত্তির! হরিশকে তুমি আবার পাঠাও। ধরে আনুক সাঁওতালদের। আমার ভ্রম হয়ে গেল মিত্তির, আমার ভ্রম হয়ে গেল। ছেলেটা আমায় মামাবাবু বলে ডাকলে। আমার মনে হ'ল—রাধারাণীর সন্তান এসে আমায় ডাকছে (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন)। যাক্, যা হয়ে গেছে গেছে। তুমি ডাক হরিশকে আমার কাছে।

মিত্তির। আজ্ঞে? (মাথা চুলকাইল)

ইন্দ্র। হরিশকে ডাক। আমি হুকুম দিচ্ছি।

মিত্তির। আজ্ঞে এইমাত্র খবর পেলাম—চক্রবর্ত্তী বাড়ীর বড় ছেলে, নায়েব যোগেশ মজুমদার মহল থেকে ফিরল। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠবে।

ইন্দ্র। ভয় পাচ্ছ? ফৌজদারী হবে?

মিত্তির। ভয় পাই-নি। তবে ভাবছি—ফৌজদারীতে হঠব না, কিন্তু মামলায় হয় তো ঠকতে হবে। সাঁওতালেরা যে রকম রাঙাবাবু বলে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর উপর ঝুঁকেছে—তাতে ওদের জমিদার স্বীকার করলে আমাদের হারতে হবে মামলায়। তার চেয়ে—

ইন্দ্র। তার চেয়ে—?

মিত্তির। তার চেয়ে আমি বলি কৌশলে কাজ উদ্ধার করাই ভাল হবে।

অচিন্ত্য। Yes My Lord, Governor—ভাল বলেছেন বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্ব্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্, পশ্য সিংহ মদোন্মত্ত শশকেন নিপাতিত!

ইন্দ্র। আপনি একটু থামুন অচিন্ত্যবাবু।

মিত্তির। আমি বলছিলাম—সাঁওতালরা তো খানিকটা চর চাষ করছে। বাকী চরটা গোটাই প্রায় পড়ে রয়েছে। ওটা যদি শক্ত জোরালো প্রজা দেখে আমরা এখন বন্দোবস্ত ক'রে দি—মানে—সাঁওতালরা বলবে—চক্রবর্ত্তী বাবুরা আমাদের জমিদার—এরা বলবে রায়হুজুর আমাদের জমিদার। সে ক্ষেত্রে দাঙ্গা করলেও আমাদের অনধিকার প্রবেশ হবে না। তারপর স্বত্বের মোকদ্দমা—সে অনেক দূর!

ইন্দ্র। পরামর্শ খুবই ভাল। কিন্তু সে রকম লোক কোথায় পাচ্ছ?

মিত্তির। আমি বলছিলাম—ননী পালের কথা!

ইন্দ্র। ননী পাল! কিন্তু ওটা যে একটা পাষণ্ড! কোন ভদ্রলোকের ছেলের কান ম'লে দিয়েছিল না!

মিত্তির। আজ্ঞে হাঁ লোকটা বিড়ির দোকান করে। বিড়ির দরুণ দু' আনা পয়সা পেত। কিছুদিন তাগাদা ক'রে না পেয়ে,—দুটো কান ম'লে দিয়ে বলেছিল—এতেই শোধ হ'ল আমার দু' আনা !

ইন্দ্র। হুঁ !

মিত্তির। তাহ'লে ননী পালকে—

(অচিন্ত্য প্রস্থানোদ্যত হইল)

ইন্দ্র। চা খেয়েছেন অচিন্ত্যবাবু ?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে না !

ইন্দ্র। তবে চললেন যে ?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। দুর্জ্জন আসবার আগেই স্থান ত্যাগ করা নিরাপদ ! সর্ব্বনাশ ! ননী পাল সাক্ষাৎ একটি ব্যাঘ্র। হঠাৎ থাবা মেরে বসে। গাছ গাছরা নিয়ে মা লক্ষ্মী আমার মাথায় থাকুন। ব্যবসায় আমার কাজ নেই মশাই। সর্ব্বনাশ ! ব্যাটা চরের ওপর কোন্ দিন খুন ক'রে ফেলবে আমাকে। My God !

[প্রস্থান

(ইন্দ্র হাসিলেন)

মিত্তির। তা হ'লে—

ইন্দ্র। (গম্ভীরভাবে বার দুয়েক পায়চারী করিয়া) আচ্ছা ডাকাও ননী পালকে। চক্রবর্ত্তীদের আমি ক্ষমা করতে পারব না।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ির দরদালান

(রামেশ্বর বসিয়া আছেন)

রামেশ্বর। "অসদো মা সদ্‌গময়ো, তমসো মা জ্যোতির্গময়!" শঙ্কর! আশুতোষ—আর যে অন্ধকারে থাকতে পারছি না প্রভু!

(সুনীতির প্রবেশ)

কে?

সুনীতি। আমি।

রামেশ্বর। তুমি? তুমি সুনীতি? ও! তুমি! ওঃ!

সুনীতি। হ্যাঁ। এইবারে একটু জানালার ধারে এসে ব'স। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, এইখানে ব'স।

রামেশ্বর। আঃ বাতাসে চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে। এটা কি মাস বল ত?

সুনীতি। চৈত্র মাস—

রামেশ্বর। "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে॥
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটিরে॥"

অহীন। (নেপথ্যে) মা!

সুনীতি। আয়, ভেতরে আয় বাবা!

(অহীনের প্রবেশ)

রামেশ্বর। অহীন?

অহীন। হ্যাঁ বাবা, আমি!

রামেশ্বর। মহীন কোথায়? মহীন?

সুনীতি। কাছারী বাড়ীতে গেছে।

রামেশ্বর। অহীন কি পাশ ক'রেছে নয় ?

সুনীতি। I.A.তে জলপানি পেয়েছে। এবার B.A. দিয়েছে !

রামেশ্বর। বাঃ বাঃ! রাজা দিলীপের পুত্র রঘু, সমস্ত বংশের তিনি মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন, তাই তাঁব বংশের নাম হ'য়ে গেল রঘুবংশ ! তুমি রঘুবংশ প'ড়েছ অহী ? মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ ? বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ। মহাকবি কালিদাস !

অহীন। আমি ইকনমিক্স্ নিয়েছি, সংস্কৃত কাব্য আমাকে পড়তে হয় না। তবে আমি ঘরে পড়ি সংস্কৃত।

রামেশ্বর। ইংরেজদের এক মহাকবি আছেন, তাঁর নাম সেক্স্পীয়র ! তাঁর বইও প'ড়ো !

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ! B.A. তে সেক্স্পীয়র পড়ছি।

সুনীতি। তুই এইখানে ব'স্ অহী,—আমি তোর খাবার নিয়ে আসি।

রামেশ্বর। (চকিত হইয়া) না—না ! যাও অহি, ভাল করে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেল, গরমের দিন স্নানই করে ফেল বরং, তারপর খাবে। যাও, যাও, একটু খোলা বাতাসে যাও বরং।

[অহীনের প্রস্থান

সুনীতি। কেন তুমি ওকে এমন করে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে ? ছেলেরা কাছে এলে কেন তুমি এমন কর ?

রামেশ্বর। (দু'হাত বাড়াইয়া) অতি ঘৃণিত সংক্রামক ব্যাধি ! মহা-ব্যাধি ! মহা-ব্যাধি ! কুষ্ঠ, কুষ্ঠ !

সুনীতি। না, কব্‌রেজ বলেছেন, ডাক্তার বলেছেন, রক্তপরীক্ষা হ'য়েছে, ও রোগ তোমার নয় !

রামেশ্বর। জানে না সুনীতি, ওরা জানে না। (দূর হইতে মাদল ও বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসিল) উঃ আঙুলগুলো বড় টাটাচ্ছে—আর কি লাল হ'য়ে উঠেছে! ও কিসের শব্দ সুনীতি?

সুনীতি। সাঁওতালরা মাদল বাজাচ্ছে!

রামেশ্বর। হুঁ! সাঁওতালরা—নয়?

(সুনীতি যাইতেছিলেন)

শোন—শোন!

সুনীতি। বল।

রামেশ্বর। দেখ, আমি বড় চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছি সুনীতি!

সুনীতি। কেন?

রামেশ্বর। ভাবছি, অহী যদি সাঁওতালদেব নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা কবে?

সুনীতি। না গো, না! অহী আমাদের সে রকম ছেলে নয়।

রামেশ্বর। সাঁওতালরা ওকে চিনেছে যে! নাম দিয়েছে রাঙাবাবু? রাঙাঠাকুরের নাতি, রাঙাবাবু!

মহীন। ('নেপথ্যে) চর নিয়ে রায়েরা দাঙ্গা করতে চায় নাকি? বলবেন, চরের ওপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব আমি।

রামেশ্বর। চর? দাঙ্গা? সুনীতি, কেন চর নিয়ে দাঙ্গা?

সুনীতি। কালিন্দীর ওপরে একটা একটা চর উঠেছে—

রামেশ্বর। উঠেছে? চর উঠেছে? কালের ভগ্নী কালিন্দী চরটা তুলেছে? (থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল)

সুনীতি। কি হ'ল গো? এমন ক'রছ কেন?

রামেশ্বর। কালের ভগ্নী কালিন্দী। কালের ভগ্নী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অমোঘ বিধান। হে ভগবান! কালের ভগ্নী কালিন্দীর চরে এল সাঁওতালেরা। তারা চিনলে রাঙাঠাকুরের নাতিকে। নাম দিলে

রাঙাবাবু। তুমি জান সুনীতি—রাঙাঠাকুরের কথা। আমার বাবা —দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পিঙ্গল কেশ পুরুষ—তার কথা জান ?

সুনীতি। তুমি ব'স। স্থির হয়ে ব'স। আমি জানি, তাঁর কথা আমি জানি।

রামেশ্বর। না—না—না। জান না। চক্রবর্ত্তী বংশ কুলীন তান্ত্রিকের বংশ। আমার প্রপিতামহ শবসাধনা করতে গিয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। জান ?

সুনীতি। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন ?

রামেশ্বর। এই দেখ, তুমি তো জান না সুনীতি, তুমি তো জান না! কি করে জানবে। তান্ত্রিক সাধনা—গুপ্ত সাধনা। তবে তোমার জানা উচিত। হ্যাঁ জানা উচিত!

সুনীতি। শুনব—অন্যদিন শুনব।

রামেশ্বর। না। আজই শুনে রাখ। ওপারে কালিন্দী তুলেছে চর, সেখানে এসেছে সাঁওতালেরা, চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ছেলে— তোমার গর্ভের সন্তান অহীনের মধ্যে তারা আবিষ্কার করেছে রাঙাঠাকুরকে। মশাল জ্বেলে তাবা রেখে গেল তাকে। অদ্ভুত যোগাযোগ সুনীতি। তুমি শুনে রাখ সে কথা।

সুনীতি। তুমি শান্ত হও। ওসব তোমার মনের উদ্ভট ভাবনা। ব'স—স্থির হয়ে ব'স। মাথায় একটু জল দিয়ে ধুয়ে দোব ?

রামেশ্বর। যোগভ্রষ্ট তান্ত্রিকের বংশ। প্রপিতামহ শবাসন ছেড়ে হলেন উন্মাদ, পিতামহ রায় বংশে বিবাহ ক'রে সাধনা ছেড়ে হলেন সম্পদের অধিকারী। (হাসিলেন) তবু সর্ব্বনাশী সঙ্গে ফেরে। সে ছাড়বে কেন? সে কৌতুক করলে। রায়বংশের এক তরফের উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ ক'রে ঠাকুরদাদা সাধক থেকে হলেন জমিদার। সর্ব্বনাশী—কৌতুক ক'রে বিরোধ বাধিয়ে দিলেন—

রায়বংশের অন্য তরফের সঙ্গে। রায়বংশকে তিনি ব'লতেন—ছোট-লোকের বংশ। এক হুকোতে তামাক খেতেন না। আক্রোশে রায়-বংশ গজরাত। অজগরের মত গজরাত! সব সেই সর্ব্বনাশীর চক্রান্ত! (হাসিলেন)

সুনীতি। কার? কি বলছ?

রামেশ্বর। তার। তার এলোকেশী সর্ব্বনাশী। তার চক্রান্ত—তার অভিশাপ। তার সাধনা ছেড়ে সম্পদের সাধনায় মগ্ন হ'ল চক্রবর্ত্তীরা—সে অসন্তুষ্ট হবে না? ক্রুদ্ধ হবে না? আমার বাবার বুকে সে-ই জ্বালিয়ে তুললে আগুন। সাঁওতালেরা ঠিক বলেছে—আগুনের পারা বরণ, হঁ্যা—অগ্নিবর্ণ পুরুষ—মাথায় পিঙ্গল কেশ, চোখে পিঙ্গল দ্যুতি, আমার বাবা সোমেশ্বর চক্রবর্ত্তী—মেতে উঠলেন সাঁওতাল বিদ্রোহে।

(উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিত হয়ে)

সাঁওতালদের পীড়ন করছিল, খ্রীষ্টান করছিল পাদ্রীরা, ইংরেজ কুঠিয়ালেরা তাদের মেয়েদের দিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল। রায়েরা রায়েদের মত জমিদারেরা তাদের ঠকাচ্ছিল। গৃহস্থেরা ঠকাচ্ছিল তাদের। তারা ক্ষেপে উঠল।

সুনীতি। হঁ্যা—শুনেছি। সাঁওতালেরা ঘি বেচতে আসত—কিন্তু এক হাঁড়ি ঘিয়েও কখনও এক সের পূর্ণ হ'ত না। মাপের সেরের তলায় ফুটো থাকত—তাতে মোম দেওয়া থাকত, হাঁড়ির মুখে সের রেখে গরম ঘি ঢাললেই মোম যেত গ'লে—ছিদ্র দিয়ে ঘি পড়ে যেত তলার হাঁড়িতে। সের পূর্ণ হ'ত না। সাঁওতালেরা খেপবার আগে নাকি বলেছিল—"একবার বুল—দুই হলো।"

রামেশ্বর। হঁ্যা—হঁ্যা। তারপর তারা খেপলো। বাবা বললেন—আমি তোদের সঙ্গে আছি। তারা ধ্বনি দিলে—জয় বাবা রাঙাঠাকুরের

—তুমি আমাদের রাজা ! অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়েও বাবা বোধ হয় রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুনীতি ! রায়বংশ শঙ্কিত হয়ে উঠল—আগুন লাগল।

সুনীতি। রায়েরা সাহেবদের কাছে খবর পাঠিয়েছিল জানি ! তিনি রায়েদের উপর খেপে উঠলেন।

রামেশ্বর। (হেসে) ছলনা—সবই তাব ছলনা সুনীতি ! বাবা ক্রোধে গর্জ্জে উঠলেন—রায়হাট ভূমিসাৎ করে দেব আমি। রায়বংশ নির্ব্বংশ করে দেব। তার পিঙ্গল চোখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হ'ল বজ্রাঘাত !

সুনীতি। বজ্রাঘাত ?

রামেশ্বর ? হ্যাঁ। বজ্রাঘাত ! আমার পিতামহী রায়বংশের কন্যা—পিতৃকুলের মমতায় ছেলের পায়ে সত্যই আছাড় খেয়ে পড়লেন—ওরে ক্ষান্ত হ'। মুহূর্ত্তে বাবা যেন বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—আমার মাথায় তুমি বজ্রাঘাতের ব্যবস্থা করলে মা !

সুনীতি। উঃ মাগো ! ওগো। না আর বলো না তুমি। আমি আর শুনতে পারব না।

রামেশ্বর। তারপর সেই রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। হাতে এক উলঙ্গ তরবারি। গভীর রাত্রে অমাবস্যার অন্ধকারে রায়হাট ছেড়ে চলেছিলেন তিনি। সাওতালদের জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে তাঁকে কে বললে—ওগো একটু আস্তে চল, আমি যে সঙ্গে চলতে পারছি না। বাবা চমকে উঠলেন। ফিরে দেখলেন পিছনে আসছেন আমার মা ! পাঁচ বছরের ঘুমন্ত আমাকে ফেলে তিনি স্বামীর অনুসরণ করেছেন। বাবা চমকে উঠলেন, বললেন—তুমি কোথায় যাবে ? মা বললেন আমি কোথায় থাকব ? ইংরেজরা যদি জিতে, জিতবেই তারা,

যখন তারা এসে আমায় ধরে নিয়ে যাবে—তখন রক্ষা কে করবে আমাকে? আমায় কার কাছে রেখে যাচ্ছ তুমি! বাবা ভাবলেন—তারপর বললেন—এস স্থান আছে। সম্মুখে ছিল মা সর্ব্বরক্ষার আশ্রম। সেখানে ঢুকলেন। বললেন—এইখানে থাকবে তুমি। এই মায়ের কাছে! প্রণাম কর! ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম কর। তারপর স্থনীতি তারপর—

স্থনীতি। কি তারপর?

রামেশ্বর। মা আমার আশ্রয় পেলেন। শান্তির আশ্রয়! মাটিতে মা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। সর্ব্বরক্ষার পাষাণ মূর্ত্তিতে বোধ হয় দিপ্তী ঝলক দিয়ে উঠল, সেই ঝলকের প্রতিচ্ছটা বাজল গিয়ে বাবার হাতের শাণিত তরবারিতে। ক্ষিপ্র চকিত বিদ্যুতের মত উর্দ্ধে উঠে নামল সে তরবারি, সর্ব্বরক্ষার প্রাঙ্গণ ভেসে গেল রক্তের প্রবাহে। বাবা আমার হা-হা করে হেসে উঠলেন।

স্থনীতি। (চীৎকার করে উঠলেন) না—না—না। আর বলো না। আর বলো না।

রামেশ্বর। ভয় পাচ্ছ? শিউরে উঠছ? ছলনা স্থনীতি—স—ব ছলনা। ছলনাময়ীর ছলনা। নইলে এই ঘটনার পরও বাবা আবার হত্যা উৎসবে মাতেন! রক্তাক্ত তরবারি হাতে তিনি ছুটে গেলেন শাল জঙ্গলে, হাজার হাজার সাঁওতাল তখন মুখে সিঁদুর মেখে রক্ত-মুখ দানবের মত নাচছিল, মাদল বাজছিল ধিতাং—ধিতাং—মশালের আলোয় শালগাছের দীর্ঘ ছায়ার মধ্যে সে এক ভয়াল দৃশ্য। উলঙ্গ রক্তাক্ত তরবারি হাতে বাবা সেখানে গিয়ে পড়লেন জীবন্ত অগ্নিশিখার মত। সেখান থেকে তাদের নিয়ে ছুটলেন। সায়েবদের কুঠি লুট করে, পাদ্রীদের মিশন ভেঙে—গ্রাম জালিয়ে—নরনারী শিশুকে হত্যা করে ছুটে চললেন। তারপর এই কালিন্দীর কূলে করলেন প্রায়শ্চিত্ত। ইংরেজ পল্টনের রাইফেলের গুলিতে কান্দিলীর

জলে বুকের রক্ত ঢেলে কাল জল রাঙা করে দিয়ে শেষ করলেন। শক্তিসাধনার বিকৃত তৃষ্ণার নিবৃত্তি হ'ল, রাজ্য প্রতিষ্ঠার কামনার আগুন নিভল।

স্থনীতি। এই সব ভেবেই তুমি এমন অসুস্থ হয়েছ। না তুমি এমন করে এ সব ভেবো না। ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় পুরুষ। আজও ওই সাঁওতালেরা তাঁব কথা হলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

রামেশ্বর। ইতিহাস! শুধু ইতিহাসই দেখছ স্থনীতি! আর কিছু দেখছ না! ওঃ—না—না। জানবে কি ক'রে? তুমি জানবে কি ক'রে? আমার ইতিহাস—। নাঃ—নাঃ—নাঃ—।

স্থনীতি। কি? কি না?

রামেশ্বর। বংশ! বংশ! বংশের ধারা! কাল কালিতে ছাপা নয়, টকটকে লাল ধারার মধ্যে বয়ে যাচ্ছে পুরুষের পর পুরুষে—। নইলে—ফুলের মত পবিত্র কোমল রাধারাণী! রায়বাড়ী আর চক্রবর্ত্তী বাড়ীর মিলনের জন্য রাধারাণীকে বিবাহ করলাম। নাঃ—নাঃ—নাঃ—।

স্থনীতি। তুমি ব'স। শান্ত হয়ে ব'স! শুনছ!

রামেশ্বর। দুই হাতে নিষ্ঠুর ক্রোধে ফুল কখনও দলেছ তুমি? কোমল সুগন্ধময় ফুল, একমুঠো ফুল? আঃ—আঃ—আঃ—ফুলের রস হাতে লাগলে হাত টাটায়—আঃ—। স্থনীতি—আঃ—আঙুলগুলো টাটাচ্ছে—চোখ জ্বালা করছে। উঃ—উঃ—কোথায় যাই বল তো—কোথাই যাই? সর্ব্বনাশী আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আঃ—

[দ্রুত প্রস্থান

(স্থনীতি তাঁহার অনুসরণ করিল)

স্থনীতি। ওগো, ওগো! পড়ে যাবে। ওগো! অ্যা—ছি-ছি-ছি! ওগো!　　[প্রস্থান

(যোগেশ মজুমদার, মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রের প্রবেশ)

মহীন্দ্র। ও চর আমাদের হতে বাধ্য। এ পারে আমাদের চক্ রাঘবপুর ভেঙে ওপারে আমাদেরই আফজলপুরের গায়ে লাগিয়ে চর তুলেছে কালিন্দী। ও চর আমাদের।

যোগেশ। তা ছাড়া সাঁওতালেরা যখন রাঙাঠাকুরের বংশকেই জমিদার বলে মেনেছে—তখন দখলও আমাদের হয়ে গেছে। রায়েরা ঝগড়া করতে এলে ঠকবেন।

মহীন্দ্র। সাঁওতালদের ওখানে এক্ষুনি লোক পাঠান—রায়েদের লোক ডাকতে এলে কেউ যেন না যায়। জবরদস্তি করলে আমাদের যেন তৎক্ষণাৎ খবর দেয়। রায়েদেব ডাকে যে যাবে তাদেব জরিমানা করব আমি।

অহীন্দ্র। না দাদা সে হয় না।

মহীন্দ্র। কি হয় না?

অহীন্দ্র। ও বাড়ীর মামাকে আমি কথা দিয়েছি—যে—

মহীন্দ্র। ও বাড়ীর মামা? কে ও বাড়ীর মামা? ও—ইন্দ্ররায়? বাঃ—চমৎকার! সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়েছে বুঝি মা?

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। কি মহীন?

মহীন্দ্র। ইন্দ্ররায়ের সঙ্গে অহীনের মামা সম্বন্ধ বুঝি তুমি পাতিয়ে দিয়েছ?

সুনীতি। হ্যাঁ। উনি তোমাদের মামাই তো!

মহীন। না। ওকথা তুমি ব'লো না মা। যে আমাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে, সে আমার শত্রু! ইন্দ্ররায়ের জন্যই আমাদের আজ এই দুরবস্থা! নইলে বড় মায়ের জন্যে দুঃখ আমাদেরও হয়!

অহীন। একটা মীমাংসা—

মহীন। কিসের মীমাংসা? আইনতঃ, ধর্ম্মতঃ চর আমাদের।

অহীন। (হাসিয়া) আইনতঃ ব'লছ বল, কিন্তু ধর্ম্মতঃ কেমন ক'রে ব'লছ বুঝি না। চর উঠ্‌ল নদীর বুকে, সাঁওতালেরা তাতে চাষ করছে—

মহীন। তুমি চুপ কর অহীন। তোমার ওসব কথা আমি সহ্যই করতে পারি না।

অহীন। যাক্ সে সব কথা। কিন্তু রায়মশায়ও তো বলছেন চর আমার!

মহীন। ওরা যদি কাল এসে বলেন, এই বাড়ীখানা আমার?

সুনীতি। অহীন, আয় বাবা, বাড়ীর ভেতরে আয়। দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রতে নেই।

অহীন। না—না! তুমি রাগ করেছ দাদা?

মহীন। না—না—তুই বাড়ীর ভেতরে যা। এ সবের মধ্যে তোকে থাকতে হবে না। তুই এখন পড়।

[অহীন ও সুনীতির প্রস্থান

যোগেশ। রায়মশাই দাঙ্গা হাঙ্গামাই করতে চান। আপোষ তিনি চান্ না। এই মাত্র আমি ওখানে গিছলাম। আমি বললাম, প্রমাণ দেখে, আপনিই মীমাংসা ক'রে দিন। উত্তরে বললেন—প্রমাণ প্রয়োগ নয়, প্রমাণী লাঠি প্রয়োগ ক'রে মীমাংসা হবে।

মহীন। যান্, অহী বাঁদরটাকে আর মাকে সেই কথা বলে আসুন। মায়ের যেমন—ভাবেন, দুনিয়াভোর মানুষের অন্তর বুঝি তাঁরই মতন!

(নবীন বন্দুক ও টোটার বেল্ট লইয়া প্রবেশ করিল)

নবীন। এই সেদিন ছোট দাদাবাবু চরে একটা অজগর মেরেছেন। বড় দাদাবাবু—

মহীন। কে অহী?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহীন। আর কি কি মেলে ?

নবীন। শিয়াল আছে, খটাস্ আছে, খরগোশ আছে, তিতির আছে ! বুনো শূয়ার আছে, নেকড়ে আছে। হে !

মহীন। হুঁ। তা হ'লে চল—আজই বিকেলে যাব শীকার করতে। চরটাও দেখা হবে।

মহীন। (বন্দুক খুলিয়া) বড় অপরিষ্কার হ'য়ে আছে।

যোগেশ। আমাদের কিন্তু বরকন্দাজ—লাঠিয়াল কিছু রাখতে হবে এখন।

মহীন। নবীনকে বলুন। যেমন মাইনে পাচ্ছিল—

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) হ'ল, বেশ হ'ল ! ভাল হ'ল, উত্তম হ'ল ! খুব ভাল কাজ করলেন রায়মশায়। ও চরে আব কেউ যাবে ? সমস্ত চর পড়ে থাকবে। আমি এমন plan দিলাম—

মহীন। অচিন্ত্যবাবু চর নিয়ে কি বলছে না ? ডাকুন তো।

যোগেশ। ও অচিন্ত্যবাবু। ও মশায় !

(অচিন্ত্যর প্রবেশ)

ব্যাপার কি মশায় ? হ'ল কি।

অচিন্ত্য। আজ তিন রাত্রি আমি হিসেব নিকেশ করে লাভ ঠিক ক'রলাম। কলকাতায় সাত আটটা ফার্ম্মকে চিঠি লিখলাম, সাত আট আনা পয়সা আমার খরচ হয়ে গেল। আর, রায়মশায় মাঝখান থেকে ননী পালকে দিলেন চর বন্দোবস্ত করে।

যোগেশ। ননী পাল ?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল কাজ করলেন না রায়মশায়, এ আমি নিশ্চয় বলব। Dangerous game এ হাত দিয়েছেন ইন্দ্ররায় ! ননী পাল সাক্ষাৎ বাঘ। লোকটা হঠাৎ মেরে বসে লোককে। Without any notice।

মহীন। নবীনকে পাঠান তো মজুমদার কাকা, ননীকে ডেকে আনবে? না আসে—তুলে নিয়ে আসবে।

[যোগেশের প্রস্থান

অচিন্ত্য। (ঢেকুর তুলিতে তুলিতে) বাপরে। বাপরে। ভাস্কর লবণ খানিকটা না খেলে এইবার গ্যাস হবে। গ্যাসে হার্টফেল হওয়া বিচিত্র নয়।

[দ্রুত প্রস্থান

(যোগেশ, ননী পাল ও নবীনের প্রবেশ)

যোগেশ। রাস্তাতেই ননীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে বললাম আমি, ও আমাদের সরিকে সরিকে বিবাদ;—এর মধ্যে তুমি কেন? আমরা তো তোমার অনিষ্ট করি নি।

ননী। তা মশায় এর আর ভাল মন্দ কি? সম্পত্তি রাখতে গেলেও ঝগড়া,—করতে গেলেও ঝগড়া। সে ভেবে সম্পত্তি কে ছেড়ে দেয় বলুন?

মহীন। দেখ ননী। ও চর হ'ল আমার। ইন্দ্ররায়ের নয়। তোমায় আমি বারণ কচ্ছি, তুমি এর মধ্যে এস না।

ননী। (অতি উষ্ণভাবে) সম্পত্তি আপনার—তারই বা ঠিক কি বলুন

মহীন। আমি ব'লছি।

ননী। সে তো রায়মশায়ও বলছেন—সম্পত্তি তেনার।

মহীন। তিনি সত্যি কথা বলেন নি।

ননী। (ব্যঙ্গস্বরে) আর আপনি সত্যি কথা বলছেন।

নবীন। এই ননী পাল।

মহীন। চক্রবর্ত্তী বংশ রায়েদের মত নীচ নয়; তারা কখনও মিথ্যে কথা বলে না।

যোগেশ। মহীন বাবু। মহীন বাবু।

ননী। হ্যাঁ, হ্যাঁ সে সব আমরা খুব জানি, গোটা চাক্‌লার লোক জানে,—দুনিয়ার লোক জানে। চক্রবর্ত্তী বাড়ীর কথা আবার না জানে কে?

মহীন। কি? কি বলছিস তুই?

ননী। (ব্যঙ্গভরে) বলছি তোমাব বড়মায়ের কথা হে বাপু? বাল যার মা বেরিয়ে যায়—

(সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ক্রোধে বন্দুক লইয়া মহীন গুলি কবিল—
ননী পড়িয়া গেল।)

(সুনীতি, অহীন দ্রুত প্রবেশ কবিল)

সুনীতি। মহীন। এ তুই কি করলি বাবা?

মহীন। বড়মায়ের অপমান কবেছিল মা।

(রামেশ্বরের প্রবেশ)

রামেশ্বর! কি হ'ল? কি হ'ল? এত গোলমাল? একি—এত রক্ত?—আঃ—সর্ব্বনাশী—সর্ব্বনাশী রে—।

মহীন। আমি ওকে গুলি করে মেরেছি বাবা।

রামেশ্বর। পালিয়ে আয়—ওরে তুই পালিয়ে আয়। আমি তোকে বুক দিয়ে লুকিয়ে রাখব।

মহীন। কেন লুকোব বাবা? আমি কোন অন্যায় করি নি। ও আমার বড়মায়ের অপমান করেছিল।

রামেশ্বর। কার? কার অপমান?

মহীন। আমার বড় মায়ের। সবচেয়ে বড় অপমান করতে চেয়েছিল। আমি তার শোধ নিয়েছি।

রামেশ্বর। রাধারাণীর অপমানের শোধ নিয়েছিস?

মহীন। হ্যাঁ বাবা। আমাকে অনুমতি করুন—আমি থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করি।

রামেশ্বর। সারেণ্ডার করবি? ওরা তোকে ফাঁসী দেবে।

মহীন। যাব ফাঁসী!

রামেশ্বর। (মহীনের মুখ ধরিয়া) ওরে—ওরে—ওরে—তোকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি! তোকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি। স্থনীতি তুমি আশীর্ব্বাদ কর। রাধারাণী—রাধারাণী—রাধারাণী।—আশীর্ব্বাদ কর—তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার সম্মুখে বসিয়া আছেন রামেশ্বর। বাঁ হাতে বাঁ চোখ চাপিয়া ধরিয়া ডান চোখ মেলিয়া নিবিষ্ট মনে ডান হাত ঘুবাইয়া দেখিতেছেন।

সুনীতি মাটিতে বসিয়া রামেশ্বরের বসিবার আসনে মাথা রাখিয়া যেন অসহ দুঃখ বেদনায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন।

রামেশ্বর। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে তোমার বিচার, ভুল নাই, ভ্রান্তি নাই— অমোঘ নির্ভুল। (তারপর ডাকিলেন) সুনীতি।

(সুনীতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন)

এই হাতটা এই চোখটা আমার ভাল হয়ে গেল। দেখেছ? (আলোর সামনে হাত ঘুরাইয়া) কোন যন্ত্রণা নেই, কোন দাগ নাই। (আলোর কাছে খোলা চোখটি লইয়া ঝুঁকিয়া) এই দেখ, আলোর ছটায় সামনে কেমন চেয়ে রয়েছি। জীবনে অগ্নি আমার নিভে গিয়েছিল। আজ নূতন করে জ্বলল।

(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

(সঙ্গে সঙ্গে সুনীতিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

সুনীতি। কোথায় যাবে? বস—স্থির হয়ে বস।

রামেশ্বর। তুমি কাঁদছ সুনীতি?

সুনীতি। ওগো—আর আমি পারছি না। আমার মহীন—

(কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল তাঁহার)

রামেশ্বর। দ্বীপান্তর হয়ে গেল। দশ বৎসর। আন্দামান। কালাপানি। গাঢ় কাল জলে ঘেরা অভিশপ্ত দ্বীপ।

সুনীতি। না—না, তুমি বস। উত্তেজিত হ'য়ো না তুমি।

রামেশ্বর। প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত। হে দণ্ডদাতা তোমাকে প্রণাম করি, তোমাকে প্রণাম করি। বাকী প্রায়শ্চিত্তটুকু—হে দণ্ডদাতা—। (হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন—তারপর বলিলেন) সুনীতি।

সুনীতি। বল।

রামেশ্বর। বলব? সহ্য করতে পারবে?

সুনীতি। তোমার জন্যে আমি মহীনের দুঃখকে মুছে ফেলেছি, (হাসিলেন) তবু জিজ্ঞাসা করছ, সহ্য করতে পারব কি না? বল কি বলছ?

রামেশ্বর। না—না—না। পারব না। বলতে পারব না। হে শঙ্কর তুমি আমাকে দণ্ড দাও। বজ্র দিয়ে আঘাত কর। অহীনকে সুনীতির অহীনকে—হে দণ্ডদাতা—

সুনীতি। (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) না—না—না। বলো না—বলো না—ওকথা—তুমি বলো না।

যোগেশ। (নেপথ্যে)। মানদা!

রামেশ্বর। চুপ! কে আসছে! আমি পালাই! আমি পালাই!

[প্রস্থান

যোগেশ। (নেপথ্যে) মানদা!

(মানদা প্রবেশ করিয়া নেপথ্যের দিকে চাহিয়া বলিল)

মানদা। নায়েববাবু মা। ভেতরে ডাকব এখন?

সুনীতি। ডাক। (খুঁটে চোখ মুছিলেন)

মানদা। নায়েববাবু আসুন—ভেতরে আসুন !

(যোগেশের প্রবেশ)

মানদা। যাক্, আপনার যে মনে পড়েছে এ বাড়ী বলে—এও আমাদের ভাগ্যি ! শেষে এলেন।

যোগেশ। আসতে পারিনি মানদা। মহীনবাবুর ওই খবর নিয়ে আসতে আর পা উঠল না।

সুনীতি। বসুন মজুমদার ঠাকুরপো ! মানদা একখানা আসন এনে দে মা !

যোগেশ। থাক্ বউঠাক্‌রুন ! আমি—আমি, বলবার কথা আমি খুঁজে পাচ্ছি না বউঠাক্‌রুন !

মানদা। আমি বলে দিচ্ছি নায়েববাবু। মহলগুলি সব নিলেম হয়ে গিয়েছে—রায়হাট চক, আফজলপুর আর চক রাঘবপুর ছাড়া।

যোগেশ। আমার ঠিক স্মরণ ছিল না, আমি তখন মহীনবাবুর মামলা নিয়ে—

সুনীতি। আমি সব শুনেছি ঠাকুরপো ! মহীনের দশ বৎসর দ্বীপান্তর হয়েছে। মহল নিলেম হয়ে গিয়েছে !

মানদা। আমাকে কিন্তু পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াতে হবে নায়েববাবু। নায়েব থেকে জমিদার হলেন।

যোগেশ। (চমকিয়া) এ তুমি কি বলছ মানদা ? মহল তো আমি ডাকি নি, ডেকেছে আমার সম্বন্ধী।

সুনীতি। আমি জানি ঠাকুরপো। সবই আমি শুনেছি।

যোগেশ। কি ব'লব বউঠাক্‌রুন, আমি তখন মহীনবাবুর মামলার রায় শুনে—হতভম্ব হ'য়ে গেছি। রেভিনিউ বাকীর দায়ে মহাল

নিলেমের দিন যে, সেই দিনই—সেটা আমার খেয়ালই ছিল না যখন খেয়াল হ'ল, তখন নিলেম শেষ হ'য়ে গেছে।

মানদা। সেদিন কিন্তু সত্যনারায়ণের সেবাটী আপনার বাড়ীতে ভারী ভাল হ'য়েছিল নায়েববাবু! ফল—মূল—মিষ্টি—দুধ—যেমন ভোগ —তেমনি আলো—তেমনি আর সব ব্যবস্থা! আমি দেখে এসেছি।

যোগেশ। মানদার দাঁতগুলো যেমনি চক্‌চকে—তেমনি কি পাত্‌লা ধারালো! তুমি শিলে শান দিয়ে দাঁত পরিষ্কার কর বুঝি?

মানদা। এই দেখুন, নায়েববাবু কি বলছেন দেখুন! বলি, হাঁা গা—নেউলের দাঁতে কি শিল লাগে—না শাণ লাগে? সাপ কাট্‌বার মত ধার ভগবানই যে তার দাঁতে দিয়েই দেন গো! আপনার মত—

সুনীতি। মানদা! ছিঃ!

মানদা। কিসের ছি গো! আপনার মত মানুষকে সংসার করতে হয় না! যে লজ্জার কাজ করলে, তার লজ্জা নাই, আপনার লজ্জা হ'চ্ছে! নায়েববাবুর সম্বন্ধীর বেনামে মহাল নিলেম করিয়ে ডেকেছে, এ কথা জানে না কে?

[রাগ করিয়া চলিয়া গেল

যোগেশ। আপনি বিশ্বাস করুন বউঠাক্‌রুন, আমি—

সুনীতি। ও কথা পরে হবে ঠাকুরপো! আগে আমায় বলুন, মহীন কি ব'লে গেছে আমায়? অহীন আমায় সব বলেছে; তবু আপনার কাছে শুনতে চাই। হয় তো অহীন আমার কাছে কিছু লুকিয়েছে!

যোগেশ। বললেন, সম্ভব হলে বাবার কাছে খবরটা চেপে রাখবেন। মাকে কাঁদতে বারণ করবেন। আরও তাঁকে বলবেন যে, পাপ আমি করি নি।' মায়ের অপমানের আমি শোধ নিয়েছি।

সুনীতি। আর? আর কি বলেছে আমার মহীন?

যোগেশ। আর বললেন অহীনবাবুর কথা !—অহীনকে যেন পড়ান হয়, যতদূর সে পড়তে চাইবে।

সুনীতি। আর ?

যোগেশ। ওই কথাই ফিরেয়ে ঘুরিয়ে বললেন। আর কি বলবেন ? (একটু পরে) তাহলে এখন আমি আসি বউঠাক্‌রুন ?

সুনীতি। আর একটা কথা ঠাকুরপো।

যোগেশ। (দাঁড়াইল) বলুন।

সুনীতি। বলছি ; আপনি তো সবই বুঝছেন। যে অবস্থায় ভগবান ফেললেন, তাতে ঝি, চাকর, রাঁধুনী সবই জবাব দিতে হবে। আপনার সম্মানই বা মাসে মাসে কি দিয়ে করব ঠাকুরপো ?

যোগেশ। তা বেশ তো বউঠাক্‌রুন। আর কাজও তেমন কিছু রইল না। লোকের দরকাবই বা কি ? তবে যখন যা দরকাব পডবে, আমি করে দিয়ে যাব। মধ্যে মধ্যে নিজেই খোঁজ নেব আমি।

সুনীতি। না—না, আপনি আর কষ্ট করবেন না। আপনাব নিজেরই এখন কাজ অনেক বেড়ে গেল। এর ওপব—

যোগেশ। না—না, বউঠাক্‌রুন, মহাল আমি ডাকি-নি, আমাব সম্বন্ধী ডেকেছে। সেও তো প্রায় আট-হাজার টাকা ধার দিয়েছে—মহাল নিলেম—

সুনীতি। সে টাকাও আপনার, আমি জানি। আপনি লজ্জা পাবেন না ঠাকুরপো। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। বহু কষ্টে সঞ্চয় করা টাকা আপনার,—হয় তো দৃষ্টিকটু হয়েছে ; লোকে দোষ দিচ্ছে। কিন্তু আমি দোষ দিই নি, দেবও না। বরং এই আমার সান্ত্বনা, যে আমি আর ঋণী নই। আপনি তাহ'লে আসুন ঠাকুরপো !

[যোগেশের প্রস্থান

মানদা। (রুদ্ধ আক্রোশে) মাথার ওপর তুমি বজ্রাঘাত ক'রো, নির্ব্বংশ ক'রো! নইলে তুমি কাণা, কাণা, কাণা!

সুনীতি। ছিঃ মা! আমার অদৃষ্ট—কর্ম্মফল! কেন পরকে মিথ্যে শাপ-শাপান্ত করছিস্?

মানদা। (কাঁদিয়া ক্রোধে) বেশ মা, আপনি তাহ'লে দু'হাত তুলে মজুমদারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

(অহীনের প্রবেশ)

অহীন। চুপ কর মানদা, বাবা শুনতে পাবেন।

[মানদার প্রস্থান

মা!

সুনীতি। অহীন!

অহীন। ওঠ মা! তুমি এমন ক'রে ব'সে থাকলে চলে?

সুনীতি। আর যে ধৈর্য্য রাখতে পারছি নে বাবা। (অহীনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) তুই ভাল ক'রে পড় অহী,—মহীন ব'লে গেছে। শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর পাশ ক'রে নে। তারপর তুই জজ্ হবি! তুই দেখবি,—এমন ধারার অবিচার যেন কারও ওপর না হয়। ওরে ননী পালের জন্য দুঃখ আমার কম নয়! কিন্তু, তবু ব'লব—মহীর ওপর অবিচারই হ'য়েছে! ওরে, ওরে, সবাই তাকে নরঘাতক দেখ্‌লে—মাতৃভক্ত মহীনকে কেউ দেখলে না, দেখতে চাইলে না।

অহীন। (একটু পরে) একটা খবর নিলাম মা! দশ বৎসর পুরো দাদাকে থাকতে হবে না। জেল আইনে, মাসে চার পাঁচ দিন ক'রে মাফ্ হয়। জেলে যারা ভাল ব্যবহার করে, তারা আরও বেশী মাফ্ পায়। আড়াই বছর—তিন বছর মাফ্ পাবেন দাদা!

সুনীতি। (হাসিয়া) মাফ্! ওরে, যে মহান মাথা উঁচু ক'রে চলা ছাড়া চলতে জানে না, সে কি মাফ্ নেয়—না, তাকে কেউ মাফ দেয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ইন্দ্র রায় বিষণ্নভাবে বসিয়া ও হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া ছিলেন)

হেম। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

ইন্দ্র। বল!

হেম। তুমি এমন ক'রে র'য়েছ কেন—কি হ'য়েছে তোমার? অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াও, মনে হয়,—কে যেন তোমাকে চাবুক মেরে নিয়ে বেড়াচ্ছে! চাকর বাকর দূরেব কথা, আমারও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। উমা পর্য্যন্ত তোমার স্মুখে আস্তে চায় না! একদিন দু'দিন নয়—আজ প্রায় দু' তিন মাস হ'য়ে গেল।

ইন্দ্র। দু' তিন মাস নয়, তিন মাস পূর্ণ হ'য়ে চার মাস হ'তে চলেছে!

হেম। কিন্তু, কেন?

ইন্দ্র। তুমি কি অনুমান করতে পার না হেমাঙ্গিনী?

হেম। পারি! কিন্তু, তোমার সামনে ব'লতে ভরসা পাই না।

ইন্দ্র। (হাত ধরিয়া) এ লজ্জার বোঝা, শুধু লজ্জার বোঝা নয় হেমাঙ্গিনী, অপরাধের বোঝা নামাতে তুমি আমায় সাহায্য কর। তুমি আমায় বরাবর বারণ ক'রেছিলে, আমি শুনি নি, তাই তোমাকেও বলতে পারি নি এতদিন। তুমি একবার রামেশ্বরের বাড়ী যাও। মহীনের কাছে!

হেম। ওগো, কোন্ মুখে আমি গিয়ে দাঁড়াব? কি বলব?

ইন্দ্র। (গাঢ়স্বরে) আমার লজ্জার বোঝা, অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়াবে। অকপটে অপরাধ স্বীকার করবে?

তারা—তারা মা? রাধারাণীর কাছে রামেশ্বরের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে মহীন আমারই কাঁধে সেই বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ননী পালকে আমিই নিযুক্ত করেছিলাম—চক্রবর্ত্তীদের অপমান করতে; কিন্তু, সে অপমান করলে রাধারাণীর—রায় বংশের কন্যার—আমারই সহোদরার! উঃ! আদালতে মহীন কি বললে জান? সরকারী উকিল বললেন—মৃত ননী পাল যার অপমান ক'রেছিল, সে আসামীর সৎ-মা। মহীন সজোরে প্রতিবাদ করলে,—"যার নয়—বলুন যাঁর। সে নয়, বলুন তিনি। সৎ-মা নয়—মা! আমার বড়মা!"

হেমাঙ্গিনী। দ্বীপান্তর হয়ে গেল!

ইন্দ্র। দশ বৎসর! শাস্তির আদেশ হ'ল হেমাঙ্গিনী, মাথাটা আমার হেঁট হ'য়ে গেল। কিন্তু,—রামেশ্বরের ছেলের একগাছি চুলও কাঁপল না। নির্ভীক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল! আর আমি সেই যে মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে এলাম, সে মাথা আজও তুলতে পারছি না! দেখ, রামেশ্বরের দ্বিতীয়া স্ত্রী, শুনেছি দেবী প্রকৃতির মেয়ে,—সংসারের ভাল মন্দ কিছু বোঝে না!—সেইটেই ভয়ের কথা। আমার কথা তুমি তাকেই ব'লে এস। আরও ব'লবে যে, যোগেশকে যেন জবাব দেন। আর—

হেমাঙ্গিনী। আর কি বলব, বল?

ইন্দ্র। আর বলবে—আমার জীবন থাকতে তাঁর বা তাঁর ছেলের অনিষ্ট আমি হ'তে দেব না!

হেমাঙ্গিনী। উমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই!

ইন্দ্র। যাও! (হেমাঙ্গিনী প্রস্থানোদ্যতা) হাঁ, আর একটা কথা—বলবে ঐ চরটা থেকে যথেষ্ট আয় হবে ব'লে মনে হ'চ্ছে। চরটা ওঁদেরই ষোল আনা। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি! আমাদের জ্ঞাতিদের দাবী অন্যায্য! তাদের দাবীর মূল্যও কিছু নেই। আরও

ব'লবে, চরটা যেন এখন আর বন্দোবস্ত না করেন।—অন্ততঃ আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু যেন না করেন।

হেমাঙ্গিনী। আবার তুমি ওকথা ব'লছ কেন? ওটা তো ওদেরই ষোল আনা।

ইন্দ্র। (হাসিয়া) না, না! ভাগ আমি দাবী করছি না। বাকী চরটা থেকে বিশেষ লাভ হবার সম্ভাবনা আছে, সেইটেই আমি জানাচ্চি! চরের কথা আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে এক ভদ্রলোক আমায় পত্র লিখেছেন। অহীনের মাকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে—যদি তাঁর মত থাকে, তবে আমি সে ভদ্রলোককে আসবার জন্যে পত্র লিখব।

হেমাঙ্গিনী। বলব।

[প্রস্থান

ইন্দ্র তারা—তারা মা! মিত্তির!

(মিত্তিরের প্রবেশ)

শোন মিত্তির, আজ থেকে—

মিত্তির। . আজ্ঞে!

ইন্দ্র। আজ থেকে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর সঙ্গে শত্রুতার সম্বন্ধ আমি মুছে দিলাম।

মিত্তির। এ তো সুখের কথাই হুজুর!

ইন্দ্র। শুধু শত্রুতা মুছে দেওয়াই নয় মিত্তির। চক্রবর্ত্তী বাড়ীকে রক্ষা ক'রতে হবে আমাকে। তুমি খুব দৃষ্টি রেখো মিত্তির,—যেমন দৃষ্টি রাখ আমার সম্পত্তির ওপর।

মিত্তির। যে আজ্ঞে!

(অনন্তের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এসেছে?

অনন্ত। এসেছেন !

ইন্দ্র। মিত্তির, যোগেশ মজুমদার এসেছে, আমিই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। ওকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

(মিত্তির ও অনন্তরে প্রস্থান —একটু পরে যোগেশের প্রবেশ)

ইন্দ্র। (নেপথ্যে চাহিয়া) আরে এস, এস। মজুমদারমশায় এস !

যোগেশ। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে বাবু, আশ্রয়হীন লোককে মহাশয় বল'লে গাল দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। বিষয় হ'লে আশয় হ'তে কতক্ষণ মজুমদারমশায়? একদিনে, এক মুহূর্ত্তে জন্মে যায় ! চক্রবর্ত্তীদের সমস্ত বিষয় তো এখন তোমারই ! জান মজুমদার, আজকাল বড় বড় লোকের মাথা বিক্রী হয়, মৃত্যুর পর তাদের মাথা নিয়ে দেখে—সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের মস্তিষ্কের কি তফাৎ ! আমি ভাবছি মজুমদার,—অবশ্য তোমার মাথা নয়—তোমার পাঁজরার হাড় খান তিনেক কিনে রাখব,—পাশা তৈরী কর'ব ! রহস্য করলাম, রাগ ক'র না ! কিন্তু বাকী যেটুকু র'য়েছে, সেটুকুর কি ব্যবস্থা করবে বল দেখি ? আরে কথাই বল ? লজ্জা কি ? প্রভুর পতনে ভৃত্যের উত্থান,—এ তো জগতে চিরদিন ঘ'টে আসছে !

যোগেশ। আজ্ঞে না বাবু ! ওবাড়ীর সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

ইন্দ্র। মানে ?

যোগেশ। আমার জবাব হ'য়ে গেছে।

ইন্দ্র। জবাব হ'য়ে গেছে ? কে জবাব দিলে ? রামেশ্বরের এখনও এদিকে দৃষ্টি আছে নাকি ?

যোগেশ। আজ্ঞে না, জবাব দিলেন গিন্নীঠাকুরুন।

ইন্দ্র। হুঁ। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী বলেই তো বোধ হচ্ছে। না হ'লে তুমি তো বাকীটুকু অবশিষ্ট রাখতে না। বাঘে খানিকটা খেয়ে

খানিকটা ফেলেও যায় কিন্তু সাপের তো সে উপায় নেই। গিলতে আরম্ভ করলে, শেষ তাকে করতেই হবে। কিন্তু, কাজটা তোমার পক্ষে ভাল হ'ল না যোগেশ !

যোগেশ। আজ্ঞে বাবু, মহীনবাবুর মামলাতে সম্বন্ধীর বেনামে টাকাও তো আমি অনেক দিয়েছি।

ইন্দ্র। তা দিয়েছ। কিন্তু মামলায় বাজে খরচ কববার অজুহাতে তার অর্দ্ধেকই তো তোমার ঘরে ঘুরে এসেছে হে। এখন শোন, তোমায় যে জন্যে ডেকেছি !

যোগেশ। বলুন।

ইন্দ্র। চক্রবর্ত্তীদের বাকী সম্পত্তির ওপর আর লোভ তুমি ক'র না! ওগুলো রামেশ্বরের ছেলেদের থাকবে। জেনে রাখ, আজ থেকে ওদের রক্ষক হ'য়ে রইলাম আমি।

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) রায়মশাই ! রায়মশাই ! Very very good news and পাকা news my lord ! (প্রবেশ) Three hundred per cent.

ইন্দ্র। আচ্ছা, তুমি তা'হলে এস যোগেশ ! কথাটা যেন মনে থাকে। [প্রণাম করিয়া যোগেশের প্রস্থান

ওরে ! অচিন্ত্যবাবুর জন্যে চা আর তামাক।

অচিন্ত্য। চা with আদার রস and তেজপাতা।

ইন্দ্র। সে আর বলতে হয় না। সেই জন্যেই—বল্‌লাম, অচিন্ত্য-বাবুর জন্যে !

অচিন্ত্য। এখন serious talk, business-এর কথা,—ব্যবসায়ের কথা !

ইন্দ্র। আবার কি ব্যবসায় আরম্ভ করলেন ?

অচিন্ত্য। খস্‌খস্।

ইন্দ্র। খস্‌খস্‌?

অচিন্ত্য। খস্‌খস্‌! খস্‌খস্‌! খস্‌খস্‌ বোঝেন তো? পর্দ্দা হয়? জল দিলে চমৎকার গন্ধ ওঠে!

ইন্দ্র। বেনা ঘাসের মূল?

অচিন্ত্য। Right! চরের ওপর সাঁওতালরা, চাষীর বেনা ঘাস তুলে রা-শী-কৃ-ত ক'রে ফেলেছে। আমরা সেইগুলো নিয়ে চালান দেব। no খরচা, সবই লাভ।

(অমল ও মুখার্জির প্রবেশ)

ইন্দ্র। (বিস্ময়ে) অমল? তুই হঠাৎ? আর—ইনি?

অমল। বড় মামা ওঁকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। উনি মিঃ বি মুখার্জি—বড় একজন ব্যবসায়ী! অনেক দিন ব্যবসায় করছেন। চরের জমিটা দেখ্‌তে এসেছেন, সুবিধা হ'লে—এখানে একটি sugar mill করতে চান। মিঃ মুখার্জি! ইনিই আমার বাবা।

ইন্দ্র। নমস্কার! বসুন—বসুন!

মুখার্জি। নমস্কার! চমৎকার দেশ কিন্তু আপনাদের! Natural resource প্রচুর। বন র'য়েছে, গিরিমাটি র'য়েছে, মাটীর তলায় কয়লা থাকাও অসম্ভব নয়! জমিরও উর্ব্বরাশক্তি যথেষ্ট। এখানে অনেক কিছু করা যেতে পারে।

ইন্দ্র। বেশ তো, আসুন এখানে আপনি, একটা থেকে পাঁচটা করুন। দেশের উন্নতি হোক্‌।

অচিন্ত্য। কবে দেশের উন্নতি হয়? এই কথাটা আপনি বললেন? সর্ব্বনাশ হবে মশাই, দেশের সর্ব্বনাশ হবে! রাজ্যের লোক এসে জুট্‌বে এখানে; কুলি—কামিন—গুণ্ডা—ডাকাত—বদ্‌মায়েস—চোর—জোচ্চোর—বাটপাড়, রোগ, কলেরা, বসন্ত, থাইসিস্‌—

(চা লইয়া চাকরের প্রবেশ)

চা এনেছে? (লইয়া চুমুক দিয়া) আঃ চমৎকার হয়েছে।

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু, আপনার সঙ্গে কথা পরে হবে, কেমন? তাহ'লে মুখুজ্যেমশায়—আপনি এখন বিশ্রাম করুন। কাল সকালে চরটা দেখবেন। ইতোমধ্যে আমি চরের মালিকদের সংবাদ দিই! চরটা ঠিক আমার নয়, আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের। এই গ্রামেরই চক্রবর্ত্তীবাবু—তারাও জমিদার, তাঁদেরই।

অমল। জানেন বাবা, চক্রবর্ত্তী বাড়ীর অহিন এবার B. A তে খুব ভাল ফল ক'রেছে! কাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, University-তে সেকেণ্ড হয়েছে!

অচিন্ত্য। Brilliant boy,—a brilliant boy. অহীন is a brilliant boy! আমি আপনাকে ব'লেছিলাম, I know it—

ইন্দ্র। তুমি যাও অমল, এখুনি অহীনকে খবর দিয়ে এসো।

অমল। আমি ওদের বাড়ী—

ইন্দ্র। হ্যাঁ! উমা, তোমার মা, ওঁদের বাড়ী গেছেন। তুমি যাও।

[অমলের প্রস্থান

অচিন্ত্য। আমিও চললাম। সমস্ত গ্রামে বলে আসি আমি। উঃ কি বিচিত্র সংঘটন। অভূতপূর্ব্ব মর্ম্মন্তুদ ঘটনা—হৃদয় বিদারক সংবাদ—মহীনের দ্বীপান্তর! আর আনন্দ সংবাদ—গৌরবের কথা—অহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। অদ্ভূত! (সহসা) কিন্তু, ব্যাপারটা কি রায়মশাই!

ইন্দ্র। মিত্তির—মিত্তির।

(মিত্তিরের প্রবেশ)

ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন। মস্ত ব্যবসাদার লোক। চক্রবর্ত্তীদের চরটা দেখবেন। পাশের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও!

মুখার্জি। আমার সময় কিন্তু খুব কম রায়মশাই! আজই চরটা দেখা হ'লে কিন্তু ভাল হ'ত! কালই কাজ চুকে যেতে পারত।—অবশ্য if the land suits my purpose. চলুন না, এ বেলায়।

ইন্দ্র। বেশ তাই হবে। মিত্তির, মুখুজ্যেমশাইকে চা জল-খাবার খাইয়ে চরটা ঘুরিয়ে নিয়ে এস!

[মিত্তির ও মুখার্জীর প্রস্থান

অচিন্ত্য। ব্যাপারটা কি বলুন তো রায়মশাই? উমা, উমার মা, চক্রবর্ত্তী বাড়ী গেছেন, অমলকে পাঠালেন!—চরটা বলছেন চক্রবর্ত্তী বাড়ীর! কোথা থেকে কোথায় চললেন আপনি?—বলবেন না, state secret, কেমন? আচ্ছা, না বলুন!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কালিন্দীর চর

(অহীন ও কমল। অহীন চারপায়ায় বসিয়াছিল, কমল যোড়হাতে মাটিতে বসিয়া কথা বলিতেছে)

কমল। আপুনি উহাকে বোল রাঙাবাবু। বজ্জাত কুরছে ডুকানদারটো। ধান লিছে আমাদের কাছে, হিসেব কুরছে না, লিব্যাধি দিচ্ছে না।

অহীন। কি বলছে?

কমল। বুলছে? বুলছে কত কি! উ আমরা বুঝতে লারছি!

অহীন। (অল্প বিরক্তি) ওর কাছে ধান নিলে কেন তোমরা?

কমল। এই দেখ্, বাবু কি বুলছে দেখ। হা বাবু, বোর্ধার সোময়টাতে আমরা খাব কিগো? তাথেই লিলম। আবার ধান উঠলে দিলম, আসলও দিলম, সুদও দিলম। তবে মানুষটা বুলছে—শোধ যেছে নাই। কি বুলছে—ই-বছর উ-বছর—সি-বছর আমরা বুঝতে লারছি।

(সারীর প্রবেশ)

সারী। ও বুড়া, কথা তুর কোখন্ শেষ হবে? কি গজর গজর কুরছিস্ গো? আমরা লাচ্‌ব, রাঙাবাবুব ছামুতে—হেঁ—।

কমল। এ দেখ্ বাবু, এই মেয়েটো, সারীটো,—বজ্জাত কুরছে, দুষ্টু করছে। কথা শুনছে না আমার। আপনি উয়াকে বল্ রাঙাবাবু, বজ্জাত কুরতে লাই—দুষ্টু করতে লাই—

অহীন। (হাসিয়া) না না, সারী বড লক্ষ্মী মেয়ে। হ্যাঁরে সাবী তুই দুষ্টুমি করছিস নাকি?

সারী! হঁ্যা কুরছে। কুরবে না কেনে? ও আমাকে অমন বুলছে কেনে?

অহীন। হাঁরে মাঝি কি বলেছিস্ সারীকে?

সারী। (কমলের মুখ চাপিয়া) না, বুলিস্ না। বুলিস্ না!

কমল। (ছাড়াইয়া) না, আমি বুলব, রাঙাবাবুকে বুলব। তু দুষ্টু কুরছিস্,—বিয়া করব না বুলছিস্?

সারী। হঁ বুলছি। কুরব না বিয়া আমি। উয়াকে আমি বিয়া কুরব না। বল কেনে তু।

[রাগ করিয়া চলিয়া গেল

কমল। ওই দেখ্ বাবু! কি বুলছে দেখ। তু উয়াকে বোল্!

অহীন। বর কি খারাপ নাকি কমল?

কমল। বাবারে! এ-ই মরদ। এ-ই ছাতি! এ-ই গায়ে বল্, আমাদের দুনো খাট্‌তে পারে।

অহীন। তবে?

কমল। তাই তো বুলছি গো! দেখ্ কেনে,—বুল্‌ছে কালো। মাঝি কালো হয় না, হা বাবু! তু উয়াকে বোল বাবু?

অহীন। তোমাব কথা শুনছে না, আমার কথা শুনবে কেন?

কমল। উরে বাবারে! আপুনি রাঙাবাবু, রাঙাঠাকুরের নাতি—উবে বাবারে—

(অমলের প্রবেশ)

অমল। অহীন?

অহীন। অমল?

অমল। কাল B.A.র result বেরিয়েছে! You have stood 2nd in the University. Congratulation! তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুন্‌লাম, তুমি এখানে—আমি ছুটে এখানে এলাম।

অহীন। (আলিঙ্গন) You are an angel! দেবদূতের মত আশীর্ব্বাদ নিয়ে এলে।

অমল। ইংলণ্ডের রাজা ও ফ্রান্সের রাজা, পরস্পরে করলে যুদ্ধ ঘোষণা, ফলে দুটো দেশের দেশবাসীরা পরস্পরের শত্রু হ'তে বাধ্য হ'ল! (হাস্য)

অহীন। (হাসিয়া) You talk very nice!

অমল। You look very nice, bright blade of a sharp sword! কবির ভাষায় খাপখোলা বাঁকা—না, বাঁকা নয়, খাপ খোলা সোজা তলোয়ার! তারপর, এম-এতে কি নেবে?

[কমল ও মেয়েদের প্রস্থান

অহীন। এম-এ হয় তো পড়াই হবে না অমল।

অমল। কেন?

অহীন। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ভাবছি Private-এ এম্-এ দেব। এখন একটা মাষ্টারী দেখে নিতে হবে আমাকে।

অমল। সে কি ?

অহীন। তোমাকে বলতে বাধা নেই। তুমি জান না, বাবার অসুখে, দাদার মকদ্দমায় আমাদের বহু টাকা খরচ হয়েচে। সম্পত্তিও নিলাম হয়ে গেছে। মা—চাকর, ঠাকুর, কর্ম্মচারী সব জবাব দিয়েছেন।

অমল। আমি যদি একটা প্রাইভেট টুইশনি যোগাড় করে দি ?

অহীন। তুমি কি উমাকে পড়াবার কথা ব'লছ ?

অমল। তাই যদি বলি ?

অহীন। না, সে আমি পারব না।

অমল। তুমি উমাকে বোধ হয় দেখনি।

অহীন। দেখেছি। চমৎকার মেয়ে উমা! আমার খুব ভাল লেগেছে! কিন্তু—না!

অমল। My God! চর বন্দোবস্ত হলেই তো সব problem মিটে যাবে। যথেষ্ট টাকা পাবে তোমরা। বাবা বলেছিলেন চরটা তো তোমাদেরই ষোল আনা!

অহীন। কে? মামাবাবু তাই বলছিলেন ?

অমল। হ্যাঁ!

অহীন। চল ফেরা যাক্। অনেক দিন মামাকে প্রণাম করা হয় নি।

অমল। দাঁড়াও! এক ভদ্রলোক চর দেখতে এসেছেন—তাঁকে আর মিত্তিরকে একবার দেখি। তুমি কমলকে একটু তাড়া দাও!

[প্রস্থান

(সারীর প্রবেশ। দূরে অচিন্ত্য ও যোগেশ)

অহীন। আরে! তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ? রাগ করেছিস্ শুন্‌লাম ?

সারী। হঁ্যা! উইখেনে বসেছিলাম।

অহীন। তোদের বুড়োকে ডাক তো?

সারী। না। তু কি বুলিছিলি রাঙাবাবু—ওই বাবুটোকে?

অহীন। কি বলছিলাম?

সারী। উয়ার বহিনটোকে তু বিয়া করবি? রায়বাবুর বিটিকে?

অহীন। দূর! কে বললে? না—না!

সারী। হেঁ। আমি শুন্‌লম। না—না বাবু। উয়াকে তু বিয়া করিস্ না!

অহীন। দূব! ভাগ! কমল! কমল! [প্রস্থান

(সারীও ধীরে ধীরে অন্যদিকে গেল।

অচিন্ত্য ও যোগেশের প্রবেশ)

অচিন্ত্য। ওরে, বাপরে! বাপরে! এই ব্যাপারটাই আমি ধ'রতে পারছিলাম না! My God! অহীন্দ্র ছেলেটি যে হীরের টুক্‌রো ছেলে! শুনলেন মশাই, এই মেয়েটা কি বলছিল অহীনকে? My God! ওরে বাপরে, বাপরে!

যোগেশ। হুঁ। রায়মশাই চালবাজ বটেন। ভাল চাল চেলেছেন। কিন্তু লজ্জার ঘাটে মুখ উনি ধোন্ নি। কি মুখে যাবেন—চক্রবর্ত্তী বাড়ী?

অচিন্ত্য। আরে মশাই—এই মুখে যাবেন। Very clever ইন্দ্র রায়! Two birds with one stone! উঃ! রামেশ্বরবাবুর প্রথমা স্ত্রী—ইন্দ্ররায়ের সহোদরা! কুলের খুঁত তো ইন্দ্ররায়ের! ওই—ওই—ওই সেই মুখার্জী! দেখেছেন! একটি বস্তা টাকা সঙ্গে এনেছে মশাই! নিজের চোখে দেখেছি! With my own eyes!

যোগেশ। দাঁড়ান না, সমস্ত রায় গোষ্ঠীকে আমি এক করছি! যতই করুন ইন্দ্ররায়, আর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী যতই পাগল হোন্—ছোট রায়বাড়ীর মেয়ে উনি কখনও বাড়ীতে আনবেন না। আসুন—

অচিন্ত্য। Yes, রামেশ্বরবাবুর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। ঠিক বলেছেন—ইন্দ্ররায়ের আশা—আকাশ কুসুম। Case hopeless! রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী! একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এঃ, স্মরণ শক্তিটা বড় কমে গেছে! ব্রাহ্মী শাক কয়েক দিন খেতে হবে দেখছি! [উভয়ের প্রস্থান

(ইন্দ্ররায় ও মুখার্জীর প্রবেশ)

ইন্দ্র। আপনাকে মিত্তিরের সঙ্গে পাঠিয়ে মনে হ'ল অন্যায় করলাম। আপনি আমার অতিথি। তারপর, কেমন দেখলেন চর?

মুখার্জী। চমৎকার জায়গা! আমার কাজের পক্ষে খুব উপযুক্ত। কাজটা আমি আজ রাত্রেই সেরে ফেল্‌তে চাই, রায়মশাই!

(অচিন্ত্য, যোগেশ ও শূলপানির প্রবেশ)

অচিন্ত্য। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, এর মুখে শুনুন। চিনির কল বসবে।

ইন্দ্র। কি ব্যাপার!

শূলপাণি। তুমি নাকি একলা চর বন্দোবস্ত ক'রছ—সকল শরিককে ফাঁকি দিয়ে? আমি গাঁজা খাই বলে কিছু বুঝি না—হুঁ হুঁ, বাবা কেমন ধরেছি।

অচিন্ত্য। Protested—একলা আমি বলি নি!

ইন্দ্র। না! আমি বন্দোবস্ত করছি না, আর শরিকেরাও ফাঁকি পড়ছেন না। চর বন্দোবস্ত করছেন রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী!

শূলপাণি। মানে?

ইন্দ্র। চর চক্রবর্ত্তীদের!

শূলপাণি। চর চক্রবর্ত্তীদের মানে?

অচিন্ত্য। যেতে দিন না মশাই ও কথা। কন্যাদায় ভীষণ দায়—ভাল পাত্র পাওয়া দুর্ঘট! তা মেয়ের বিয়ের জন্য আপনাদেরই উচিত

একটু ত্যাগ স্বীকার করা! ধরুন না, রায়হুজুরের কন্যাদায় উদ্ধারে— চরটা তার যৌতুক!

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু, কি বলছেন আপনি?

শূলপানি। আমরা সব বুঝি ইন্দ্র! সব বুঝি। সব খবর রাখি। রামেশ্বরের ছোটছেলেটার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা—সেই জন্যে তুমি নির্লজ্জের মত আজ আবার চক্রবর্ত্তীদের তোষামোদ করছ!

অচিন্ত্য। কুলের খোঁটা তো রায়মশায়ের! মেয়ের বিয়ে নিয়ে বিপদ তো তাঁর। ভাবতে হবে বৈকি তাঁকে।

ইন্দ্র। (ক্রোধে) অচিন্ত্যবাবু!

শূলপাণ। তুমি ভুল করছ ইন্দ্র! রামেশ্বব যতই পাগল হোক্, রাধারাণীর ওই কাণ্ডের পর, ছোটবাবুর বাড়ীর মেয়ে আব সে কখনো ঘরে ঢোকাবে না।

ইন্দ্র। ভগবান, রায়বংশেব মাথায় তুমি বজ্রাঘাত কর। পচে খসে সে শুধু বিষ ছড়াচ্ছে। উঁচু গলা ক'রে আপনার বংশের কন্যাব মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করছে।

শূলপাণি। ভারী ভগবান দেখাচ্ছ হে! সত্যি কথা বলব তার আব ভগবান দেখানো কিসের?

ইন্দ্র। শূলপাণি জিভ তোর খসে যাবে। মিথ্যে—

শূলপাণি। মিথ্যে? বেশ তো যাও না রামেশ্বরের কাছে—বলনা আমার মেয়েকে নাও, সে কি বলে একবার সাহস থাকে তো শুনে এস না দেখি! হু-হুঁম বাবা সে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী! হ্যাঁ সে যদি নেয় তোমার মেয়ে—তবে বুঝব ছোট রায়বাড়ীর খোঁটা মিথ্যে।

ইন্দ্র। মিত্তির, তুমি মুখার্জী সায়েবকে নিয়ে এস। দলিল তৈরী কর। চব আজই বন্দোবস্ত হবে। শূলপাণি আমি রামেশ্বরের কাছে চল্‌লাম। নইলে আমার উমাকে—কালিন্দীর জলে বিসর্জ্জন দেব আমি।

চতুর্থ দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

অহীন এবং সুনীতি

(বাইরে স্বল্প মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎদীপ্তি)

অহীন। হ্যাঁ মা, অমল আমায় নিজে বল্‌লে। বল্‌লে, বাবা বলেছেন—চরটা চক্রবর্ত্তীদেরই ষোল আনা। কলকাতা থেকে একজন মিলওয়ালা এসেছেন, বন্দোবস্ত নেবেন চরটা—চিনির কল তৈরী করবেন! রান্না করবার জন্যে ঠাকুরকে আজই ডেকে পাঠাও। তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

সুনীতি! আমার মহীন, (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন) হে ভগবান, আমার মহীনকে তুমি রক্ষা করো; তাকে এ দ্বীপান্তরের দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে রেখো।

অহীন। হ্যাঁ। দাদাই ও-বাড়ীর রায়মামাকে জয় করেছেন। উনি বড় লজ্জা পেয়েছেন। ননীপালকে চর বন্দোবস্ত করেছিলেন উনি।

সুনীতি। অদৃষ্ট—আমার অদৃষ্ট বাবা! ওঁর দোষ কি? তা' ছাড়া অহীন—

অহীন। কি মা? তুমি এমন শিউরে উঠলে কেন?

সুনীতি। ওরে আমার যেন মনে হয় দোষ কারুর কিছুই নেই, ওই চরটার চক্রান্তেই সব ঘটছে। আমি কতদিন ছাদে দাঁড়িয়ে চরটার দিকে চেয়ে থাকি। এক একদিন ভরা দুপুরে কি সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ চকিতের মত মনে হয়—চরটা যেন ঘুরছে।

অহীন। ঘুরছে? চর কি কখনও ঘুরে মা?

সুনীতি। ঘোরে। আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি—আমাকে কেন্দ্র করে ঘোরে! তাই তো তোকে বলি, অহীন চরে তুই যাসনে।

অহীন। ও সব তোমার মনের কল্পনা মা। ও সব কিছু নয়।

সুনীতি। না—তুই চরে আর যাস নে। চরটা যদি ষোল-আনা আমাদেবই স্বীকার করেন ও-বাড়ীর দাদা—তবে তাঁকেই আমি ভার দেব—তিনিই যা হয় করবেন। না—তুই যাসনে।

অহীন। চরটা বড় ভাল লাগে মা! ভারী চমৎকার জায়গা। তুমি যদি যাও একদিন মুগ্ধ হয়ে যাবে। কত লতা, কত ফুল, কত পাখী, কত ফসল, সাঁওতালদের গান-বাঁশী, মেয়েদের নাচ, ওখানে গেলে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। সব চেয়ে ভাল লাগে কি জান, পাখীরা কালিন্দীর পলির উপর পায়েব দাগে দাগে চমৎকার আলপনা এঁকে যায়। ওখানে গিয়ে আমি দেখি যেন সেই আদিমকালের সদ্য জল থেকে ওঠা তরুণী পৃথিবীকে।

(বাহিরে আকাশে বিদ্যুৎদীপ্ত চকিত হইয়া উঠিল
এবং মেঘ গর্জ্জন শোনা গেল)

সুনীতি। এ কি? এ যে মেঘে অন্ধকার হয়ে এল।

(মানদার প্রবেশ)

মানদা। মা!

সুনীতি। ওরে, জানালা সব বন্ধ কর মা, বৃষ্টি আসবে।

মানদা। আগে তুমি নীচে এস মা। ছোট রায়বাড়ীর গিন্নীমা এসেছেন আর তাঁর মেয়ে।

সুনীতি। বলিস কি? কোথায়?

মানদা। নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুনীতি। ছি—ছি—ছি! বসতে দিস নি। কি ভাগ্য আমার! অহীন আয় বাবা, সঙ্গে আয়!

[সকলের প্রস্থান

(রামেশ্বরের প্রবেশ)

রামেশ্বর। (জানালার ধারে গিয়া) বাঃ—বাঃ অপরূপ মেঘমালা তো! অপরূপ! দিকহস্তীর মত বিক্রমশালী ঘন কালো মেঘ। কোথায় চলেছে মেঘ—অলকাপুরী! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস।

(নমস্কার)

(আবৃত্তি) যাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাম্ প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং,
যাচ্ঞামোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস—

(নমস্কার)

(আবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করিল উমা। সে আবৃত্তি শুনিল)

উমা। আপনি ও কোন্ কাব্যেব শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন? বড় সুন্দর তো?

রামেশ্বর। (বিস্ময়ে) মেঘদূত! তুমি—তুমি—

উমা। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। বর্ষার মেঘ দেখে—

রামেশ্বর। (আনন্দে) মহাকবি কালিদাসের নাম তুমি জান? প'ড়েছ তাঁর কাব্য?

উমা। না। সংস্কৃত তো আমি জানি না। আমি বাংলা নিয়েছি। আপনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা প'ড়েছেন?

রামেশ্বর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ?

উমা। হ্যাঁ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন

কবিতার জন্য ! পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'য়েছে তাঁর কবিতা ! রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল বর্ষার কবিতা আছে !

রামেশ্বর। তুমি জান ? আমায় শোনাতে পার ?

উমা। (লজ্জিতভাবে) আপনাকে আমি রবীন্দ্রনাথের বই দিয়ে যাব, প'ড়ে দেখবেন !

রামেশ্বব। আমি তো চোখে ভাল দেখতে পাই না, চোখেই আমার অসুখ। আর—

(হাতদুটি দেখিলেন)

উমা। আমি ভাল জানি না !

বামেশ্বর। (আত্মস্থ হইয়া) যা জান শোনাও !

উমা। (লজ্জিতভাবে) কবিতাটিব নাম—নব বর্ষা।

"হৃদয় আমাব নাচে বে আজিকে—
ময়ূবের মত নাচে রে, হৃদয় নাচে রে !
শতববণেব ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপেব মত ক'বেছে বিকাশ—
আকুল পবাণ আকাশে চাহিয়া—
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমাব নাচে রে আজিকে
ময়ূবের মত নাচে বে।"

(হেমাঙ্গিনী ও সুনীতির প্রবেশ)

হেমাঙ্গিনী। ভাল আছেন চক্রবর্ত্তীমশাই ?

রামেশ্বর। (স্বপ্নোত্থিতের মত) কে ? কে ?

হেমাঙ্গিনী। (সুনীতিকে) পুরোণো কথা বোধ হয় ওঁর ভুল হয়ে যায়—না ?

রামেশ্বর। না, না, ভুলি নি—ভুলি নি! আপনি রায়গিন্নী, রায়গিন্নী!

হেমাঙ্গিনী। প্রথমে আমাকে চিনতে পারেন নি।

রামেশ্বর। পেরেছিলাম! কিন্তু ভাবছিলাম কি জানেন? "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু, কপ্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ?" এ আমার স্বপ্ন, না মায়া, মনের ভ্রম, কিংবা কোন পুণ্যফলের ক্ষণিক সৌভাগ্য, সেই কথাটা বুঝতে পারছিলাম না। আমার তো কোন পুণ্যফলই নেই—ভগবান আমাকে পরিত্যাগ করেছেন—

হেমাঙ্গিনী। না, না, এ কি বলছেন আপনি? ভগবান পরিত্যাগ করলে কি সুনীতি আপনার ঘরে আসে? না, অহীন-চাঁদের মত ছেলে ঘর আলো করে?

রামেশ্বর। (অদ্ভুত হাসি হাসিয়া) সূর্য্যে গ্রহণ লেগেছে রায়গিন্নী, ভরসা এখন চাঁদেরই বটে!

সুনীতি। ওগো, অহীন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেণ্ড হ'য়েছে—দ্বিতীয় হ'য়েছে!

হেমাঙ্গিনী। শিবের ললাটে চাঁদের ক্ষয় নেই চক্রবর্ত্তীমশাই। এ আপনার অক্ষয় চাঁদ।

রামেশ্বর। মঙ্গল হোক আপনার। অমোঘ হোক আপনার আশীর্ব্বাদ রায়গিন্নী!

হেমাঙ্গিনী। তুমি পিসেমশায়কে প্রণাম করেছ উমা? নিশ্চয় কর নি।

রামেশ্বর। আপনার মেয়ে?

হেমাঙ্গিনী। হ্যাঁ।

রামেশ্বর। সাক্ষাৎ সরস্বতী। আহা-হা! বড় সুন্দর কবিতা শোনালে "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে!" বড়

মধুর! বড় সুন্দর কবিতা! বড় সুন্দর! অপূর্ব্ব! বাংলা ভাষায় এমন কাব্য রচিত হ'য়েছে! সে কবিকে আমি নমস্কার করছি! কিন্তু, আমার ভাগ্য—পৃথিবীতে বঞ্চনাই আমার ভাগ্য! দৃষ্টিহীন—

(উমা রামেশ্বরকে প্রণাম করিতেই)

না, না, না! আমাকে প্রণাম ক'রতে নেই মা, আমাকে প্রণাম করতে নেই। আমার হাতে—

হেমাঙ্গিনী। না, না, না চক্রবর্ত্তীমশাই!

রামেশ্বর। বড ভাল মেয়ে আপনার! কি নাম বললেন।

উমা। উমা দেবী!

রামেশ্বর। উমা দেবী। হ্যাঁ, তুমি উমাও বটে—দেবীও বটে। রায়গিন্নী, অন্ধকাবে ব'সে দিকহস্তীর মত ঘন কালো মেঘের দিকে চেয়ে—মেঘদূত মনে প'ড়ে গেল! একটি শ্লোক আবৃত্তি করলাম আপন মনেই! আপনার মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল! আমার মনে হ'ল কি জানেন? মনে হ'ল—চক্রবর্ত্তী বাড়ীর লক্ষ্মী বুঝি চিরদিনের মত পরিত্যাগ ক'বে যাবাব আগে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছেন। বড় চমৎকার মেয়ে আপনার! সাক্ষাৎ উমা! সেই উমার মতই বিদ্যা ওর পূর্ব্বজন্মের সম্পত্তির মত আয়ত্ত হবে। শরতের গঙ্গাকে যেমন আবাহন করতে হয় না, হংসমালা আপনিই এসে তার বুকে শোভমান হয়, তেমনি ভাবেই বিদ্যা প্রাক্তন জন্মফলের মত আপনি আয়ত্ত হবে। আহা, যে কবিতা ও আমায় শোনালে। অপূর্ব্ব!

হেমাঙ্গিনী। কতদিন ভেবেছি, আসব—আপনাকে দেখে যাব। কিন্তু পারি নি। আবার ভেবেছি,—যাক—যখন মুছেই যেতে বসেছে, তখন মুছেই যাক্ সব! কিন্তু সেও হ'ল না! পাথরের দাগ ক্ষয় হ'য়ে মুছে যায়, কিন্তু মনের দাগ কখনও মোছে না! আজ আর থাকতে পারলাম না। অপরাধ যে আমাদের! এর জন্যে দায়ী যে উনি।

রামেশ্বর। কে? ইন্দ্র? (হাস্য) না, না রায়গিন্নী। দায়ী নয়—হেতু ইন্দ্র! আমি সব খতিয়ে দেখেছি। (সহসা) চিত্রগুপ্তের হিসেবের খাতায় মাঝে মাঝে আমি উঁকি মেরে দেখি কি না!

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) রামেশ্বর!

রামেশ্বর। কে? কে? কে? (চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

ইন্দ্র। আমি ইন্দ্র!

ইন্দ্ররায়ের প্রবেশ

(কিছুক্ষণ পরস্পরকে দেখিলেন)

ইন্দ্র। রামেশ্বর! তুমি এমন হ'য়ে গেছ?

রামেশ্বর। কতদিন পরে তুমি এলে ইন্দ্র?

ইন্দ্র। পঁচিশ বৎসর! পঁচিশ বৎসর পার হয়ে গেল। (গাঢ়স্বরে) পঁচিশ বৎসর পরে আজ তোমার কাছে আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি। শুধু মার্জ্জনা নয়—বন্ধু! আশ্রয়! আমার কন্যার জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে এসেছি! তোমার অহীনের হাতে আমি আমার উমাকে তুলে দিতে চাই।

রামেশ্বর। ইন্দ্র! ইন্দ্র!

ইন্দ্র। আমারই বংশের জ্ঞাতিরা—রাধারাণী নামে মিথ্যা দোষারোপ ক'রে—ছোট রায়বাড়ীর কলঙ্ক রটনা করেছে—রামেশ্বর! তারা আমাকে কি বললে জান? বললে, "রামেশ্বর কখনও ছোট রায়বাড়ীর মেয়ে ঘরে আনবে না। যতই তোষামোদ করুক।" রামেশ্বর এ কলঙ্ক মোচনের দায়িত্ব তোমার!

রামেশ্বর। আমার! হ্যাঁ আমার! কিন্তু ইন্দ্র—ইন্দ্র সে যে হয় না—

ইন্দ্র। আমি উঠলাম রামেশ্বর!

রামেশ্বর। আমার সন্তানের দেহে যে আমারই রক্ত ইন্দ্র, তোমার মেয়ে শাপভ্রষ্টা স্বর্গের মেয়ে উমা। আ—ছি—ছি—ছি!

ইন্দ্র। ছি ছি নয় রামেশ্বর, তোমার রোগ তোমার মনের ভ্রম! আর এ আমার ইষ্টদেবীর আদেশ! রামেশ্বর, কথাটায় বড় আঘাত পেয়েছিলাম ভাই! ভুলবার জন্যে, কারণ নিয়ে জপে বসলাম। দেখলাম, মায়ের আমার প্রসন্ন মুখ! রামেশ্বর, রামেশ্বর, এ আমার মায়ের আদেশ!

রামেশ্বর। মায়ের আদেশ! ইষ্ট দেবীর আদেশ ইন্দ্র! কিন্তু—কিন্তু—

ইন্দ্র। বল, আর কি কিন্তু হ'চ্ছে তোমার?

রামেশ্বর। সে—সে কি বলবে?

ইন্দ্র। কে? কার কথা বলছ?

সুনীতি। বলেছেন, তিনিও বলেছেন, হাসিমুখে বলেছেন! এ বিয়ে না হ'লে যে তাঁর গতি হ'চ্ছে না! তিনি শান্তি পাচ্ছেন না।

ইন্দ্র। তুমি কুশপুত্তলী দাহ ক'রে রায়বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রেছ। লোকে মিথ্যা রাধুব নামে কলঙ্ক রটনা করছে! তার জন্যে তার আত্মা আজও কাঁদছে। তার গতি হচ্ছে না—সে শান্তি পাচ্ছে না। তোমার ওপর তার দারুণ অভিমান! উমাকে ঘরে এনে রায়বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কর! তাকে তুমি মুক্তি দাও।

রামেশ্বর। তাই হোক—তাই হোক! ইন্দ্র ইষ্ট-দেবীর আদেশ পেয়েছে, সুনীতি তার অনুমতি পেয়েছে। তবে তাই হোক! রাধারাণী প্রসন্ন হোক—তাকে মুক্তি দাও! চক্রবর্ত্তীবাড়ীর লক্ষ্মী আবার ফিরে আসুক। শাঁখ বাজাও! শাঁখ বাজাও। সুনীতি শাঁখ বাজাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলের মালিক মিঃ মুখার্জীর বাংলোর সম্মুখ

মিঃ মুখার্জী ও যোগেশ

(অচিন্ত্য কতকগুলি চিঠি সহি করাইতেছে)

মিঃ মুখার্জী। (চিঠিগুলি সই শেষ করিয়া বলিলেন) অচিন্ত্যবাবুর কলমের জোর আছে বটে। আমি সই করে ক্লান্ত হয়ে গেলাম, উনি লিখে ক্লান্ত হলেন না।

অচিন্ত্য। Thank you, sir.

মুখার্জী। আর একখানা চিঠি লিখতে হবে বাংলায়।

অচিন্ত্য। (মাথা চুলকাইয়া) বাংলাতে স্যার !

মুখার্জী। হ্যাঁ—বাংলাতে। আপনাদের রায়হুজুর তো ইংরিজী বুঝবেন না !

অচিন্ত্য। আমার যে স্যার বাংলা আসে না। I have the honour to be sir, your most obedient servant—খ্যাস খ্যাস ক'রে লিখে দিলাম। ওর বাংলা করতে হলে যে, মহা মুস্কিল sir ! আমার সম্মান আছে মহাশয়—আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য—

মুখার্জী। ওখানে লিখবেন বিনীত—বুঝলেন—

অচিন্ত্য। Yes sir—Thats it—yes sir—

মুখার্জী। লিখে দিন—মহাশয়ের সঙ্গে অসদ্ভাবের আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নাই। কিন্তু একান্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে মহাশয়দের পক্ষ হইতে আমার নানা কার্য্যে অসুবিধা ঘটানো

হইতেছে। এখনকার সাঁওতালরা আমার কলের কুলী। তাহাদের ব্যাগার ধরিলে আমার কার্য্য বন্ধ হইতেছে। গত এক মাসের মধ্যে পাঁচদিন তাহাদের ব্যাগার ধরিয়াছেন। চক্রবর্ত্তীবাড়ীতে বিবাহের জন্য দুই দিন, চক্রবর্ত্তীবাড়ীর খাসের জমির ধানকাটার জন্য তিন দিন—

অচিন্ত্য। সেগুলো স্যার সাঁওতালরাই ভাগে করে ও ধান ওদেরই কাটতে হয়।

মুখার্জী। (মুখের দিকে চাহিয়া) সে সব কথা আপনার কাছে আমি শুনতে চাই না অচিন্ত্যবাবু—আপনি এখানে চাকরি করেন, আমি যা বলছি তাই লিখে দেবেন আপনি—এই আমি প্রত্যাশা করি। বুঝেছেন?

অচিন্ত্য। Yes sir, I understand sir—

মুখার্জী। Good, এরপর লিখুন—ইহার পরে আমাকে বাধ্য হইয়া আপনার কার্য্যে বাধা দিতে হইবে। ইতি বশংবদ—। এখুনি লিখে আনুন।

অচিন্ত্য। Yes sir. (চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

মুখার্জী। মজুমদার মহাশয়কে কয়েকটা কথা বলব, আপনাকে আমি। অচিন্ত্যবাবু শুনুন। (অচিন্ত্য দাঁড়াইল) ওই কার্য্যে বাধা দিতে হইবে না লিখুন—কার্য্যের প্রতিবাদ কবিতে হইবে। বুঝেছেন! যান, জল্‌দি লিখে আনুন। (অচিন্ত্য চলিয়া গেল) শুনুন মজুমদার মশায়, আপনাকে যখন আমি কলের ম্যানেজার করে বহাল করি, তখন রায়মশায় আমাকে বলেছিলেন—মনে হচ্ছে মুখার্জী সাহেব ভবিষ্যতে আপনি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবেন। আপনি বোধ হয় কথাটা জানেন না!

মজুমদার। জানি।

মুখার্জী। জানেন? আচ্ছা! রায়মশায় চতুর লোক। আমি অবশ্য ঝগড়া করতে চাই না কিন্তু ঝগড়া যে হবেই সে আমি জানতাম।

পৃথিবীতে সর্ব্বত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জমিদারদের ঝগড়া হয়েছে—হচ্ছে। এখানে হবে—এ আমি ধরে নিয়েছিলাম। আমাদের পয়সায় এরা বড়লোকী করছে—আর আমাদের মাথায় পা দিয়ে চলতে চায় এরা।

মজুমদার। আমাকে কি বলছেন বলুন! আমাকে কি সন্দেহ করছেন?

মুখার্জী। না, সন্দেহ ঠিক করি না। তবে কতদূর যেতে পারবেন তাই জানতে চাই। পুরানো মনিব বলে কোন মমতা আছে আপনার?

মজুমদার। না।

মুখার্জী। ভাল। শূলপাণি অচিন্ত্যবাবু এদের কথা কি বলেন?

মজুমদার। শূলপাণি ঠিক আছে। গাঁজা খায়, কোন কাজেই পেছুবে না, সে সু-ই হোক অরে কু-ই হোক। অচিন্ত্যবাবু সাদালোক—ভীতু মানুষ—

মুখার্জী। ওর ওপরে নজর রাখবেন। এখন আপনাকে যা করতে হবে বলি শুনুন। আমার গোটা চরটি চাই। যে কোন উপায়ে চাই।

মজুমদার। সাঁওতালদের উঠিয়ে দেবেন।

মুখার্জী! উঠিয়ে দেব না, ওরা কলে খাটবে, কুলী ব্যাবাকে থাকবে। শ্রীবাস দোকানী ওদের ধান ধার দেয় বর্ষায়। তাকে আমিই বসিয়েছি সে কথা জানেন তবে এটা বোধ হয় জানেন না যে ধানের টাকাও ওকে আমি দিয়ে থাকি। তাকে বলেছি সাঁওতালেরা ধান নিয়ে, সাদা ডেমিতে টিপ ছাপ নেবে। সেই ডেমিতে কবলা করে নিন ওদের জমি। অন্যদিকে কলের নগদ দাদন দিন প্রচুর। মানে জমি থেকে উচ্ছেদ হলেই যেন অন্যত্র জমির সন্ধানে চলে না যায়। বুঝেছেন?

মজুমদার। বুঝেছি। কিন্তু—

মুখার্জী। কিন্তু কি?

মজুমদার। ওরা কি বেশী টাকা দাদন খাবে? ওরা দাদনকে বড় ভয় করে।

মুখার্জী। খাবে। খাওয়াতে হবে। আমি District Excise Superintendent-এর কাছে দরখাস্ত করেছি এখানে একটা পচাই মদের দোকানের জন্যে। শীগ্‌গির বসে যাচ্ছে সেটা। তা হ'লেই খাবে। মদ খাবার জন্যে দাদন খাবে। আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে। জমিদার তরফের প্রত্যেক সংবাদটি রাখতে হবে।

মজুমদার। সে আমি রাখব। প্রতিটি খবর জানাব আমি। তবে অচিন্ত্যবাবু হলেন ওতে সব চেয়ে ভাল লোক। ওকে আপনাকে বলতে হবে না, উনি চীৎকার করে দেশশুদ্ধ লোককে জানিয়ে আপনার কাছে ছুটে আসবেন।

মুখার্জী। জানি সেই জন্যেই ওকে রেখেছি। তবে সাবধান হতে হবে যেন আমাদের কোন কথা জানতে না পারে, ওখানে গিয়ে চীৎকার করতে না পারে। কিন্তু আজ কল চালু হ'ল না কেন এখনও? দেখুন তো?

মজুমদার। দেখছি আমি—　　[প্রস্থান

মুখার্জী। (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) আটটা বাজে! কি হ'ল?

[টুপি ও ছড়ি লইয়া বাহির হইয়া গেল

(অপর দিক হইতে কমল ও অপর মাঝির প্রবেশ)

কমল। এই দেখ! এইখানে থাকে সেই মায়ের পো। গ্যাড্‌ ম্যাড্‌ থ্যাড্‌ করে, তিনটে বন্দুক আছে। এই কলখারখানা সব উয়ার কথায় চলে। হুই দেখ—হুই যি—লোহার চুঙাটা, ওই চুঙাটার ভিতর আগুন জ্বলে—গুম গুম শব্দ উঠে, হুই আকাশে ঠেকছে হুই ইটার সুড়ুঙ দিয়া ধুঁয়া বেরয়—হুস্‌ হুস্‌ করে; রিঞ্জিটো চলে—ঘ্যাস্‌ ঘ্যাস্‌ করে! হাঁ!

মাঝি। হেই বাবারে!

(শূলপাণির প্রবেশ)

শূল। এই যে, এই যে ব্যাটা মোড়ল মাঝি।

কমল। কি বুলছিস গো? গাল দিছিস কেনে?

শূল। দেবে না—গাল দেবে না? বেলা আটটা বাজে আজও কাজে গেলি না যে বড়? পরশু এলি না—তার আগের দিন আসিস্ নি। সে তো বুঝলাম রাঙাবাবুর বিয়া। আজ কি বটে?

কমল। সি তো খেটে এলম গো। আজ তো বিয়ার ভোজ বটে। খেতে যাব গো। রায়হুজুরের ঘর। হঁ।

শূল। তোরা ভোজ খাবি আর আমাদের কল বন্ধ যাবে? সে সব হবে না। সায়েব রাগ করছে! চল্ কাজে চল্।

কমল। উঁ—হুঁ। আজ তো যাব না আমরা।

শূল। এই ছ্যাখ সায়েব খেপে যাবে।

কমল। তু খেপেছিস—সায়েবও খেপুক। হঁ।

শূল। সায়েবের দাদন নিস নি তোরা?

কমল। দাদন লিলম তো কি হ'ল? মাথাটি কি বেচে দিলম—তুর সায়েব উটো কিনে লিলে নাকি? দেলা! দেলা!

(শ্রীবাসের প্রবেশ)

শ্রীবাস। অ্যাই। আমি খুঁজে সারা। আর তুই এখানে? দেলা লাগাচ্ছিস যে—যাবি কোথা?

কমল। রায়বাড়ীতে ভোজ খেতে গো।

শ্রীবাস। কাল ধান নিয়ে যে বললি—আজ খাতাতে টিপছাপ দিবি—এলি না যে বড়?

কমল। তা দিব—ইয়ার পরে দিব।

শ্রীবাস। সে হবে না। বছর বছর ধান নিচ্ছিস—পুরো শোধ করছিস না, বাকীর উপর্ বাকী জমছে—তার একটা আধার করে দিতে হবে তো!

কমল। দেড়া স্থদ লিছিস—কি ক'রে শোধ হবে গো? আমরা তো তুকে পিতি বছরই ধান দিছি। শোধ হচ্ছে না কেনে? তু শোধ লিখছিস না কেনে?

শ্রীবাস। বটে? খুব চালাক হয়েছিস! আচ্ছা আমি আর এক ছটাক ধান দোব না।

কমল। দিব গো, দিব টিপছাপ। কাল দিব। আজ আমরা ভোজ খেতে যেছি। কাল দিব। দেলা—দেলা।

[সাঁওতাল দুইজনের প্রস্থান

শূল। এ বেটাদের বোঙা জাতকে নিয়ে কি করি, বল দেখি? নায়েবকে বললাম, চাপরাসী দিয়ে বেটাদের বেশ করে ঘা কতক দেন, তা সায়েব বলে—না!

(মুখার্জীর প্রবেশ)

মুখার্জী। কি করব রায়সাহেব—এটা তো আমার তোমার মত পৈত্রিক জমিদারী নয়! এটা ব্যবসা! বুঝেছ! শ্রীবাস—তুমি শিগ্গির টিপছাপ নেবার ব্যবস্থা কর! নইলে কল চালানো মুস্কিল হবে।

শ্রীবাস। কিছুতেই ঘাড় পাতছে না হুজুর! কাল বলেছিল আজ দেবে। আজ বললে কাল দেবে।

(নেপথ্যে সাঁওতাল মেয়েদের গান শোনা গেল।
মুখার্জী সেইদিকে চাহিয়া বলিলেন)

মুখার্জী। কি ব্যাপার শ্রীবাস? মেয়েগুলো এমনভাবে গান গাইতে গাইতে চললো কোথায়?

শ্রীবাস। আজ ওদের কি একটা পরব আছে হুজুর।

শূল। রোয়া পরব স্যার; আউশ ধানের বীজ বুনবে। তাই পূজো দিতে চলেছে জহর সর্ণায়—

মুখার্জী। জহর সর্ণাতো ওদের দেবস্থান—ওই গাছতলায়?

শ্রীবাস। হ্যাঁ হুজুর!

মুখার্জী। আগে-আগে আসছে—ওটা কমল মাঝির নাত্‌নি না?

শূল। আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারী বজ্জাৎ মেয়ে ওটা!

(মেয়েরা গাহিতে গাহিতে ঢুকিল, হাতে
ডালায় ফুল ধান ইত্যাদি)

গান

ঠাকুরাহি সিরিজিলা ইনা পিরখিমা হো
ঠাকুরাহি সিরিজিলা গাইষা যো ইয়ারে—
পুরুবালি ডাহরালি গাইযা যো ইয়ারে—
পুরুবালি ডাহরালি গাইয়া যো হযা—

মুখার্জী। এই মাঝিন—এই কমল মাঝির নাত্‌নী!

শূল। এই সারী—এই!

সারী। কি বুলছিস গো!

শ্রীবাস। সায়েব ডাকছে—সায়েব—।

সারী। সায়েব মশয় কি বলছিন গো আপুনি?

মুখার্জী। আজ তোদের পরব?

সারী। হঁ গো! তাথেই তো—চললাম গো জহর সর্ণাতে।

মুখার্জী। আজ পরবে কি কি হবে তোদের? এঁা! কি কি করেছিস?

সারী। করলম তো, অনেক হবে গো! জেল, দাকা—হাণ্ডী! মরদগুলো খাবে, আমরা খাব—নাচব, গান করব আমোদ হবে।

মুখার্জী। তবে তো অনেক রে! এঁ্যা? ভাত—মাংস—মদ। আচ্ছা। এই নে বক্‌শিস্!

(একখানা দশটাকার নোট দিল)

গেল টাকা। দশ টাকা।

সারী। গেল টাকা! এত গুলান টাকা দিলিন সায়েব মশয়?

মুখার্জী। হ্যাঁ। একটা খাসি কিনবি। মদ কিনবি!

শ্রীবাস। মাংসের জোগাড় ওরা করে নিয়েছে হুজুর। খরগোশ মেরেছে একগাদা!

মুখার্জী। খরগোশ!

সারী। হঁ গো। মারলম তো! তা—ই বাবুটো—(শূলপাণিকে লক্ষ্য করিয়া) বলে আমাকে দে দুটো। ইটো খেপা বটে। রাঙা-বাবুকে দিব দুটো—আমরা খাব—

মুখার্জী। বেশ, আমাকে দে। রাঙাবাবুর জন্যে যে দুটো রেখেছিস—সে দুটো আমাকে দিয়ে যাস।

সারী। তুমাকে? উঁহুঁ—। রাঙাবাবুর জিনিস দিতে পারে? হেই বাবা!

মুখার্জী। বটে? এতগুলো টাকা দিলাম আমি।

সারী। তবে লে তুর গেল টাকা! ওই লে! ফিরে লে!

(ফেলিয়া দিয়া বলিল)

দেলা—দেলা—বোঁ।

[তাহারা চলিয়া গেল

মুখার্জী। এই সারী এই!

শূল। স্যার!

মুখার্জী। শূলপাণি!

শূল। টাকাটা স্যার!

মুখার্জী। ওটা তুমি নাও। এক কাজ করতে পার?

শূল। হুকুম করুন sir—

মুখার্জী। শ্রীবাস—তুমি নিজের কাজে যাও! যাও!

[শ্রীবাসের প্রস্থান

মুখার্জী। ওই কমল মাঝির নাত্‌নী—ওই সারী মেয়েটাকে—

শূল। এখুনি ধরে আন্‌ছি স্যার চুলের মুঠো ধরে—

মুখার্জী। না—না!

(ধমক দিয়া উঠিলেন)

শূল। আজ্ঞে?

(কিছু না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল)

মুখার্জী। শোন! (কাণে কাণে বলিল)

শূল। (সরস ভাবে বলিয়া উঠিল) Yes sir—

মুখার্জী। Shut up. (শূলপাণি চমকিয়া উঠিল) মুনিব গুলি করে শীকার পড়ে, কুকুর ছুটে গিয়ে মুখে ক'রে তুলে আনে। দেখেছ? ঠিক সেই ভাবে—ঠিক সেই ভাবে। (আরও কয়েকখানা নোট দিয়া) সাঁওতালদের আজ প্রচুর মদ দাও। প্রচুর!

(সিঁড়ি বাহিয়া বাংলোর বারান্দায় উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর মুক্ত বারান্দা

অথবা ছাদের উপর

কাল সন্ধ্যা—রামেশ্বর আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।
নীচে কোথাও রোসনচৌকি বাজিতেছে।

রামেশ্বর। (আবৃত্তি করিতেছেন) অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধা-লিঙ্গন-ধূসরস্তনী—

(সুনীতি প্রবেশ কবিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন)

রামেশ্বর। (চমকিয়া) কে?

সুনীতি। তুমি এখানে একলা কি করছ? আমি খুঁজে সারা হ'য়ে গেলাম।

রামেশ্বর। সুনীতি, চিন্তা করতে করতে মাথার ভিতরটা কেমন করে উঠল। এক খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে রাত্রি কালটা যেন চিরে ফালি ফালি ক'রে দিলে।

সুনীতি। স্ত্রীলোকের চীৎকার?

রামেশ্বর। হ্যাঁ। মনে হ'ল যেন ওই কালিন্দীর ওপার থেকে কে চীৎকার করলে।

সুনীতি। চরে কোন সাঁওতাল মেয়ে চীৎকার ক'রে থাকবে। বুনো জাত—হয় তো স্বামী বা বাপ কি অন্য কেউ ধ'রে মারছে।

রামেশ্বর। সে চীৎকার বুক ফাটানো চীৎকার সুনীতি। আমার হঠাৎ রতিবিলাস মনে প'ড়ে গেল। রুদ্রের ললাটবহ্নিতে মদন পুড়ে ছাই

হ'য়ে গেলেন—রতি ধূলায় লুটিয়ে পড়ে ধূলিধূসরিতা হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন। ঠিক আমার তেমনি মনে হ'ল।

স্থনীতি। না। আজ শুভ দিন, অহীনের বিয়ের উৎসব এখনও শেষ হয় নি, তুমি ওসব মনে ক'রো না।

রামেশ্বর। অদ্ভুত স্থনীতি, অদ্ভুত!

স্থনীতি। কি?

রামেশ্বর। মহাকবিদের কল্পনা। কালের গতিরোধ ক'রে অকালে হ'ল বসন্তোদয়, সম্মুখে রইলেন গৌরী—উমা, তবুও মহাকালের তপো-ভঙ্গ অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল না। নিয়তি ছাড়লে না। মহাকালের ললাটে রোষবহ্নি জলে উঠল। মদন ভস্ম হ'য়ে গেল।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) রামেশ্বর!

স্থনীতি। ও বাড়ীর দাদা আসছেন।

রামেশ্বর। আমি কি ব'লব ইন্দ্রকে? আমি কি ব'লব তাকে? না—না—আমি চল্লাম স্থনীতি!

স্থনীতি। ছি, উনি কি ভাববেন?

রামেশ্বর। না—না। ইন্দ্রকে আমি বলতে পারব না। পারব না। ওকে বলো আমার শরীর অসুস্থ!

[প্রস্থান

স্থনীতি। ওগো! ছি—ছি—ছি! ওগো—।

(অনুসরণ)

(কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্ররায় ও মিত্তিরের প্রবেশ)

মিত্তির। যোগেশ মজুমদার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের ওখানে গেছ্‌ল। আপনি এ বাড়ীতে আছেন শুনে আমার সঙ্গে এসছে।

ইন্দ্র। যোগেশ মজুমদার?

মিত্তির। আজ্ঞে। বোধহয় কলের ব্যাপার নিয়ে কলের মালিক পাঠিয়েছে!

ইন্দ্র। হ্যাঁ, যোগেশ এখন কলের ম্যানেজার—ঐ এক ভুল ক'রেছি!—কলের মালিকের মতিগতি ভাল নয়। আচ্ছা এইখানেই ডাক তাকে।

[মিত্তিরের প্রস্থান

(যোগেশর প্রবেশ)

যোগেশ। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এলাম।

ইন্দ্র। শ্রী এখন বিগত যোগেশচন্দ্র—অবশিষ্ট এখন চরণ! সুতরাং কথাটা তোমার বিনয় বলেই ধ'রে নিলাম। এখন আসল বক্তব্য কি বল?

যোগেশ। মুখার্জী সায়েব একবার আপনার কাছেই পাঠালেন।

ইন্দ্র। বল।

যোগেশ। আজ্ঞে! আজ্ঞে, আমাকে যেন অপরাধী করবেন না।

ইন্দ্র। (হাসিয়া) অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে এটি তোমার প্রাণামবাণ প্রয়োগ, কেমন যোগেশ?

যোগেশ। আজ্ঞে হুজুর, আমি চাকর!

ইন্দ্র। দূত চিরকালই অবধ্য! নির্ভয়ে তুমি মুখার্জীসায়েবের বক্তব্য ব্যক্ত কর।

যোগেশ। উনি পত্রই লিখছিলেন আপনাকে। শেষে মত পাল্টে আমাকেই পাঠালেন। কথাটা চরের সাঁওতালদের নিয়ে। সাঁওতালদের যদি আপনারা আটক করেন, তাহ'লে তাঁর কল কেমন ক'রে চলে তা ছাড়া—

ইন্দ্র। তা ছাড়া?

যোগেশ। সাঁওতালরা এখন আর আপনাদের প্রজাও নয়!

ইন্দ্র। প্রজা নয়? মানে?

যোগেশ। আপনার অধীনে সাঁওতালদের যে প্রজাইস্বত্ব, সে স্বত্ব মুখার্জীসাহেব কিনেছেন।

ইন্দ্র। কিনেছেন?

যোগেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। সাঁওতালদের কাছে ধান বাকীর পাওনায় রংলাল চাষী ওদের কাছে গোপনে খৎ করে নিয়েছিল। বিক্রী কোবালা!—রংলালের কাছে মুখার্জী সায়েবেরও অনেক টাকা পাওনা ছিল। সেই পাওনা বাবদ, রংলালের কাছ থেকে কিনেছেন মুখার্জী সায়েব। সাঁওতালরা এখন ব'সে আছে মুখার্জী সায়েবের প্রজাই স্বত্বের জমির ওপর। তারা এখন মুখার্জীসায়েবের প্রজা!

ইন্দ্র। বটে? আচ্ছা, তারপর?

যোগেশ। আজ্ঞে, এর পরও যদি আপনারা—সাঁওতালদের আটক করেন, তাহ'লে কি ক'রে চলে বলুন?

ইন্দ্র। মিত্তির!

(মিত্তিরের প্রবেশ)

মিত্তির। আজ্ঞে?

ইন্দ্র। চরের সাঁওতালদের কি আটক করা হয়েছে কোন কারণে?

মিত্তির। আজ্ঞে না, আটক করতে যাব কেন? চরে জামাই-বাবুদের যে খাস্ জমি আছে, সে জমি ওরাই ভাগে করে। সে জমির ধান এখনও পর্য্যন্ত কাটে নি। তাই, আজ কাটতে বাধ্য করা হয়েছে!

যোগেশ। যারা ভাগীদার নয়, তাদেরও আপনারা বেগার ধ'রেছেন খাসের জমীর ধান কাটবার জন্যে!

ইন্দ্র। হুঁ। তারপর মুখার্জীসায়েবের কি বক্তব্য?

যোগেশ। আজ্ঞে, আমাদের কুলী আটক করে বেগার নিতে গেলে

কি ক'রে চলবে বলুন ? তাছাড়া ভেবে দেখুন—বেগার প্রথাটাও হ'ল বে-আইনি।

ইন্দ্র। ও! আইন! আইনের কথাটা আমার স্মরণ ছিল না। তা আইনে কি আছে শুনি ?

যোগেশ। আজ্ঞে ?

ইন্দ্র। তোমার মুখার্জী সায়েবকে ব'লো—আমাদের বেগার ধরার অভ্যেস অনেক দিনের। কেউ ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায় ? বেগার আমরা চিরকালই ধ'রেছি! যত দিন আমরা থাক্‌বো, ততদিন ধ'রবো—এই কথাটাই তোমার সায়েবকে জানিয়ে দিও !

যোগেশ। তাহ'লে এই গিয়ে বলবো ? কিন্তু ঝগড়া বিবাদটা না হ'লেই ভাল হ'ত বাবু !

ইন্দ্র। জান তো যোগেশ, আগেকার কালে, এক রাজা অন্য রাজার কাছে দূত পাঠাতেন, সোনার শেকল—আর খোলা তলোয়ার নিয়ে আসত সে দূত। যেটা হোক একটা নিতে হ'ত। তা—তোমার মুখার্জীসায়েবকে বোলো—আমি খোলা তলোয়ারখানাই নিলাম।

যোগেশ। তাহ'লে আমি যাই বাবু !

ইন্দ্র। এস।

[যোগেশের প্রস্থান

শুন্‌লে সব ?

মিত্তির। আজ্ঞে হ্যাঁ !

ইন্দ্র। কিন্তু, এ সন্ধানটা রাখা আমাদের উচিত ছিল।

মিত্তির। আজ্ঞে, শ্রীবাস্ যে সাঁওতালদের জমি কিনেছে, এটা আমি জানতাম! কিন্তু, তাতে আর কি ব'লব ? কেনা-বেচায় আমাদেরই লাভ। খারিজ ফি আসে। কিন্তু মুখার্জীসায়েব যে শ্রীবাসকে দেনা দিয়ে বেঁধেছেন, তা জানতে পারি নি !

ইন্দ্র। খারিজ ফি'র লোভে আমরা ধর্ম্মে অবহেলা ক'রেছি। ওইটেই আমাদের পাপ! যাক্, এখন শোন; দু'তিন দিনের মধ্যেই যত শীগ্‌গির হয়—আমাদের ভাগের জমি দখল নাও। নইলে, চরে ঢোকবার পথ থাকবে না। আর, কালিন্দীর গর্ভে বাঁধ দিয়ে যে পাম্পটা বসিয়েছে মুখুজ্যে, সেটাও তুলে দাও। চর বন্দোবস্তের সঙ্গে নদীর কোন সম্বন্ধ নেই।

মিত্তির। হরিশ, নবীন, এদের রাত্রেই পাঠাচ্ছি লোকের জন্যে। কাল লোক আসুক, পরশু সকালেই আমরা দখল নেব জমি।

ইন্দ্র। সাবধান, যেন মাথা হেঁট ক'রে ফিরে আসতে না হয়। আর একটা কথা, দখল ক'রেই সঙ্গে সঙ্গেই লোক পাঠাবে সদরে। কোন মতে মুখুজ্যে যেন আগে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে না পারে।

মিত্তির। ওরা কিন্তু মোটরে ক'রে লোক পাঠাবে। মোটর লরী র'য়েছে কলে।

ইন্দ্র। মোটর লরী! মোটর লরী!—সদরে যাবার পথে, গাঁয়ের শেষে যে সাঁকোটা আছে মিত্তির—লরী যাতে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা কর। [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ী সংলগ্ন বাগান

(অহীন বসিয়া আছে বই হাতে। একটি টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে। সুনীতি ও মানদা আসিয়া দাঁড়াইল।)

মানদা। এই দেখুন মা, আজকের দিন কত সাধ আহ্লাদের দিন—এই দিনে দাদাবাবুর কাজ দেখুন। একখানা বই নিয়ে বসে আছেন। এলাম যদি তো মানুষের খেয়ালই নাই। কি যে ঐ কালির হিজিবিজির মধ্যে আছে—কে জানে বাপু।

(অহীন মুখ তুলিয়া চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

অহীন। মা!

সুনীতি। ওঠ বাবা, আজ যে ফুলশয্যা!

অহীন। বড় ভাল বই মা। পড়তে বসলে ছাড়া যায় না।

সুনীতি। কি বই রে!

মানদা। এই হ'ল! মা বেটায় এইবার আর এক প্রহর বকবেন! আচ্ছা।

[প্রস্থান

অহীন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা। শাস্ত্রের মত মহৎ। জাতিতে তিনি জার্ম্মান! পৃথিবীর এই যে ছোট বড় ভেদ, অসংখ্য কোটী লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস—এই নিয়ে পৃথিবীর যে অশান্তি—দ্বন্দ্ব এরই তিনি কারণ নির্ণয় করেছেন। নিবারণের পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

সুনীতি। তবে সে উপায় কেন মানুষ নেয় না অহি।

অহীন। একদল মানুষ তাতে বাধা দিচ্ছে মা। তারাই তো পৃথিবীতে সব চেয়ে শক্তিশালীর দল এখন। ধনীর দল—রাজার দল জমিদারের দল! ঐ চরটার দিকে তাকিয়ে দেখ না মা—সাঁওতালেরা বন কেটে করলে চাষ, চাষীরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্রীবাস ধান দাদন দিয়ে তাদের জমি কিনে নিলে। শ্রীবাসকে টাকা ধার দিয়ে মুখুজ্জে সায়েব কিনছেন সমস্ত চর। শত শত মানুষকে বঞ্চিত করে একটা মানুষ হ'ল চরের মালিক; কিন্তু এ সব মানুষের তো মুখার্জী সায়েবের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি নাই।

সুনীতি। চর নিয়ে যে আবার বিরোধ বাধল বাবা!

অহীন। সে তো বাধবেই মা। এক দিকে জমিদার—অন্য দিকে মহাজন! এ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কেউ তো পিছু হটবে না।

সুনীতি। কি হবে?

অহীন। কি হবে? জমিদারদের গায়েও আঁচড় লাগবে না, মহাজনের গায়েও আঁচড় লাগবে না। বাগ্দী লাঠিয়ালের মাথা ভাঙ্গবে, ভোজপুরী দারোয়ান জখম হবে, সাঁওতালেরা উৎসন্ন যাবে।

সুনীতি। না! ও চরে আমার কাজ নেই অহীন—ওটা তুই তোর শ্বশুরকে বলে বিক্রি ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা কর! ও চরটা—ঘোরে, আমার বাড়ীকে পাক দিয়ে ঘোরে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। চক্রাকারে ঘোরে—যেন একটা চক্রান্ত!

অহীন। ও তোমার মনের ভুল মা।

রামেশ্বর। (নেপথ্যে) ওই কলওয়ালাটার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনা যায় না ইন্দ্র? অথবা সর্ব্বরক্ষাব কাছে বলি!

সুনীতি। কি হ'ল? কি হ'ল?

[প্রস্থান

অহীন। বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্ব্বরী—দেখা দিবে রাজদণ্ড রূপে!

(মানদা ও উমার প্রবেশ)

মানদা। এই নাও, শিবের তপিস্যে ভাঙাতে পার তো ভাঙাও।

[মানদার প্রস্থান

অহীন। এই মানদা!

উমা। মানদা খুব বেঁচে গেছে। আবার আসে ও?

অহীন। কেন?

উমা। শিবের তপস্যা ভঙ্গ ক'রে মদন ভস্ম হয়েছিলেন, তোমার তপস্যা ভঙ্গ করার জন্যে মানদা অন্ততঃ মাথায় একটা চাঁটীও তো খেতে পারত।

অহীন। উহুঁ—একালে শিবেরা অর্থাৎ অহীন্দ্রেরা দস্তুর মত কলেজে

পড়েছে, কাব্য চর্চ্চা করেছে, তপোভঙ্গ ক'রে উমাকে সম্মুখে আনার অপরাধে মানদা চাঁটি খেতো না, রীতিমত পুরস্কার পেতো।

উমা। যাক্, ভরসা পেলাম। মদন ভস্মের পর উমাকে লজ্জিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। এ যুগের উমাকে সে লজ্জা পেতে হবে না।

অহীন। তুমি আমার উপর অবিচার করছ উমা!

উমা। অবিচার বৈ কি। সন্ধ্যে থেকে ফুলের গয়নায় সেজে বসে রইলাম, আর তুমি বই পড়তে লাগলে। আমার ইচ্ছে করছিল এগুলো ছিঁড়ে ফেলে দি!

অহীন। (আলোটা নিভাইয়া দিল) বল তো, এইবার, চারখানা দেওয়ালের মধ্যে এমন মধুর হ'তে পারত আমাদের মিলন! দেখতো কেমন জ্যোৎস্না! কালিন্দীর ওপারের চরটার দিকে তাকিয়ে দেখ তো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে চরটা! বস এইখানে ব'স।

উমা। আমাকে কিন্তু কাল চরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

অহীন। চলনা আজই যাই চুপি-চুপি!

উমা। উঁহুঁ—রাত্রে নয়, দিনের বেলা যাব, নইলে ভাল করে দেখা হবে না সেই মেয়েটাকে।

অহীন। কাকে? কোন্ মেয়েটাকে?

উমা। যে মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে তোমাকে বারণ করেছিল! তাকে দেখব আমি। হ্যাঁ গা—সত্যি?

অহীন। আমার পূজারিণীদলের সে শ্রেষ্ঠা। তার নাম সারী। চঞ্চলা মুখরা। সেদিন চরের উপর অমল বললে তোমায় পড়াবার কথা। সে ভাবলে অমল আমাকে তোমায় বিয়ে করতে বলছে। বললে—না না—তুমি ওকে বিয়ে করো না। সেই তো হ'ল বিয়ের কথার সূত্রপাত!

উমা। মেয়েটা নিশ্চয় তোমাকে ভালবাসে। না?

অহীন। হয় তো বাসে! (হাসিল)

উমা। আর তুমি?

অহীন। আমি?

উমা। হ্যাঁ তুমি? তুমিও বাস? (হাসিল)

অহীন। যদি বলি বাসি!!

উমা। দূর—সায়েব কি কখনও সাঁওতালনীকে ভালবাসতে পারে?

অহীন। সারীকে আমি সত্যিই স্নেহ করি উমা। তার জীবনে কোন গুণের গন্ধ নেই, বর্ব্বর, বন্য, রঙ কালো, সে হল অপরাজিতা ফুল। সকল ফুলের কাছেই পরাজয় তার—তবু তার নাম অপরাজিতা।

উমা। আর আমি? আমি বুঝি শিমূল ফুল?

অহীন। না। তুমি ফুল নও, তুমি মালা। ফুলের নয়, মণিমুক্তারও নয়। সপ্তদশ বসন্তের একগাছি মালা। (তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া নিজের গলায় জড়াইতে গিয়া) বাঃ এ গহনাটি তো চমৎকার। এ তো কঙ্কণ?

উমা। হ্যাঁ।

অহীন। চমৎকার গড়ন! এমন গড়ন আজকাল তো দেখা যায় না! (অপর হাতখানি দেখিয়া) কই এ হাতে কই? কঙ্কণ তো দু' হাতেই পরে।

উমা। ও একটাই। আর একটা নেই। সেই জন্যে মা বলেছিলেন —ও দিতে হবে না। দেবে তো জোড়া গড়িয়ে দাও। বাবা বললেন— না। জোড় গড়ালে জোড় হয় তো মিলবে—কিন্তু সে মিল তো সত্যিকারের মিল হবে না।

অহীন। (উমার মুখের দিকে চাহিল) উমা তবে কি—তবে কি—

উমা। হ্যাঁ।

অহীন। এই সেই কঙ্কণ আমার বড়মায়ের কঙ্কণ, চক্রবর্ত্তীবাড়ীর বধূবরণের মাঙ্গলিক আভরণ!

উমা। হ্যাঁ। বাবা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন চরে। বাবা বললেন—ও একগাছিই থাক্—যদি কোনদিন অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়—ওর জোড় আপনিই ফিরে আসবে!

অহীন। (উমার কঙ্কণশোভিত হাতখানি কপালে ঠেকাইল) হয় তো পাওয়া যাবে—চরের আর এক প্রান্তে—কালিন্দীর পলিমাটির তলায়; কালিন্দী তাকে লুকিয়ে রেখেছে। হয় তো সেদিন খুঁজে পাব পলিমাটির বুকে আঁকা তাঁর পায়ের ছাপ—ঘাসের লতার জঙ্গলের আবরণের মধ্যে।

উমা। চুপ কর, ওসব কথা আজ থাক।

অহীন। থাকবে? না। আজ তোমাকেও আমাকে উপলক্ষ করে কতকাল পরে রায়বাড়ী চক্রবর্ত্তীবাড়ীর মিলন হল—আজ বড়মায়ের কথাই তো বড় কথা। জান কতদিন আমার মনে হয়েছে—ওই চরটার মধ্যেই খুঁজে পাব বড়মায়ের সন্ধান! আমি যে ওই চরটার দিকে ছুটে যাই—তার কারণ শুধু এই। চরটা যেন টানে আমায়। মিথ্যে খোঁজা জানি, তবু ওখানে গিয়ে খুঁজি মানুষের পায়ের ছাপ! মা বলেন,—তাঁর মনে হয় চরটা যেন ঘোরে—চক্রবর্ত্তীবাড়ীকে পাক দিয়ে ঘোরে। মানুষের মনের আবেগকে আশ্রয় ক'রে এমনি করেই কত বিশ্বাস গড়ে ওঠে। হোক মিথ্যে—তবু তাকে অস্বীকার করা যায় না। দাদা গেলেন দ্বীপান্তর ওই চরের জন্যে। ওই চরই অনিবার্য্য করতে তোমার আমার মিলন। নইলে—

উমা। নইলে?

অহীন। থাক উমা, সে কথা থাক।

উমা। না। নইলে বলে কি বলেছিলে বল তুমি।

অহীন। হয় তো শুনে হাসবে, অথবা অভিমান করবে।

উমা। তবু বল তুমি।

অহীন। নইলে আমার তো সংকল্প ছিল উমা—জীবনে আমি একাই থাক্‌ব। বিবাহ করব না।

উমা। কেন?

অহীন। (হাসিয়া) এই দেখ, বোকা মেয়েব মত জিজ্ঞাসা করে দেখ। ভেবেছিলাম—বুদ্ধদেব, কিংবা চৈতন্যদেব, কি শঙ্কবাচার্য্য মানে অহীন্দ্রদেব কি অহীন্দ্রাচার্য্য এমনি কিছু একটা হব আর কি! নিদেন এযুগের সুভাষচন্দ্রেব মত তারুণ্যের প্রতীক—যা বাংলা দেশের ন'শো নিরেনব্বুইটা ছেলে ভাবে।

উমা। (সে এবাব হাসিল) হ্যাঁ। পথ দিয়ে চলে যাবে নবীন সন্ন্যাসী—ত্যাগী বীর—বাজপথেব দু'পাশের দোতলা তেতলাব জানালা খুলে যাবে। তরুণীদের চোখে ফুটে উঠবে মুগ্ধ বিস্ময়—বুকে জাগবে বেদনার আবেগ, মুখে তারা বলবে—হায় বে, কোন হতভাগী, তুই বেঁধে রাখতে পারলি না জীবনের সর্ব্বস্বকে, প্রত্যাখ্যান করলি সাপের মাথার মণিকে—কাঁচের টুক্‌রোর ঝলমলানিতে ভুলে। তোমরা এযুগের তরুণরা এমনি বটে। (চমকিয়া উঠিল) কে? কে—ওখানে? ওগো দেখেছ—ওই দেখ—(অহীনকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইল)

অহীন। কে? তাইতো! কে ওখানে? কে?

(অগ্রসর হইয়া গেল)

অহীন। কে? কমল?

কমল। (ভগ্নস্বরে) রাঙাবাবু!

অহীন। কি—কমল? এই রাত্রে এমনভাবে লুকিয়ে চোরের মত?

কমল। রাঙাবাবু!

অহীন। তুমি কাঁদছ কমল?

(কমল এবার অহীনের পায়ে লুটাইয়া পড়িল)

কমল। রাঙাবাবু! আমি দেশ ছেড়ে চলে যেছি গো! আমার সর্ব্বনাশ হ'ল গো!

অহীন। কমল! ওঠ কমল! কি হয়েছে বল!

কমল। আমার সারী—আমার লাতিন—আমার সারী—রাঙাবাবু গো—আমার সর্ব্বনাশ হ'ল।

অহীন। সারী? কমল, কি বলছ? সারী কি হল? সারী মরেছে?

কমল। বাবু গো! মলে যে আমি বুক ফাটায়ে কাঁদতাম—ঠাকুরকে ডাকতম—তবু মনে মনে সুখ হ'ত—ঠাকুর লিলে আমার সারীকে! ওই কলওয়ালা—ওই সাহেবটো—ওই চরের মালিকটো—রাঙাবাবু গো আমার সারীকে—আমার লাতিনকে কেড়ে লিলে?

অহীন। কলওয়ালা সারীকে কেড়ে নিলে?

কমল। হাঁ বাবু। রাতের কালে তুলে লিয়ে গেল! মাঝিদিগে টাকা দিলে, মদ দিলে, মাঝিরা বুললে—সারী লিজে গেল সায়েবের দোষটো কি? সারী চেঁচালে না কেনে? ডগরুটো খেপে চলে গেল কুথা, আমি লাজে আঁধারে আঁধারে পালিয়ে যেছি। তুমি রাঙাবাবু—তুমাকে দেখলম বাগানের ধার থেকে—তাই এলম পেনাম করতে!

অহীন। ওঠ, চল থানায় যাবে, চল আমার সঙ্গে।

কমল। না। তা লারব। ছি! তা লারব! উরা বুলবে—সারী গেল লিজে গয়নার লেগে, কাপড়ের লেগে—ছি! তা লারব।

অহীন। কমল, তা হ'লে তীর ধনুক—টাঙ্গি নিয়ে চল্—ডগরুকে ডাক, আমি তোদের সঙ্গে যাব। উমা, উপরের ঘর থেকে বন্দুকটা আন তো। আন তো বন্দুকটা।

উমা। কি বলছ তুমি? না।

কমল। না রাঙাবাবু, না। তু পারবি না, আমি পারব না, ভগরু পারবে না। উ সায়েবটো—তু জানিস না রাঙাবাবু—তু জানিস না—উ একটো দানো বটে—উ একটো দত্যি বটে।

অহীন। তবে বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—আমার সম্মুখ থেকে তুই বেরিয়ে যা। কাপুরুষ কোথাকার—কেন তুই কাঁদতে এসেছিস আমার সামনে? যা—যা—তুই চলে যা—

কমল। (সভয়ে) যাচ্ছি বাবু আমি যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি আমি। দুকানদারটো মিছে দেনার দায়ে জমি লিখে লিলে, সায়েব সারীকে লিলে, মাঝিরা পতিত করলে—আমি চলে যাচ্ছি। আমি চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

(অহীন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

উমা। ওগো। তুমি এমন করে চেয়ে থেকো না। বস তুমি বস।

অহীন। আমার মনে হচ্ছে উমা—আমার রক্তের মধ্যে, আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলছে। রক্তে যেন আমার আগুন ধরে গেছে। উঃ—উঃ!

উমা। বস তুমি—আমি তোমায় বাতাস করি।

অহীন। বাতাসে এ আগুন নেভে না উমা। বাতাসে নেভে না—জলে নেভে না—উঃ!

উমা। মা—মা। (অগ্রসর হইল)

অহীন। (তাহাকে ধরিয়া বাধা দিল) না। মাকে ডেকো না! তুমি উপর থেকে বন্দুকটা ফেলে দাও জানালা দিয়ে। আমি ওই কলওয়ালাকে গুলি ক'রে মারব।

উমা। না—না। ওগো! না।

অহীন। আমারই ভুল। বন্দুক তো নেই। দাদা ননীপালকে গুলি করে মেরেছিলেন, পুলিশ বন্দুক সিজ্ করে নিয়ে গেছে। বন্দুক তো নেই।

(বসিল)

উমা। তুমি শান্ত হও। স্থির হও! জল আনব?

অহীন। না! উমা, আমি ক্ষমা করতে পারব না। ভগবানের দূত বারবার এসে বলে গেল ক্ষমা করতে মানুষকে, ভালবাসতে মানুষকে! তাঁদের নমস্কার করে বলছি—মানতে পারব না তোমাদের কথা। যারা মানুষ হয়ে মানুষের সর্বনাশ করলে, অসহনীয় অত্যাচার করলে—তাদের ক্ষমা করতে আমি পারব না।

উমা। কি করবে? এ অত্যাচার—এ অবিচার—

অহীন। এর পথ রোধ করে আমি দাঁড়াব। উমা আমি পথ পেয়েছি! এই মুহূর্তে আমায় যেতে হবে—

উমা। কোথায়?

অহীন। ফিরিয়ে আনতে হবে কমলকে—খুঁজে আনতে হবে ভগরুকে—তারপর ডাক দেব ওই মাঝিদের। ওই মূঢ় মূক ভীরু মানুষদের জাগিয়ে তুলতে হবে। মুখে ফোটাতে হবে প্রতিবাদের ভাষা, চোখে ফোটাতে হবে বুকের আগুন। আমি যাব।

উমা। সে কি?

অহীন। হ্যাঁ। তাই। উমা তোমায় আমি বলিনি। বলতে বলতে গোপন করেছি। আমি কিছু আগে বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছিলাম, তারপর—(ম্লান হাসিয়া) তোমায় বিবাহ করলাম—ভাবলাম, ছেড়ে দেব সব সংস্রব। কিন্তু না—কমল বলে গেল—ওপারের চর হতে সারীর বুকের বেদনা আমায় বলছে রাঙাবাবু—রাঙাবাবু কি হবে—আমাদের

কি হবে? আমার যেতে হবে উমা—আমায় যেতে হবে। তুমি আমায় বিদায় দাও।

(উমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

তুমি বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মেয়ে উমা।

উমা। যাও, তবে তুমি যাও! বাধা দেব না আমি!

(প্রণাম করিল)

অহীন। দুঃখকে জয় করো। তোমার অশ্রুব মুক্তায় মুক্তায় আমার জয়মাল্য রচিত হোক, তোমাব প্রেমের প্রদীপ আমাব অন্ধকার পথ আলো করুক! আমি যাই! (অগ্রসব হইল)

উমা। না।

অহীন। উমা! (ফিরিল)

উমা। ওগো বাধা দিতে আমি চাই না। কিন্তু -

অহীন। তবু কিন্তু কি উমা?

উমা। আজ যে আমাদের ফুলশয্যা গো! শুভবাত্রি—জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার লগ্ন—

(সে বুকে আসিয়া মাথা রাখিল)

অহীন। ও! আজ ফুলশয্যা, শুভরাত্রি! হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আজ নহবতে বাঁশী বেজেছিল। তার রেশ যেন এখনও বাজছে। (উমার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিল) তোমার অঙ্গভরা ফুলের আভরণ থেকে মদির গন্ধ উঠছে! আজ আমাদের ফুলশয্যা। শুভরাত্রি!

উমা। আজ যেয়ো না তুমি। আজ রাত্রিটি থাক্! ওগো—!

(কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিবার পর)

অহীন। রাত্রি যে শেষ হয়ে এল উমা। এইবার আমায় বিদায় দাও। ওই দেখ আকাশের অগ্নিকোণে ধ্বক্ ধ্বক্ করে জলতে জলতে

উঠে আসছে শুকতারা! দেখ উমা! আমায় বিদায় দাও। আমার যাত্রার লগ্ন বয়ে যাচ্ছে!

(উমা তাহাকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল,
অহীন অগ্রসর হইল)

উমা। আর একটা কথা বলে যাও—কি বলব আমি—

(অহীন ঘুরিয়া দাঁড়াইল)

বলে যাও এই সকালে তোমার মা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, আমার মা, আমার বাবা, আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, কুটম্ব আত্মীয় যখন প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইবে—কি বলব আমি?

অহীন। বলো—। না, আমার সকল কথা গোপন রাখতে হবে উমা! কাউকে বলো না।

উমা। কিন্তু কি বলব?

অহীন। বলবে? উমা, বলবে—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বলবে তোমার উপর অভিমান ক'রে—রাগ ক'রে আমি দেশত্যাগী হয়েছি। [প্রস্থান

উমা। আমার উপর অভিমান ক'রে, আমার উপর রাগ ক'রে সে দেশত্যাগী হয়েছে। উঃ—এ মুখ আমি দেখাব কেমন করে?

(সে বসিবার আসনে লুটাইয়া পড়িল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুখার্জীর বাংলোর বারান্দা

(উত্তেজিত মুখার্জী পায়চারী করিতেছেন। অচিন্ত্য শঙ্কিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন)

মুখার্জী। A curse! A damnable curse—this labour movement! Professional loafer এর দল, কুলিদের ক্ষেপিয়ে কিছু উপার্জ্জন করতে চায়!

অচিন্ত্য। আজ্ঞে না sir, loafer নয়, অহীন্দ্র এদের leader—

মুখার্জী। Shut up you buffoon! Loafer নয়? What is অহীন্দ্র? সর্ব্বস্বান্ত জমিদার—তার ছেলে, loafer নয় তো কি? ওদের আর আছে কি? আমার সঙ্গে মামলা করবে? They have already been ruined! মামলার রায় বেরুবার অপেক্ষা।

অচিন্ত্য। No sir, তা হ'লেও অহীন্দ্র loafer নয়। He is a brilliant boy with a big heart। He has stood—

মুখার্জী। Will you stop? তুমি জান এদের demand কি? Did you ask your brilliant boy?

অচিন্ত্য। Yes sir.

মুখার্জী। কি চায়?

অচিন্ত্য। সাঁওতালদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে।

মুখার্জী। সাঁওতালদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুখার্জী। তার পর?

অচিন্ত্য। তারপর Sir, সেটা বড় লজ্জার কথা—অত্যন্ত লজ্জার কথা—যদিও আমি আপনার চাকরি করি—তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি—অত্যন্ত লজ্জার কথা।

মুখার্জী। লজ্জার কথা? What's that? I see; সারী মেয়েটার কথা?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুখার্জী। I see. তারপর? অন্য সাঁওতালেরা—কুলীরা? তারা কি চায়?

অচিন্ত্য। ওরে বাপরে! তাদেব দাবীর আর অন্ত নেই স্যার! অনেক। ইয়া লম্বা ফিরিস্তি।

মুখার্জী। তুমি যাও, ওদের বলে এস, ওই সব কলকাতার বাবুদের কথায় ভুললে ওদেব সর্ব্বনাশ হবে!

অচিন্ত্য। ওরা মানবে না স্যার।

মুখার্জী। মানবে না?

অচিন্ত্য। না স্যার। ওরা ক্ষেপেছে। সেই ভীষণদর্শন কমলমাঝি ফিরে এসেছে—

মুখার্জী। কমল মাঝি—?

অচিন্ত্য। হ্যাঁ স্যার। শুধু সেই নয়, সেই ডগরু, অজগড় মেরেছিল সারীর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল, সে এসেছে—

মুখার্জী। বিচিত্র যোগাযোগ—কে ফেরালে এদের? অহীন্দ্র, না! সে ফিরেছে কাল সন্ধ্যায়, আজ সকালে তুমি খবর দিচ্ছ এরা ফিরেছে।

অচিন্ত্য। তা জানি না স্যার, তবে অহীন্দ্রই ওদের লীডার।

মুখার্জী। তুমি থানায় যাও এক্ষুনি—

অচিন্ত্য। তার চেয়ে স্যার মিটমাট করে ফেলুন।

মুখার্জী। কি?

অচিন্ত্য। মিটমাট করুন স্যার। অহীন্দ্র ভয়ানক তেজস্বী—He is a brilliant boy—He is honest. সে কখনও অন্যায় করে না— (যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। সমস্ত মামলায় জমিদার হেরেছে! আমরা জিতেছি হুজুর! রায় হয়ে গেছে! আমাব দু'হাজার টাকা খরচার ডিক্রীও পেয়েছি!

মুখার্জী। Good! আমি এ জানতাম মজুমদার!

যোগেশ। কিন্তু এসব কি স্যার? মিল বন্ধ—কুলিবা চেঁচাচ্ছে—

মুখার্জী। বলছি তার আগে এই লোকটাকে, এই Bafoon টাকে সমস্ত মাইনে মিটিয়ে Mill area থেকে দূর করে দিন।

অচিন্ত্য। আঃ বাঁচলাম স্যাব বাঁচলাম! May you live long sir—দীর্ঘজীবি হোন আপনি। That great soal—brilliant boy অহীন্দ্র—তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হ'ত। তা থেকে আমি বাঁচলাম! চলুন যোগেশবাবু।

মুখার্জী। একটি পয়সা মাইনে ওকে দেবেন না মজুমদাব। ওকে শুধু ঘাড় ধরে বের করে দিন। [প্রস্থান

অচিন্ত্য। ভগবান আপনার বিচার করুন স্যার। আমি তাতেও কিছু বলব না।

মজুমদার। আপনি চর থেকে চলে যান—অচিন্ত্যবাবু—এক্ষুনি এই মুহুর্ত্তে!

(আঙ্গুল দেখাইলেন—অচিন্ত্যবাবুর পিছন পিছন প্রস্থান করিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চর

সারী বসিয়া গান গাহিতেছে—সে যেন কাঁদিতেছে।

অহীন প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখে তাহার ক্রুদ্ধদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। সারী গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া চাহিল এবং শঙ্কায় অর্দ্ধপথেই প্রায় গান বন্ধ করিয়া সভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অহীন। মরতে পারিস নি? আজও বেঁচে আছিস?

সারী। (সকাতরে) রাঙাবাবু, রাঙাবাবু গো!

অহীন। তোরাও ছলনা করতে জানিস? চোখ পর্য্যন্ত ছল ছল করছে তোর? নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে, সরে যা—সরে যা আমার সুমুখ থেকে!

সারী। ওগো রাঙাবাবু—বুড়া আমাকে ফেলে চল্যা গেলো গো!

অহীন। যাবে না? তুই কলওয়ালার বাংলোয় থাকিস! তার দেওয়া দামী কাপড় তোর পরনে। সে কেমন ক'রে সইবে এ অপমান?

সারী। আমি কি করব? আমাকে ধরে লিয়ে গেলো। মাঝিরা মদ খেয়ে পড়ে রইল। ঘরের ভিতর আমার বুকের কাছে—বন্দুকটো ধরলে। আমি কাঁদলম। ডাকলম। কেউ এলি না তুরা। আমি কি করব?

অহীন। তুই মরলিনে কেন? গলায় দড়ি দিলিনে কেন? বিষ খেলিনে কেন? তুই কলওয়ালার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলি না কেন?

সারী। ভয় লাগে, ডর করে, ওগো—বাবু—মরতে লারলম, ভয় লাগল। সি নোকটা বাবু—আমাকে কাঁড়ার চাবুকে ক'রে মারে, বন্দুকটো পাশে লিয়ে ঘুমায়—আমি লারলম বাবু!

(অহীন মাথা হেঁট করিয়া রহিল)

অহীন। বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে!

সারী। (এবার তাহার পায়ে পড়িল) রাঙাবাবু—আমাকে ইখান থেকে লিয়ে চল গো আপুনি! আপনার বউয়ের ঝি হব গো আমি! রাঙাবাবু!

(অহীন তাহার হাত ধরিয়া তুলিল)

অহীন। ওঠ! তোর দোষ নাই। দোষ আমাদের, কমলের দোষ—আমার—। (হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল—সারীর হাতে সেই কঙ্কনের জোড়া কঙ্কন দেখিয়া) এ কি? (ভাল করিয়া দেখিয়া) এ কি? এ তুই পেলি কোথায়? সারী! এ কাঁকন তুই কোথায় পেলি? সারী!

সারী। .আমি চুরি করি নাই রাঙাবাবু। ইটা তোদের? তবে আপুনি লে।

অহীন। (দেখিয়া) কোথায় পেলি? এ কাঁকন তুই কোথায় পেলি?

সারী। আমি চুরি করি নাই রাঙাবাবু—কুড়িয়ে পেলম—।

অহীন। কোথায়? কোথায় কুড়িয়ে পেলি?

সারী। লদীর ভাঙনের ভিতর পেলম, মাটির ভিতর ঝিকিমিকি করছিল—মাটি খুড়লম আমি—।

অহীন। মাটির ভিতর ঝিকমিক করছিল—তুই বের করেছিস্?

সারী। হ্যাঁ। মরতে আমি গিয়েছিলম রাঙাবাবু! কালিন্দী বান

এল, ডুবে গেলম মরতে। উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়ালম, ঝাঁপ খেতে যেয়ে দেখলম—এইটো ঝিকিমিকি করছে, মাটি খুঁড়ে হাতে পড়লম। রাঙাবাবু—এই গয়নাটো পরবার সাধে মরতে আর মন লিলে না।

অহীন। মরিস নি তুই, ভালই করেছিস—। কিন্তু—কিন্তু—

সারী। ইটো তুদের বাবু—তুরা লে!

অহীন। এর বদলে তোকে আমি দু'হাতে গয়না গড়িয়ে দেব সারী!

(মুখার্জীর প্রবেশ)

মুখার্জী। My God! এ কি? অহীনবাবু? সারী! I See নির্জ্জন নদীপ্রান্তে সারী এবং সারীর রাঙাবাবু! খাঁটি কাব্য!

সারী। (সভয়ে শিহরিয়া উঠিল) রাঙাবাবু!

অহীন। ভয় নেই সারী, তোর কোন ভয় নেই! মিষ্টার মুখার্জী—ওকে আমি আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

মুখার্জী। বাড়ী নিয়ে যাবেন? Do you like her?

অহীন। Mr. Mookherjee!

মুখার্জী। বেশী চেঁচালে লোক জমবে—অহীনবাবু। তাতে আপনার কলঙ্ক রটবে। আমার অবশ্য ও ভয় নেই। আমরা হচ্ছি চাঁদ—ওটা আমাদের ভূষণ। (হাসিয়া উঠিল)

(অহীন অগ্রসর হইল)

অহীন। Mr. Mookherjee!

মুখার্জী। (এবার একপা পিছাইল, ঈষৎ শঙ্কার সঙ্গে বলিল) অহীনবাবু!

(অহীন আরো অগ্রসর হইল)

মুখার্জী। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিল) অহীন বাবু! মিলে ধর্ম্মঘট হয়েছে আমি নিরস্ত্র হয়ে বের হইনি।

(সারী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পিছন হইতে মাঝখানে দাঁড়াইল)

সারী। না—না—না।

অহীন। (সারীকে ধরিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল) আপনি গুলী করবেন মুখার্জী সায়েব ?

মুখার্জী। এগুলেই গুলি করব ! আর এগুবেন না আপনি।

অহীন। রায়হাটের জমিদার বংশের সঙ্গে চরের চিনির কলের মালিকের যুদ্ধ, আমাকে মোগলের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের কথা মনে কবিয়ে দিচ্ছে, মুখার্জী সায়েব। (হাসিল) মিউটিনির আগে পর্য্যন্ত কিন্তু ইংরেজও পুতুল সম্রাট বংশের গায়ে হাত দিতে সাহস করেনি। মিউটিনির পর অবশ্য সম্রাটেব ছেলেদের গুলি করে মেরেছিল দিল্লীর রাজপথে প্রকাশ্যে। এ চরের যুদ্ধে এখনও সে অবস্থা আসেনি। সম্ভবত আসবেও না। কাল অনেক এগিয়ে গেছে। এ কালে যারা আমাদের ছিঁড়ে ফেলবে—তাবা আপনাকেও বাদ দেবে না। তাবা এই মাটির মানুষের দল। তারা ওই বোধ হয় আসছে।

(সে অগ্রসর হইয়া গিয়া মুখার্জীর হাত ধরিল।)

মুখার্জী। অহীনবাবু।

অহীন। আমাকে গুলি করলে ওরা আপনাকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলবে।

মুখার্জী। কি চান আপনি ? What do you mean.

অহীন। আমি যা চাই—মিলশ্রমিকদের ইউনিয়নের নোটিশে লেখা আছে ! নোটিশ নিশ্চয় পেয়েছেন।

মুখার্জী। ইউনিয়নের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ ? সে ইউনিয়ন আপনি গড়েছেন ? যারা এসে এখানে কাজ করছে—তারা আপনার লোক ?

অহীন। ইউনিয়নের নোটিশের দাবী ছাড়া আরও একটা দাবী

জানাচ্ছি আমি। এই সারীকে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। প্রকাশ্যভাবে মার্জ্জনা চাইতে হবে। (হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থানের জন্য ফিরিল)

মুখার্জী। অহীনবাবু! বলুন কি হ'লে আপনি স'রে দাঁড়াবেন।

অহীন। (ঘুরিয়া) আপনি অতি ইতর মিষ্টার মুখার্জী, মানুষের আত্মাকে আপনি অপমান করেন।

(একটা কাঁড় অর্থাৎ সাঁওতালী তীর আসিয়া মুখার্জীর পাশে পড়িল বা চলিয়া গেল)

মুখার্জী। (লাফাইয়া সরিয়া গিয়া পিস্তল তুলিল নেপথ্যের দিকে) আপনি আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন অহীনবাবু?

(অহীন ঘুরিয়া নেপথ্যের দিকে চাহিয়া বলিল)

অহীন। ডগরু! ডগরু!

(তীর ধনুক হাতে প্রবেশ করিল সারীর সেই বর)

ডগরু। উ আমার সারীকে কেড়ে নিলে—উয়ার আমি জান লিব। তু সরে যা রাঙাবাবু—তু সরে যা!

অহীন। না!

সারী। ডগরু, ডগরু, উ করিস্ না, উ তুকে গুলি মারবে! ড ৰু!

ডগরু। তবে তুর জান লিব আমি। তুর জান লিব।

(ধনুকে তীর যোজনা করিল—সারী ছুটিয়া পলাইল)

সারী। না—না—না—

ডগরু। কুথা পালাবি তু—কুথা পালাবি? (অনুসরণ করিল)

অহীন। ডগরু—ডগরু। (ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তার আগে সে চলিয়া গিয়াছিল, ধরিতে না পারিয়া সেও তাহার অনুসরণ করিল)

মুখার্জী। (পিস্তলটা তুলিল, গুলি করিল। সারীর চীৎকারধ্বনি শোনা গেল)।

ডগরু ও অহীন (নেঃ)। সারী—সারী—

মুখার্জ্জী। ড্রাইভার! ড্রাইভার!

[কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত থাকিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল

(অহীন প্রবেশ করিল, চারিদিকে চাহিয়া মুখার্জ্জীকে খুঁজিল।
ডগরু কোলে করিয়া সারীর দেহ লইয়া প্রবেশ করিল।
চীৎকার করিয়া উঠিল)

ডগরু। বিসরা মহারাজ—বিসরা মহারাজ! রাঙাঠাকুরের লাতি—রাঙাবাবু, বোল একবার বোল—মশাল জ্বালি—আগুন জ্বালাই—মাদল বাজাই। বোল রাঙাবাবু বোল!

অহীন। (হাতে তার সেই কঙ্কণ) জ্বাল—জ্বাল—আগুন জ্বাল! জ্বালা—আগুন জ্বালা! আমি আসছি—এখুনি ফিরে আসছি!

তৃতীয় দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

স্থনীতি ও উমা

স্থনীতি। ছি! ছি! ছি! এ কথা তুমি আগে কেন বল নি মা, আগে কেন বল নি? ছি! ছি! ছি! সর্ব্বনাশা দলে যোগ দিয়েছে অহীন?

উমা। হঁ্যা মা!

স্থনীতি। তাই কি সে এমন পাগলের মত ওপারের কলেদের ধর্ম্মঘট নিয়ে মেতে উঠেছে? ওই ধর্ম্মঘটও কি তাদের দলের কাজ?

উমা। হঁ্যা মা!

স্থনীতি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার অহীন—সোনার অহীন, সেও শেষে এই করলে? উমা! আমি কি করব? অহীন আমার কেন

এমন হ'ল? (নেপথ্যে কোলাহল) উঃ! কি চীৎকার করছে ওরা! যেন পাগল হ'য়ে গেছে। সমস্ত কল-কারখানা বোধ হয় ভেঙ্গে ফেলবে! অহীন আমার একি করলে? মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে একি করলে অহীন? সে তো এমন ছিল না?

উমা। ফুলশয্যার রাত্রে—হঠাৎ কমল মাঝি এসে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ল। বল্‌লে—সারীকে—

সুনীতি। মিলওয়ালা সারীর সর্ব্বনাশ করেছে।

উমা। তিনি যেন পাগল হ'য়ে গেলেন। প্রতিকারের জন্য চলে গেলেন।

সুনীতি। কিন্তু তুমি আমায় কেন বললে না মা?

উমা। তিনি বারণ করলেন—বললেন—

সুনীতি। তাই হতভাগী—তুই আমাদের বললি—সে তোর উপর অভিমান ক'রে ঝগড়া ক'রে চলে গেছে। তোর মা তিরস্কার করলে—আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিটি জন তোর নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'ল—তুই পাথরের মত সহ্য করলি। আমায় কেন বললি নে মা—তুই আমায় কেন বললি নে!

(উমা স্তব্ধ হইয়া মাথা নত করিয়া রহিল।)

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) ভীষণ কাণ্ড! ভয়ানক ব্যাপার! ভয়ঙ্কর ধর্ম্মঘট! বাপরে! বাপরে! বাপরে!

(উমা জানালায় গিয়া দেখিল।)

সুনীতি। কে বউমা? কে কি বলছে?

উমা। অচিন্ত্যবাবু চীৎকার করতে করতে যাচ্ছেন। ধর্ম্মঘটের কথাই বলছেন।

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) Long Live অহীন্দ্র—! হে ভগবান—অহীন্দ্রকে জয়যুক্ত কর! হে ভগবান!

স্নীতি—মানদা—মানদা—ওরে।

প্রস্থান

(বাহিব হইতে শোনা গেল)

ডাক তো—অচিন্ত্যবাবুকে ডাক তো!

(উমা হাসিল)

(অন্যদিক হইতে অহীন্দ্র প্রবেশ করিল)

অহীন। উমা—উমা!

উমা। (ঘুবিয়া দাঁড়াইল) বল।

অহীন। এই নাও উমা—এই নাও। (পকেট হইতে কঙ্কন বাহিব কবিল)

উমা। কি?

অহীন—কঙ্কণ—চক্রবর্ত্তী বাড়ীব বধূববণেব কঙ্কণ, বড়মার কঙ্কণ, ফিবে এসেছে।

উমা। কোথায় পেলে? ওগো কোথায় পেলে?

অহীন। সারী দিয়ে গেছে তোমাকে।

উমা। সাবী?

অহীন।· হ্যাঁ, সাবী! সে একদিন মনেব ক্ষোভে গিয়েছিল ভবা কালিন্দীব বুকে ঝাঁপ দিয়ে মবতে। কূলে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ খেতে গিয়ে তার চোখে পড়ল একটা ভাঙনের মধ্যে ঝক্‌ঝক্ কবছে এই কঙ্কণ। সে কঙ্কণ দেখে মবতে ভুলে গেল—হাতে প'বে ফিবে এল। হয় তো কঙ্কণ তাকে বলে'ছিল—আমাব হাতে পৌছে না দিয়ে তার মুক্তি নাই। সে আজ আমাব হাতে কঙ্কণ দিয়ে মুক্তি পেলে।

উমা। (এতক্ষণ পর্য্যন্ত বুকে চাপিয়া ধবিয়াছিল কঙ্কণটি) এবার (চমকিয়া উঠিল) মুক্তি পেলে? কি বলছ?

অহীন। মুক্তি পেলে—নিষ্কৃতি পেলে—অব্যাহতি পেলে চবমতম লাঞ্ছনা থেকে। সকল জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে জুড়িয়েছে সে হতভাগিণী!

উমা—ওই পাষণ্ড নীতিজ্ঞানহীন—ব্যাভিচারী—ধনী—ওই কলওয়ালা মুখার্জী তাকে গুলি করে মেরেছে !

উমা। গুলি করে মেরেছে ?

অহীন। হ্যাঁ ! এই বার তার পালা। সাঁওতালেরা খেপেছে। আগুন জ্বলে উঠেছে ! তুমি— আমার ছোট সুটকেসটা দাও তো। বড় দরকার। শিগ্‌গির !

উমার প্রস্থান

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। অহীন ?

অহীন। কি মা !—মা ! মা মণি !

সুনীতি। তুই একি সর্ব্বনাশ করলি অহীন ?

অহীন। (চমকিয়া) কি মা ?

সুনীতি। ওরে বউমা আমাকে সব ব'লেছেন। তুই আর আমার কাছে মিথ্যে লুকুতে যাস নে !

অহীন। কি ব'লেছে ?

সুনীতি। তুই সর্ব্বনাশা দলে যোগ দিয়েছিস্। এ ধর্ম্মঘট—

অহীন। উমা ব'লেছে তোমাকে ? আর কাকে ব'লেছে মা ?

সুনীতি। না, আর কাউকে বলে নি। কিন্তু, আমাকে না বলে বউমা বাঁচবে কি ক'রে বল্ ? ওরে, এত দুঃখ সেকি একা সইতে পারে ? আর আমাকেও তো তোর বলা উচিত ছিল বাবা ! ওরে আমি যে তোর মা ! কিন্তু, এই তুই কি করলি বাবা ?

অহীন। দাদা যেদিন হঠাৎ ননীপালকে গুলি ক'রেছিলেন মা, সেদিন তুমি দাদার চেয়েও বেশী কেঁদে ছিলে ননীপালের জন্যে। কেন কেঁদেছিলে মা ?

সুনীতি। অহীন!

অহীন। তোমায় তিরস্কার করি নি মা! তোমাকে কি তিরস্কার করতে পারি আমি? তোমার সন্তান আমি—সেই তো আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য! তোমার আশ্রয় যে বড় সত্য—তাই তো আমি স্থির থাকতে পারি নি মা, এই ব্রত বেছে নিয়েছি।

(ছোট একটি সুটকেশ লইয়া উমার প্রবেশ)

(অহীন তাড়াতাড়ি লইয়া সুটকেশ খুলিয়া পিস্তল বাহির করিয়া পকেটে ফেলিল)

উমা। না—না—না। (অহীনের হাত ধরিল) বারণ করুন মা—বারন করুন! পিস্তল!

সুনীতি। পিস্তল?

অহীন। হ্যাঁ মা, আমি ঐ কলওয়ালাকে খুন করব। মা—সে সারীকে গুলি করে মেরেছে। পথ ছাড়—মা—পথ ছাড়!

সুনীতি। তার আগে—তুই আমাকে গুলি কর, (উমার সম্মুখে আসিয়া) বউমাকে গুলি কর।

অহীন। মা—মা—

সুনীতি। ওরে অহীন—আমি মা হয়ে তোর পায়ে

উমা। (চীৎকার করিয়া সুনীতিকে জড়াইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল) না—না—মা—না!

অহীন। (পিছাইয়া গেল) মা—মা!

সুনীতি। না—না—রে! বলিনি—আমি বলিনি!

অহীন। চক্রবর্ত্তী বাড়ীর তিনপুরুষ পূর্ব্বের বজ্র—

সুনীতি। উমা রক্ষা করেছে বাবা। যা—তুই যা খুশি কর গিয়ে আমি কিছু বলব না।

(অহীন পিস্তল ফেলিয়া দিল)

অহীন। পিস্তল আর ছোঁব না মা! তোমার কাছে কথা দিলাম!

সুনীতি। আর তোর পথ আটকাব না।

[প্রস্থান

অহীন। উমা!

উমা। (ম্লান হাসিয়া) বল?

অহীন। কিছুই কি বলবার নেই তোমার?

উমা। না।

অহীন। তিরস্কার?

উমা। ছিঃ! (প্রণাম করিল)

অহীন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বাঙালীনীর নাম অক্ষয় হ'য়ে থাকবে! [প্রস্থান

উমা। বিংশ শতাব্দীতে অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার নাম। (অহীনের ছবিটা লইয়া) তুমি নিষ্ঠুর—তুমি পাথর—। অক্ষয় নাম নিয়ে কি করব আমি—আমার শূন্য জীবন নামের ফাঁকি দিয়ে কেমন করে পূর্ণ করব আমি?

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) সুনীতি! সুনীতি! চরে পুলিশ এসেছে গুলি চলেছে। অহীন কই? সুনীতি—

সুনীতি। দাদা! * * *

উমা। উঃ মা—গো—! (সশব্দে পড়িয়া গেল)

(মানদা প্রবেশ করিল)

মানদা। বউ দি! এ কি—বউ দি অজ্ঞান হয়ে গেলেন?

(রামেশ্বরের প্রবেশ)

রামেশ্বর। কি হ'ল? কিসের শব্দ?

মানদা। বউ দি অজ্ঞান হয়ে গেছেন বাবা!

রামেশ্বর। অজ্ঞান? উমা—উমা—মা! উমা!

[হাত দুটি ধরিয়া ডাকিতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিলেন, পিছাইয়া আসিলেন]

এ কি? এ কি? এ কঙ্কণ? (অগ্রসর হইয়া দেখিলেন) সেই কঙ্কণ—সেই কঙ্কণ! কোথায় পেলে উমা—এ কঙ্কণ কোথায় পেলে? কে দিলে তাকে? কালিন্দীর চোরাবালির গর্ত্ত থেকে—তবে কি সে উঠেছে আজ? উঠে কি সে এ-বাড়ীতে এসেছিল? না এলো তো কে দিয়ে গেল এ কঙ্কণ? তবে—কি—? হ্যাঁ—হ্যাঁ! সে কি বধূবরণ করে গেল? এল যদি তবে কোথায় গেল? সে কোথায় গেল? কোথায় গেল সে? কোথায়? (চারিদিকে চাহিলেন উদ্‌ভ্রান্তের মত)।

মানদা। (সভয়ে) কার কথা বলছেন? মা—?

রামেশ্বর। হ্যাঁ! হ্যাঁ—কোথায় গেল?

মানদা। চরের উপর দাদাবাবুকে—

রামেশ্বর। কাকে? অহীনকে? কি? আশীর্ব্বাদ করতে গেছে? আঃ—বাইরের দরজা কই? বাইরের দরজা কই? কোনদিকে যাব? আঃ—ভুলে গিয়েছি যে,—মানদা—ওরে বাইরের দরজা কই?

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মুখার্জীর বাংলার সম্মুখ

(উত্তেজিত জনতার সম্মুখে অহীন কমলের পথরোধ করিয়া আছে। অন্যদিকে পুলিশ অফিসার, কনষ্টেবলগণ ও মুখার্জী ইত্যাদি)

কমল। মানব না—আমি মানব না। পথ ছাড় রাঙাবাবু! আমার নাতিনকে নিলে—জমি নিলে—আমি ছাড়ব না উকে!

অহীন। তোরা আর এগুলে, এবার পুলিশ সত্যি গুলি ছুঁড়বে।

জনতা। আমরা মরব, আমরা মরব!

অহীন। কিন্তু, তার আগে আমাকে মরতে হবে। আমি এখান থেকে এক পা নড়ব না।

অফিসার। তোমরা এখান থেকে চলে যাও—আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

কমল। রাঙাবাবু! আপুনি পথ ছাড় বাবু—রাঙাবাবু—

অফিসার। Ready—

(পুলিশরা বন্দুক তুলিল)

Balance fire—fire!

(বন্দুকের আওয়াজ, জনতা পলাইল। পলাইল না ডগরু এবং কমল)

For organising the strike consider yourself under arrest. Also you are wanted in a conspiracy case.

(অহীন আত্মসমর্পণ করিল)

(ডগরু ও কমলকে দেখাইয়া)—পাকড়ো ই লোগকো!

(কনষ্টেবল তাহাদের ধরিল)

কমল। ধরবিনা—উ সায়েবটাকে ধরবি না—উ আমার নাতীকে গুলি করলে—ধরবি না উকে?

ডগরু। হায় ঠাকুর—হায় ভগবান—বিচার তু কতদিনে করবি?

(ইন্দ্ররায় ও সুনীতির প্রবেশ—সঙ্গে নবীন)

সুনীতি। অহীন! (তাহাকে বন্দী দেখিযা) এ কি করলি বাবা?

(অফিসার ইঙ্গিত করিতেই ডগরু ও কমলকে লইয়া কনেষ্টবলগণের প্রস্থান)

অহীন। প্রায়শ্চিত্ত মা!

সুনীতি। ওরে বল, বল, তুই-

অহীন। কি মা?

সুনীতি। রক্ত! রক্তে তুই হাত কলঙ্কিত করিস নি —বল?

অহীন। না—মা। তোমার—উমার কাতর মুখ, চোখের জল, আমার বক্তের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। আমি রক্তপাত নিবারণই করেছি।

সুনীতি। আঃ! ভগবান!

অফিসার। অহীনবাবু!

অহীন। আর একটু ইনস্পেক্টরবাবু। আর একটু! (সুনীতিকে প্রণাম করিল) দুঃখ তুমি ক'রো না মা, অন্যায় পাপ আমি করিনি, যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে যে পাপ করেছি আমরা, এ আমার তারই প্রায়শ্চিত্ত। (হাসিল) উমা রইল মা! তাকে দেখো! বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মেয়ে সে, হাসিমুখেই সে সব সহ্য করবে জানি! তবু তুমি তাকে দেখো! (অগ্রসর হইয়া ইন্দ্ররায়কে প্রণাম করিল) আপনি এদের সকলকে দেখবেন। বাবা—মা—উমা-

ইন্দ্র। দেখব—দেখব—

অহীন। না—না, আপনি বিচলিত হবেন না।

ইন্দ্র। বিচলিত—আমি কি বিচলিত হয়েছি অহীন? না—না—না, আমি বিচলিত হই নি—আমি বিচলিত হই নি। তুমি কিছু বলে

আমায় বিচলিত করে তুলো না অহীন। তুমি যাও তোমার পথে—আমার পথে আমি চলব।—আমার পথে আমি চলব। তারা—তারা—মা!

অহীন। Officer! I am ready!

অফিসার। চলুন।

[ইন্দ্র, সুনীতি, উমা ও নবীন ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ইন্দ্র। বাড়ী যাও বোন্! আমি চললুম সদরে—অহীনের মামলার ব্যবস্থা করতে। নবীন, তুমি এঁদের নিয়ে যাও। তুমি ভেব না সুনীতি—

[দ্রুত প্রস্থান

নবীন। মা!

সুনীতি। আমি একটু এখানে থাকব।

[নবীনের অন্তরালে গমন

সুনীতি। সর্বনাশা চর! আমি তোকে অভিসম্পাত দেব, তোর বুকে বসে কাঁদব। আমার চোখের জলে কালিন্দীর বুকে বন্যা এসে তোকে ধ্বংস করে দিক—ভাসিয়ে দিক—ডুবিয়ে দিক। আমার অহীন—আমার অহীন—

(অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তির মত রামেশ্বর প্রবেশ করিলেন।)

রামেশ্বর। অহীনকেও ধরে নিয়ে গেল? আমার প্রায়শ্চিত্ত কি সম্পূর্ণ হ'ল? তার কি মুক্তি হ'ল? সে কি উঠেছে অভিশপ্ত চরের অভিশাপ কাটিয়ে? কঙ্কণটা কি মাটি ঠেলে উঠেছে?

সুনীতি। তুমি? তুমি এখানে এসেছ?

রামেশ্বর। (থমকিয়া দাঁড়াইলেন) কে? তুমি—? না! তুমি তো কঙ্কাল নও! সে তো নও তুমি?

সুনীতি। আমি সুনীতি—আমি সুনীতি!

রামেশ্বর। হ্যাঁ তুমি সুনীতি।

সুনীতি। বস, তুমি এইখানে বস।

রামেশ্বর। আমায় স্নান করতে হবে সুনীতি। মুক্তি স্নান, কালিন্দীর জলে আমি স্নান করব। মহীন গেছে—অহীন গেল—আমার দুইদিকের বক্ষপঞ্জর খসিয়ে দিলাম—প্রায়শ্চিত্ত আমার সম্পূর্ণ হ'ল আজ! হ্যাঁ—সম্পূর্ণ—শেষ! হয় নি? সুনীতি—হয় নি?

সুনীতি। কি বলছ তুমি?

রামেশ্বর। বুঝতে পারছ না?

সুনীতি। না বুঝতে পারছি না। সমস্ত জীবন হেঁয়ালী করে কথা বললে—বুঝলাম না—শুধু মনের উদ্বেগে সারা হ'লাম। বল—আজ তোমার পায়ে ধরি—কি বলছ স্পষ্ট ক'রে বল তুমি!

রামেশ্বর। বলব! বলব! আর আমি সহ্য করতে পারছি না। বুকের দু'দিকের পাঁজর খসে গেল—কথা আর লুকিয়ে থাকবে কেমন করে? আপনি বেরিয়ে আসবে যে! আঃ—আমার বুকের পাঁজর খসে গেছে।

সুনীতি। উঃ—আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট! আমার গর্ভের দোষ—আমার ভাগ্যের দোষ—আমার জন্মান্তরের পাপের শাস্তি— .

রামেশ্বর। না। (ওই একটিবার না বলিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন, কয়েকবার ঘাড় নাড়িয়া আবার বলিলেন) না—তোমার গর্ভের দোষ নয়—আমার রক্তের দোষ, তোমার ভাগ্যের দোষ নয়—এ ভাগ্যফল আমার, তোমার জন্মান্তরের পাপের শাস্তি নয়, আমারই—আমারই এই জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত! শিশুহত্যা—নারীহত্যার প্রতিফল।

সুনীতি। শিশুহত্যা! নারীহত্যা! না—না—না।

রামেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি—আমি—আমি করেছি—

সুনীতি। আমি!

সুনীতি। না—না—না—আমি শুনতে পারব না। ব'লো না তুমি! ব'লো না!

রামেশ্বর। বলতে হবে আমাকে—সুনীতি তোমায় শুনতে হবে। আমি আমার নিজের সন্তানকে রাধারাণীর গর্ভের সন্তানকে—রাধারাণীকে—নিজের হাতে হত্যা করেছি। দুই হাতে শ্বাসরোধ ক'রে পিশাচের মত হত্যা করেছি।

সুনীতি। ভগবান্—ভগবান্—তুমি আমায় পাথর ক'রে দাও। আমায় পাথর ক'রে দাও তুমি!

রামেশ্বর। (নিজের আবেগেই বলিয়া গেলেন) অথবা দোষ আমারও নয়! সেই সর্ব্বনাশীর ছলনা! তান্ত্রিক বংশের ইষ্টদেবী—যে বংশে মন্ত্রভ্রষ্ট জমিদার সোমেশ্বরকে স্ত্রী হত্যা করিয়েছিলেন—সাঁওতালদের সঙ্গে নাচিয়েছিলেন—তারই ছলনা। নইলে—সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ে আমি চরিত্রহীন হলাম কেন? মদ্যপানে ব্যভিচারে উন্মত্ত আমি—রাধারাণীর দিকে ফিরে চাইলাম না কেন? সে তো ছিল অপরূপ সুন্দরী! দিনরাত পড়ে থাকতাম—বাগানে! একদিন রাধারাণী অভিমান করে চলে গেল বাপের বাড়ী—রায় বাড়ীতে। সংবাদ পেয়ে গেলাম তাকে ফেরাতে। গিয়ে দেখলাম—। বলব সুনীতি সহ্য করতে পারবে?

সুনীতি। (হাসিয়া) বল। সব সহ্য করতে পারব আমি বল। আমি পাথর হয়ে গেছি! বল তুমি—সত্যের দেবতার কাছে—আজ উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ কর তোমার অপরাধ। বল।

রামেশ্বর। রায়বাড়ীতে দেখলাম—রাধারাণীর শিয়রে বসে একটি সুশ্রী শ্যামবর্ণ যুবক—তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পরিহাস করে পরস্পরে হাসছে। চরিত্রহীন আমি—আমার ভ্রষ্ট কলুষিত চিত্ত মুহূর্ত্তে বিষাক্ত হয়ে উঠল। ছলনাময়ীর ছলনা! ছেড়ে দিলে সে অন্তরে কালসাপকে! রাধারাণীকে ফিরিয়ে আনলাম! তারপর হ'ল ওই সন্তান। ছেলেটি হ'ল কাল। অগ্নিবর্ণ—এই চক্রবর্ত্তী বংশের

সন্তান হ'ল কাল! কালসাপ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠল। সন্তানকে হত্যা করলাম!

সুনীতি। হে দেবতা তুমি মার্জ্জনা কর! তুমি আমার স্বামীকে মার্জ্জনা কর!

রামেশ্বর। (দীর্ঘনিশ্বাস) রাধারাণী বুঝতে পেরেছিল—হ্যাঁ বুঝতে পেরেছিল। তেজস্বিনী ছিল সে—দুরন্ত ছিল তার অভিমান। সে আমার সামনে দিয়েই বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। একটি কথাও বললে না। (স্তব্ধতা) মনের আবেগে সে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল। একা এক বস্ত্র! আমার সন্দেহ তাতে বেড়ে গেল। আমি ঘোড়ায় করে গিয়ে ষ্টেশনের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে—নদীর এই পারে—হ্যাঁ, এই পারে—এই চরে—এই কালিন্দীর চরে—তাকে হত্যা করলাম! (স্তব্ধতা) যখন তার গলা টিপে ধরলাম—সে ভয় পেলে না। মরতে সে ভয় পেলে না! আমাকে অভিশাপ দিলে—যে চোখের দৃষ্টিতে তুমি এমন ক দেখেছ—সে দৃষ্টি তোমার থাকবে না। আর তোমার দুই হাতে হবে কুষ্ঠ মহাব্যাধি!

সুনীতি। না—না—না। সে অভিশাপ কখনও তিনি অন্তর শুদ্ধ দেন নি! ব্যাধি তোমার হয় নি, অন্ধ তুমি নও!

রামেশ্বর। হয়েছিল! সুনীতি হয়েছিল। আজ সব ভাল হয়ে গেল। হ্যাঁ—সুনীতি আজ আমার পাপমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পেলাম দুর্লভ আরোগ্য। মহীন আর অহীন আমার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে সব ভাল করে দিয়ে গেল। (হাত দেখাইয়া) এইটে মহীন—এইটে অহীন। (চোখ দেখাইয়া) এইটে মহীন—এইটে অহীন। সব ভাল হয়ে গেছে! দেখ শুভ্র অক্ষত হাত—কোন কলুষ নাই—কোন যন্ত্রণা নাই—দেখ চোখ, নির্ভয় অকুণ্ঠিত দৃষ্টি! ছলনাময়ী আজ প্রসন্না হয়েছে। রাধারাণী আজ মুক্তি পেয়েছে। সে আজ কঙ্কণ ফিরিয়ে দিয়ে বধূবরণ করে গেছে সুনীতি! দেখেছ? জান?

সুনীতি। জানি। তোমার মনের অন্ধকার গহন থেকে তিনি আজ মুক্তি পেয়েছেন। এ চর অভিশাপ মুক্ত হয়েছে!

(সূর্য্য উঠিতেছিল)

রামেশ্বর। সুনীতি, সুনীতি—সূর্য্য উঠছে, নূতন দিনের সূর্য্য! আঃ—দেখ—দেখ আকাশের বার্ত্তা বহন করে—উদয়াচল থেকে-পৃথিবীর বুকে -আমার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে ধারায় ধারায় ছুটে আসছে আলোকের বন্যা।

(দুই হাত প্রসারিত করিল)

রা। দুঃখ আরোগ্য। শুভ্র নিষ্কলুষ হাত—আঃ! সুনীতি প্রণাম কর! উদয়শিখর থেকে অস্তাচল পর্য্যন্ত মেঘমুক্ত ভাবী আকাশ সর্ব্বপাপঘ্ন দেবতার মহাদ্যুতি ঝলমল করছে। প্রণাম কর।

(সুনীতি হাতজোড় করিলেন এবং প্রণাম করিলেন)

জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতি
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্ন প্রণতোস্মি দিবাকরম্ ॥

—যবনিকা

২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ "কাত্যায়নী বুক ষ্টল" হইতে—শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র সোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ২০৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পান কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
মাঘ, ১৩৬৫।